BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহুল সুখার চিঠি

বুদ্ধদেব গুহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

www.BanglaBook.org

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৮৪

প্রচ্ছদ জয়ন্ত ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১০.০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অবশেষে এলাম। মহুলসুখায়।

অনেকে বলে ভুত্‌রা মাইনস্। ম্যাঙ্গানীজের। এদিকে ওদিকে লোহা এবং ম্যাঙ্গানীজের আরও অনেক মাইনস্ আছে। যদিও মহুলসুখা উড়িষ্যাতে পড়ে, বিহারের সিংভূম আর উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলার বহুলাংশের প্রকৃতিগত চরিত্রে ও রূপে কিন্তু বিশেষ তফাত নেই। বিভূতিভূষণের প্রিয় সাতশ পাহাড়ের দেশ সারান্ডা ডিভিশনের বিস্তীর্ণ বন-পাহাড় বড়বিল—বড়জামদারই অন্যদিকটাতে।

বড়বিল থেকে এখানে আসবার আগে জামদার শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি আদর করে বলেছিলেন যে, সারান্ডার "সাইলো" ফরেস্ট বাংলোতে নিয়ে গিয়ে রাখবেন আমাকে। বিভূতিভূষণ নাকি মনোহরপুর থেকে এসে একবার ছিলেন সেই বাংলোতে। কিন্তু আমার পক্ষে সেই অনুরোধ রাখা, এ-যাত্রায় সম্ভব হয়নি। পরে কখনও নিশ্চয়ই রাখব।

মিত্র এস কে'র বড়বিলের অফিসের ব্যানার্জী সাহেব এবং সেন সাহেবই কোথায় যাব না যাব, তা ঠিক করে রেখেছিলেন। এই এবারের মত।

মিত্রদের সঙ্গে চিরদিনই আমি মিত্রভাবাপন্ন। তাই-ই মিত্রতার অভাব ঘটাতে চাইনি। তাঁরা বীরমিত্রপুরে নিয়ে গেলেও যাব। ভীরুশত্রুপুরে নিয়ে গেলেও তাই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

থল্‌কোবাদ ও কুম্‌ডিতে কয়েক বছর আগে একবার এসেছিলাম। কিন্তু যে অঞ্চলে এসে পৌঁছলাম কাল বিকেলে, সে অঞ্চলে আগে একেবারেই আসিনি। বড়বিল থেকে যে-পথটা রাউরকেল্লা গেছে, সেই পথেই কইরা ভ্যালিতে এসে, টেন্‌সার দিকে না গিয়ে আমরা বাঁয়ে ঘুরে, পাহাড় জঙ্গলের মধ্যের কাঁচা পথে ঢুকে পড়লাম।

তারপর···

তারপর, লেখা থামাতে হয়েছিলো। কারণ, এমন ঝোড়ো চৈতী হাওয়া উঠেছে এই অরণ্যমর্মরমুখর ঝিম্‌ধরা রুখু ও উদাস দুপুরে যে, লেখার প্যাডের পাতা প্যাড থেকে হঠাৎই ছিঁড়ে গিয়ে একটি সাদা ঘুড়ি হয়ে কিছুটা প্রচন্ড গতিতে উড়ে সামনের সটান মোটা শিমুলের গুঁড়ির ফিট ছয়েক উপরে আটকে গিয়ে সেঁটে রইল। হয়ত, সেঁটেই থাকত অনেকক্ষণ, হাওয়ার এমনই তোড় ; যদি-না আমি বারান্দার টেবল থেকে উঠে গিয়ে চটি-ফট্‌ফটিয়ে, পায়জামা-পাঞ্জাবী পত্‌পতিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনতাম।

হাওয়াটা সমানে ঝড়ের মতো বইছে এবং উত্তরোত্তর জোর হচ্ছে। লোহার আকর-মেশা লাল, ভারী ধুলো আর ম্যাঙ্গানীজের নীল ধূলিকণা ছুটে যাচ্ছে প্রচন্ড বেগে জমি ভর করে মাইক্‌-স্যাটোর ফরমুলা রেসিংকারের মতো। আর উপরের স্তরে উড়ে চলেছে পাতারা ছোট্‌কি-ধনেশ কী টিয়ার ঝাঁকের চেয়েও অনেক অনেক দ্রুততর গতিতে। শালের পাতা, অসনের পাতা, শিমুলের পাতা, পলাশের পাতা, বয়েরের পাতা, জংলী কাঁটালের পাতা ঝাঁক ঝাঁক তীরের মতো উড়ে চলেছে। আর তারও উপরে উড়ছে ডিগবাজি খেতে খেতে গিলিরী আর না-নউরিয়ার ফুলগুলি এবং কুসুমের কচি পাতারা, ফিনফিনে লাল,অতি মসৃণ সিল্কের ফুলের মতো।

কলম থামিয়ে এই রুখু, উদোম, ঝোড়ো এবং প্রমত্ত উষ্ণ প্রকৃতিতে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। দূ—রে। ঝড়ে আর ঝরঝরানি আওয়াজে দৃষ্টি ও চেতনা অস্পষ্ট হয়ে যায়। মোহাবিষ্টের মতো লাগে।

ছোটবেলায় প্রতি বছর গুড-ফ্রাইডের ছুটিতে বাবা জঙ্গলে নিয়ে আসতেন। অনেক সময় মাও আসতেন সঙ্গে ভাইবোনেদের নিয়ে। কখনও বাবার বন্ধুবান্ধবও। সেইসব সুদূর বর্ষশেষের দিনগুলির কথা ভাবলে এখনও বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। শৈশব শেষের আমি, মায়ের শাসন অমান্য করে সারা দুপুর রুখু, লু-বওয়া-হাওয়ার মধ্যে একা একা বসে থাকতাম বাংলোর খোলা বারান্দায় অথবা জঙ্গলের কোনো বড় পাথরের উপর। এই প্রমত্ত, উড়ন্ত,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বগবতী প্রকৃতির মধ্যে উড়ে-যাওয়া বা কখনও ঘূর্ণি নাচে-নেচে-ওঠা পাতার পাগলামির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে সেই পাগলামিকে নিজের শিরা-উপশিরার ধ্যে অনুভব করে নিজের মধ্যে সেই পাগলামিটা সঞ্চারিত হতে অনুভব রতাম। হয়ত, অজানা অননুভূত মদমত্ততার অস্ফুট বোধও। মত্ততার বোধ খন অজানাই ছিল। কিন্তু সে বোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হওয়ার পরও—চুলে াদার আভাস নিয়ে আজ বর্ষশেষের পাহাড়-বনের মধ্যে বসে যৌবনের শেষভাগে পৌঁছে যে-মানুষটি তার শেষ শৈশবের সবুজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে াজকের চৈতী বন-পাহাড়ের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখছে সে কিন্তু একটা বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসংশয় হয়েছে। পুরোপুরিই।

মদের নেশা, প্রেমের নেশা, কামের নেশা, টাকার নেশা, নামের নেশা, ক্ষমতার নেশা কোনো নেশাই মাতাল করে না মানুষকে প্রকৃতির নেশার মতো। যে এসেছে, একবার মাতাল হয়েছে ; তাকে অন্য কোনো নেশাই ধরে রাখতে পারে না বাকি জীবন। সে ইচ্ছেমতো এক বা একাধিক অন্য নেশাকে পেতে পারে স্বীয় অবকাশে, কিন্তু আর কোনো নেশাই যে তাকে পাবে এমনটি এ-জীবনে হবে না কখনও।

জঙ্গলের গন্ধ নাকে গেলেই, জঙ্গলের শব্দ কানে গেলেই, দু চোখ সবুজ হলুদ লাল এবং কালোর সবরকম সমাবেশে সমাহিত হলেই, সে দৌড়ে ফিরে আসবে তার আদি এবং চূড়ান্ত প্রেমে। তার প্রথম এবং শেষ প্রেমিকার কোলে। তার বুকে।

প্রকৃতির প্রেমে যে তেমন করে মজেছে কখনও, কেবল সে-ই জানে, এই বোধ কত আন্তরিক অমোঘ এবং সত্য ! দলছুট্ দুষ্টু ছেলের মতো সে কেবলই অন্যের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে আসতে চাইবে জঙ্গলে। বারবার। এ নেশা দুর্মর এই কারণে যে, এই অবৈধ **পরকীয়া** প্রেম গৃহীকে সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত করে।

বাংলোটা ফরেস্ট বাংলোরই মতো। তবে, সরকারী নয়। জার্ডিন হেন্ডারসনের মাইন ; মিত্র এস কে'র সঙ্গে এঁদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। সেই সূত্রেই এখানে আসা।

এই মাইন ছাড়িয়ে আমরা খান্ডাধরের সরকারী লোহার খনিতেও গেছিলাম। সেখানকার ম্যানেজার বিশ্বল সাহেব, সম্বলপুরের বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, সম্বলপুরী সিল্কের সুন্দর ক্রিম্‌সন-রেড হাওয়াইন শার্ট পরে তাঁর অফিসে বসেছিলেন। ব্যানার্জী সাহেবের কাছে শুনলাম যে, তাঁদের বড়বিলের বাংলা লাইব্রেরি থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিসেস বিশ্বল নিয়মিত বাংলা বই এনে পড়েন।

খান্ডাধারে খুব সুন্দর একটি জলপ্রপাত আছে। অনেক দূর দূর থেকে মানুষ চড়ুইভাতি করতে আসেন সেখানে। অতিথি-ভবনটিও ছোটর মধ্যে সুন্দর কিন্তু দু জায়গার তুলনা করে সেখানে পাহাড় ডিঙিয়ে গিয়েও আমি আবার মহুলসুখাতে ফিরে আসাই মনস্থ করলাম। কারণ খান্ডাধারের চেয়েও মহুলসুখাকে বেশী জংলী বলে মনে হল। ব্যানার্জী সাহেবের তত্ত্বাবধানে, গরমে কাতর, তৃষ্ণায় চিক্-চিক্ আওয়াজ-করা মুরগীরা ঝুড়ি-শুদ্ধ নামল, আবার উঠল। অবশেষে, ঠিক সন্ধ্যের মুখে, সিঁদুর-রঙা ধুলোয় বিজয়াদশমীর দুপুরে দুর্গাবাড়ির প্রাঙ্গণে সধবা মেয়েদের মতো সিঁদুর-খেলা অবস্থায় ব্যানার্জী সাহেব আমাকে মহুলসুখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিশ্র সাহেবের জিম্মায় নামিয়ে দিয়ে, অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল বড়ি দান করে, বড়বিলের পথে লাল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলে গেলেন শ্রান্ত, ক্লান্ত অবস্থায়। জীপের টেইল-লাইটের ঘন লাল আলো কুড়ারি নদীর জলে শেষবারের মতো প্রতিফলিত হয়েই প্রায়ান্ধকার জঙ্গলে হারিয়ে গেল। জীপের এঞ্জিনের গোঙানি শোনা গেল অনেকক্ষণ। তারপরই ঝিঁঝির ডাক আর নানা রকম রাতচরা পাখিদের স্বর।

আমার একমাত্র শর্ত ছিল সকলের সঙ্গে যে, একা থাকতে দিতে হবে আমাকে। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না এবং আমার দেখ্-ভাল বা খাতির-যত্নও করতে পারবেন না।

একজন খিদ্‌মদগার অবশ্য দিয়েছেন ওঁরা। সে সব সময়ই সঙ্গে থাকে। চা চাইলে, চা নিয়ে আসে দূরের ক্যান্টিন থেকে। খাওয়ার ব্যাপারে জিগগেস করে খাবারও নিয়ে আসে সেখান থেকে। এমন কি জংলী দোকান থেকে মাঝে-মধ্যে পান ও কালপত্তি জর্দা পর্যন্ত এনে দেয়। ছেলেটি ওড়িয়া ; পাত্র, তাই সুবিধে হয়েছে। কারণ মুন্ডারী ভাষা আমি জানি না। তার সঙ্গে কথা না বললে, সে কথা বলে না। আমি বিরক্ত বোধ করলে, সে আমার মুখ দেখেই বোঝে। চোখ দেখেই বোঝে, কখন চান করতে যাব, অথবা ঘুমুব। নিজে চাকা না দিলে হাতে গুঁজে , কখনও টাকা নেয় না। চায় তো নাই-ই। ছেলেটির নাম পদ্মনাভ ! "পদ্মনাভ"কে সে বা তার পিতৃপুরুষ যদি "পদ্মলাভ" বলে ডেকে আনন্দিত এবং গর্বিত হয় তাহলে আমি তাতে বাদ সাধতে যাব কেন ?

যে-বারান্দায় বসে আজ দুপুরে আমি তোমায় লিখছি ঠিক তার সামনে, কিন্তু অনেক নীচ দিয়ে কুড়ারি নদী বয়ে চলেছে। কুলী-বস্তী থেকে একটি নীচু কাঠের সাঁকো লাল মাটির পথ বুকে করে নদী পার হয়েছে। জীপ-ট্রাক সব জল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরিয়েই যায়। সাঁকো শুধু মানুষ আর মানুষীদের জন্যে। বাংলোটা একটা টিলার উপরে বলে, উপর থেকে পুরো জায়গাটাই ছবির মতো দেখা যায়। চারদিকেই মাথা-উঁচু গভীর জঙ্গলাবৃত সব পাহাড়। ধারে-কাছের কোনো জায়গাতেই জীপ ছাড়া অন্য কোনোরকম ছোট গাড়ি যাতায়াত করতে পারে না। যে-জঙ্গলে প্রাইভেট কার যাবার উপায় আছে, তার কোনো কৌলীন্যই থাকার কথা নয়। জঙ্গলের সতীত্বই নষ্ট হয়ে যায় লাল মাটির সুগন্ধি পথে কংক্রীট বা পীচ পড়লে। তখন জঙ্গল, আর তার নিজের মালিক থাকে না। ট্রান্‌জিস্টর বা রেকর্ড-প্লেয়ার-বাজানো একদল শহুরে, সবজান্তা মানুষ সেই পীচ-বাঁধানো পথ বেয়ে প্রাইভেট গাড়ি বা মিনিবাস চালিয়ে, বন এবং বন্যপ্রাণীদের উপর এক-একজন সেলফ্‌-অ্যাপয়েন্টেড অথরিটি হয়ে জঙ্গলে আসেন। মহুলসুখাতে বাসে করেও যাওয়া-আসা যায় না। কোম্পানির অথবা ঠিকাদারদের জীপ বা ট্রাক ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখান থেকে বাস ধরতে হলে, বড়বিল বা রাউরকেলার, যেতে হবে কইরা অথবা বারসুঁয়া। বারসুঁয়া প্রায় সতেরো-আঠারো কিলোমিটার গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পথ এখান থেকে অনেক পাহাড় নদী পেরিয়ে। বারসুঁয়াতে অবশ্য রেলস্টেশন আছে। শেষ স্টেশান। সেখানে রাউরকেলা থেকে দুপুর নাগাদ একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন তৃষিতা সর্পিণীর মত শীষ তুলে এসে পৌঁছয়, আবার চারটে নাগাদ ফিরে যায় রাউরকেলা। বারসুঁয়াতে হিন্দুস্থান স্টীলস্‌ লিমিটেডের আয়রন-ওরস্‌ মাইনস্‌ আছে। লৌহ-আকর যায় রাউরকেলা। সেখান থেকে অন্যত্রও যেতে পারে, ঠিক জানা নেই। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট ঘুমন্ত এই স্টেশান। সুনশান।

লোকমুখে শুনলাম, রাউরকেলা ইস্পাতনগরী হবার পরই এই স্টেশানের পত্তন। বাদামপাহাড় স্টেশনটিকেও বোধহয় এর চেয়ে জীবন্ত বলে মনে হয়। ভারি নয়নাভিরাম এই রেলপথের দু-ধারের দৃশ্য। টাটা-গুয়ার লাইনের মতোই সুন্দর। কইরা ভালী থেকে মহুলসুখাতে আসতে পথে পড়ে সারুকুন্ডা। ছোট্ট একটি জায়গা। ছবির মতো। পাহাড়ের কোলের উপত্যকা। কুড়ারি নদীটির শোভা এখানে ভারী নয়নাভিরাম। যেন, বাগেচম্পার কোয়েল। না, বোধহয় ঠিক বলা হলো না। বাগেচম্পার কোয়েল আর শ্রীনগর থেকে গুলমার্গের পথে যেতে পথের ডান ও বাঁপাশের লিড্ডার নদীর রূপ মিশালে যেমন হয়; তেমন। সারুকুন্ডা হাতির দল, বাঘ আর অন্যান্য জানোয়ারদের জন্যে বিখ্যাত। ঐখানেই এসে থাকব এর পরের বার, এরীয়ানস্‌ কোম্পানী যদি অনুমতি দেন। বড় ভাল লাগল জায়গাটি। এরীয়ানস্‌-এর মাইনস্‌ আছে ওখানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোজা তাকালে, নীচের কুড়ারি নদী পেরিয়ে চোখে পড়বে, বেশ উঁচু একসারি পাহাড়—এই পাহাড়শ্রেণীর নাম নন্দগিরা। ঐখানে গুহাও আছে অনেক। আছে, ভালু-গাড়া। এক সময়ে নাকি ভাল্লুকে গীস্‌গীস্‌ করত ভালু-গাড়া। বড় বাঘও আছে মহুলসুখাতে। বরাবরই ছিল। বাঘেদের থাকবার মতো জায়গাই বটে।

কালই বারসুঁয়াতে চায়ের দোকানে আর পানের দোকানে বসে শুনলাম যে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দুটি না তিনটি বাঘ ছেড়েছেন এই জঙ্গলে সাম্প্রতিক অতীতে। বাঘেরা নাকি গরু-মোষ মেরে ছয়লাপ করে দিচ্ছে। জংলী জানোয়ার ধরে খাওয়ার কায়দাকানুন বোধহয় এখনও ভালমতো রপ্ত হয়নি। কোন্ জঙ্গল থেকে এনে ছেড়েছেন বাঘগুলি, সে-সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া দরকার। নন্দনকাননের বাঘ কি ?

পাহাড়ের দূরত্ব এবং বাঘের ভয়াবহতা—এই দুই সম্বন্ধেই বাঙালীর ধারণা চিরদিনই অস্পষ্ট। তাছাড়া, তাঁরা পৃথিবীর তাবৎ আজগুবি গুজবের গর্বিত গার্জেন বলেই যে-ক'জন বাঙালী ভদ্রলোকদের আলোচনারত দেখলাম বারসুঁয়াতে, তাঁদের কথায় বিশেষ বিশ্বাস করতে পারলাম না। বাঘের দাপটে লোকে বারসুঁয়া, খাণ্ডাধার, মহুলসুখা ইত্যাদি জায়গাতে সন্ধ্যের পর আর নাকি পথেই বেরুচ্ছে না। ব্যাপারটা নিজে থাকতে থাকতেই একটু বুঝতে হবে। তবে এখানের জঙ্গল খুবই নিবিড়। এবং গভীর জঙ্গলাবৃত অনেকই সব উঁচু উঁচু পাহাড় চারপাশে। তার উপর কুড়ারি নদীর জল নাকি শুকোয়ই না সারা বছর। তাই এই পুরো অঞ্চলটিতে বিশেষ করে গরমের দিনে যে সব রকম বড়-ছোট জানোয়ারের আনাগোনা বাড়বে এতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। শুনলাম, সারকুন্ডাতে একটি ফরেস্ট অফিস আছে। ফেরার পথে, বাঘ-ছাড়ার ব্যাপারটা ওঁদের কাছে খোঁজ করলেই জানা যাবে।

তোমাকে বলা হয়নি—কাল খান্ডাধার থেকে ফেরার সময় বারসুঁয়া থেকে বাস ধরেছিল মনোজ, রাউরকেলার। ও আবার ফিরে আসবে বড়বিলে, আমি যাওয়ার আগেই। আমার শৌখিন শহুরে গাড়ি বড়বিলেই রেখে এসেছি। তোমাদের মতো বালিগঞ্জের সুন্দরীদের সমগ্রোত্রীয় মারুতি ফিয়াটে চড়ে জীবনের এবং পৃথিবীর অনেক বন্ধুর ও সুন্দর গন্তব্যতেই পৌঁছনো যায় না। কথাটা সত্যি। রাগ করলেও, আমার কিছুই করবার নেই।

লেখালেখি শেষ করে বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। পথে অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার মিশ্রর সঙ্গে দেখা। ছেলেমানুষ, লম্বা, ফিল্মস্টারের মত সুন্দর

www.BanglaBook.org

চেহারা। বিহারের মুজাফ্‌ফরপুরে বাড়ি। ক্ষেতি-জমিন আছে সেখানে। ওর একটিমাত্র ছেলে। সে বেনারস হিন্দু উনিভার্সিটিতে পড়ে। ছেলেটির লেখাপড়া শেষ হলেই এই বনজঙ্গলের চাকরি মিশ্র ছেড়ে দেবে। বৌ পড়ে থাকে চাচা-চাচীর কাছে, ছেলে বেনারসে, আর নিজে রোজ শ'খানেক সুন্দরী যুবতী আদিবাসী মেয়েদের কাজকর্মের দেখাশোনা করে। তার চরিত্রে কোনো কলঙ্ক নেই। এটা যে কত বড় কৃতিত্ব অথবা অকৃতিত্ব তা আশা করি তার স্ত্রী বুঝবেন।

মিশ্র বললে, চালিয়ে দাদা, মায় ভি জারা ঘুমকে আয়ে রাইটার আদমীকে সাথ্।

ও আমাকে একটা নতুন পথে নিয়ে গেল।

খান্ডাধারের বা বারসুঁয়ার পথে কুড়ারি নদীকে বাঁয়ে ফেলে কিছুটা গেলেই খাড়া এক চড়াই পড়ে। সেই চড়াইয়ে না উঠে, বাঁদিকে সমতলে নদীর পায়জোর-পরা পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে একটি পথ চলে গেছে। সেই পথেই মিশ্র নিয়ে চলল আমাকে।

কিছুটা গিয়েই নদী পেরিয়ে বাঁয়ে একটি পায়ে-চলা পথ বেরিয়ে গেছে। আরো একটু গিয়েই আবারও অতি খাড়া চড়াই—ভুত্‌রা বস্তী। ভুত্‌রা বস্তীর দিকে না গিয়ে, সোজা এগিয়ে কিছুদূর হেঁটে, পাথর টপ্‌কে নদী পেরিয়ে ওদের একটি অ্যাবান্ডান্‌ড্ মাইন চোখে পড়ল। তার নীচে দু-এক ঘর লোকের বাস। মুন্ডা এবং হো। আগে এখানে মাইনস্-এর ক্যাম্প ছিল।

আরও একটু এগোনোর পর নদীটা আবারও পেরোতে হয়—এবং হয় খালি-পায়ে নয়ত জুতো-ভিজিয়ে। পথটা চলে গেছে নন্দগিরা, ভালু-গাড়ার দিকে। মিশ্র বলল, এ-পথে বড় একটা যায় না লোকজন। তারপর বলল, আপ ইতনেতক্‌হি আইয়ে দাদা রোজ, সুব্বা-সাম্। ঈস্ রাস্তেমে আগে বাড়্‌না ঠিক নেহী। বহত্ ভাল্ হ্যায়। নোচ্ লেগা।

—তুমি হাঁটো না এখানে? সকাল-বিকেল? এমন সুন্দর জায়গা!

—নেহী দাদা। ফুরসৎহি নেহি মিল্‌তা। চার সালমে আজ্‌হি পহিলে দফে ইত্‌না দূরতক্ পায়দল চলে আঁয়ে আপকো সাথ্।

—কেমন লাগল?

—বড়ী মজা আয়া।

—তুমি ঘোরাঘুরি করো যে এত, কাজ দেখাশোনা করতে! হাঁটোনা কিরকম?

—হ্যাঁ! ঘোরাঘুরি ত খুবই করি। কিন্তু সবই জীপে করে। হরটাইমমে টেন্‌শান, ওয়ারীজ, বলিয়ে মৎ। পায়দল চলনেকা ফুরসৎ কাঁহা?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওকে বললাম, জঙ্গলের রাস্তায় একা একা হাঁটবে, দেখবে, চুপ করে ভাববে, সব টেন্‌শান মরে যাবে—আন্‌ওয়াইন্ডিং হবে সব কিছু বাজে ভাবনা-চিন্তার। পাখি দেখবে, ঝরনার আওয়াজ শুনবে, গিলিরী ফুলের শোভা দেখবে, দেখবে.....

আমার কথা শেষ হবার আগেই সুন্দর মুখটি বিকৃত করে ও বলল, ছোড়িয়ে দাদা ! আপ্‌কো যিত্‌না পাগলপন্থী বাত্‌। ইস্‌ জংগলমে হ্যায় ক্যা ? আপ্‌ রাইটার আদমী হেঁ, আপ্‌কো বাত দুস্‌রা। ম্যায় ত মর্‌ চুকে হেঁ। ঈস্‌ জঙ্গল কোই আদমীকা রহনেকা লায়েক হ্যায় ? যো ইস্‌ জাংগাল্‌মে মরহিস্‌, ওহি জানিস্‌। আপলোগ্‌ ঝুট্‌মুট জংগল লেকর্‌ পোয়েট্রি বানাতে হেঁ।

আমি ওর কথা শুনে হাসলাম।

ও যা বলল তা ওর বিশ্বাসের কথা। অনেকেই কষ্ট বেচারার। বুঝি। তবে, আমিও ওকে যা বললাম তাও আমার বিশ্বাসের কথা। আমাদের বিশ্বাস আলাদা আলাদা। সব মানুষের বিশ্বাসই আলাদা আলাদা। নইলে পৃথিবী খুবই আনইন্টারেস্টিং হত। মানুষে মানুষে তফাত থাকত না কোনো।

ফেরার সময় গেস্ট-হাউসের কাছে এসে একটি ছিপছিপে, হাসিখুশি পানে ঠোঁট-লাল করা অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল মিশ্র। বলল, এই আমাদের ডিসপেন্‌সারির ডাক্তার—এও মিশ্র। ডাক্তার মিশ্র। ডিপ্লোমা নিয়েছে সম্বলপুর থেকে। বাড়ি সুন্দরগড়ের কাছে।

আমাকে ওড়িয়া বলতে দেখে খুবই খুশী হল ডাক্তার।

ডাঃ মিশ্র বলল, এখানে ম্যালেরিয়া জব্বর। প্রিভেন্টিভ ওষুধ খাচ্ছেন ত ?

বললাম, তা খাচ্ছি। তারপর শুধালাম, এখানে ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কী কী রোগ বেশী ?

ডাক্তার বলল, সব রোগই আছে কম-বেশী। তবে ভেনারাল ডিজীজ খুব কম। হীরাকুদের মতো নয়। হীরাকুদে ছিলাম আমি এখানে আসার আগে। সেখানে মারাত্মক ব্যাপার। এখানের কুলি-কামিনরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সচ্চরিত্র।

ওকে কিছু না বলে, হাসলাম আমি। চরিত্রর সঙ্গে ভেনারেল ডিজীজের সাযুজ্য সব সময় থাকে না। ও হয়ত জানে না।

মিশ্রের কোয়ার্টার, ডাক্তারের কোয়ার্টারের পাশেই। ও রয়ে গেল ওখানেই। বলল, রাতে খাওয়ার সময় এসে খোঁজ নিয়ে যাবে। একা একা গেস্ট হাউসের দিকে হেঁটে এসে উপরে উঠতেই হঠাৎ চোখে পড়ল দাবানল ছড়িয়ে গেছে

www.BanglaBook.org

চৈত্রের পাহাড়ে পাহাড়ে। আলোর মালা জ্বলছে দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়শ্রেণীর বুক ঘিরে, নড়ছে-চরছে, এগোচ্ছে-পেছোচ্ছে যেন, আগুন-রঙা সাপ সব। অনেকক্ষণ সেখানে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ভাল করে দেখলাম। মনে পড়ে গেল প্রথম দাবানল দেখেছিলাম বাবার সঙ্গে রজৌলিরঘাটে—তখন আমার বয়স দশ-বারো। সেই প্রথম অবাক হওয়ার অবশ-করা অনুভূতি এখনও মনের মধ্যে ছাই-চাপা আছে।

টিলা উঠে গেস্ট-হাউসের দিকে আর একটু এগোতেই চোখে পড়ল ম্যানেজারের বাংলোর বারান্দায়, প্রায়ান্ধকারে, চেয়ার পেতে দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে একা বসে আছেন ম্যানেজার গোয়েল সাহেব।

পশ্চিম আকাশের রক্তিমাভাকে চকিতে কুড়িয়ে নিয়ে দাবানলের আগুনের মালা রিলে-রেসের দৌড়ের প্রতিযোগীদের মতো দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে। আগুনের ফুল তুলে দিচ্ছে এ ওর হাতে। চুপ করে পাথরের মতো বসে আছেন গোয়েল সাহেব। এই পটভূমির সঙ্গে তিনি যেন একেবারেই মিশে গেছেন। তাঁর অনড় অস্তিত্ব বোঝা পর্যন্ত যাচ্ছে না।

এখন শেষ করি। ভালো থেকো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ওড়িশার বনে-জঙ্গলের মানুষরা মুখে-মুখে একটি ছড়া বলে : "মাচ্ছ খাইব ভাকুর, ঘইতা কইব ডাইভর।"

অর্থাৎ মাছ খাব তো বোয়াল মাছ, বিয়ে করব তো ড্রাইভারকে। মার্সিডিজ ট্রাকের ড্রাইভাররা জামাই হিসাবে আদর্শ। তাদের কত রোজগার, উপরি, খাতির-যত্ন। রোলেক্স গামছা, কুটুং করে জ্বালানো সিগারেট লাইটার, বিনা পয়সায় লিফ্‌ট্-দেওয়া কুলি-কামিনদের শরীরের ঘ্রাণ এবং পরশ। এসব তো এ চাকরির আনট্যাক্সড্ পারকুইজিটস্।

তাই-ই বনের মেয়েদের কাছে ট্রাক বা জীপ বা ড্রেজার-ডাম্পারের ড্রাইভারদের চেয়ে ভাল স্বামী কল্পনাতীত।

তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, জঙ্গলের গভীরের ছোট্ট বদ্ধ জীবনে ড্রাইভাররা তাদের চালানো গাড়ি ও ট্রাকের সঙ্গে দূরের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। যে পথ চলে গেছে বন-পাহাড়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে, রোদে-চাঁদে ভিজতে ভিজতে, পাহাড়ী নদীতে পা-ডুবিয়ে, সেই পথের শেষ প্রান্তে কী আছে, এদের মধ্যে বেশীর ভাগই কল্পনা করতে পারে শুধু, জানতে পারে না।

চিরদিনই গতি ও গন্তব্যর এক বিশেষ আকর্ষণ আছে মানুষের কাছে। এবং থাকবে। তীরে-দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষের চোখে, সমুদ্রের তটে আছড়ে-পড়া ঢেউ-এর পর যেমন আরো ঢেউ : তার পরেও আরও, তেমনি পথের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষদেরও এক পথের শেষে পৌঁছে অন্য পথ, তারও পর অন্যতর।

পথের যেমন শেষ নেই, এক গন্তব্যে পৌঁছে পথ যেমন অন্য গন্তব্যে ছোটে, তেমনই পথের টানে যে-মানুষ মজেছে আমার মত, তারও তেমন চলার শেষ নেই। জঙ্গলের চাঁদের রাতের জিন্-পরীদের মতো তাকে পথ কেবলই ঘুরিয়ে মারে, নেশা ধরায়, তৃষ্ণা বাড়ায় কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয়রই তৃপ্তি সাধন করাতে পারে না।

যে দেখেছে, সে আরও দেখতে চায়, যে শুনেছে, সে আরও শুনতে চায় এবং যে এক গন্তব্যে পৌঁছেছে সে অন্য গন্তব্যের উদ্দেশে আবারও পথে পা বাড়ায়। পথ মানুষের জীবনে অন্য এক কল্পিত, অনাস্বাদিত, অনাঘ্রাত, স্বপ্নময় দেশের সন্ধান দিতে থাকে প্রতিনিয়ত—যে-কল্পলোক মরীচিকার মতো কেবলি দূরে সরতে থাকে। "ইয়ারো ভিজিটেডের" চেয়ে "ইয়ারো আনভিজিটেড" অনেক ভাল জেনেও নতুন নতুন ইয়ারোর তল্লাশে ঘুরে মরে মানুষ। মানুষের মতো চালাক এবং বোকা, মুক্ত এবং বন্দী জানোয়ার এ-পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই পাহাড় বনের সরল মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ কি ? আমি বা তুমি তাদের চেয়ে কোনো অংশেই বেশী বুদ্ধি ধরি না জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই !

তোমাকে একটি ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক তথ্যের হদিশ দিই, যা জেনে, তুমি চমৎকৃত হবে। বুদ্ধির ব্যাপারটা অনেকটা সংখ্যাজগতের শূন্যের মতো। শূন্য দিয়ে কিছুকে গুণ এবং ভাগ করলে শূন্যই ফিরে আসে। শূন্য থেকে কিছুকে বিয়োগ করলেও শূন্য। ব্যতিক্রম ঘটে যখন কোনো সংখ্যা থেকে শূন্যকে বিয়োগ করা হয় একমাত্র তখনই। তখন যা ছিল হাতে, তাই-ই থাকে। বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিকে গুণ এবং ভাগ করলে এবং বুদ্ধি থেকে কিছু বিয়োগ করলে তার নীট ফল নির্বুদ্ধি। অন্য কিছু থেকে বুদ্ধিকে বিয়োগ করলেও নির্বুদ্ধি। বুদ্ধি বড়োই গোলমেলে জিনিস। যাদের আছে উ ভি পস্তায়া , আর আমার মতোই যাদের নেই , তারাও পস্তায়।

পুলিশ নিয়েও একটা ছড়া আছে। ছড়াটা হল : "মাচ্ছ খাইব ইলিশী, ঘইতা কইব পুলিশী।"

কোথায় বোয়াল মাছ, আর কোথায় ইলিশ মাছ ! কিসের সঙ্গে কিসে। তাই, বোয়াল খানেওয়ালীরা ড্রাইভার স্বামীর চেয়ে আরও বড় স্বপ্ন দেখা সমীচীন মনে করে না। ইলিশ যারা খায়, তারাই স্বপ্ন দেখতে পারে পুলিশ স্বামীর।

যেদিন দারোগাবাবু এসেছিলেন, সেদিন কুড়ারি নদীর পাশে, রাতের অন্ধকারে একটা মস্ত চাঁপাগাছের নীচের চাপ-চাপ ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঠিকাদার আর মালিকদের সঙ্গে অনেক গুজগুজ-ফুসফুস করে "সান্ব ভাই" চলে গেলেন। এ-কথা তোমাকে আগেও বলেছি এবং আবারও বলছি যে, আইনের গার্জেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র সেই কবে বলে গেছিলেন : "আইন ? সে ত তামাশা মাত্র ! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে !" এদেশের আইন আজও তাই-ই আছে। পুলিশ, থানা, জেল, উকিল, ব্যারিস্টার, সলিসিটর, অ্যাকাউন্ট্যান্ট সকলেই সেই তামাশার জমজমাট আসরে বড়লোকদের হাতের ক্রীড়নক বিদূষক। বিচারের বাণী এখনও নীরবে নিভৃতেই কাঁদে। আরও কতদিন একটি বিশাল দেশে, যে-দেশের মানুষ সহায়-সম্বলহীন এবং দরিদ্র, এই তামাশার প্রহসন সহ্য করবে এবং এই তামাশাজনিত তাদের কান্না দেখা ও শোনা যাবে তা এই মহৎ গণতন্ত্রের মহান জনদরদী নেতারাই বলতে পারবেন।

তোমার উপর আমি খুবই রেগে রয়েছি। সেই যে একটি চিঠি দিয়েছ তারপর আর চিঠি নেই কেন ? অত্যন্ত খারাপ তুমি। ইনকরিজিবল্।

দাঁড়াও, দাঁড়াও এক্ষুনি মাস্টারমশাই একটি চিঠি দিলেন। তোমারই হাতের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লেখা খামের উপর। খুলি আগে।

চমৎকার! সেই একই কথা। একই অজুহাত। আমার মতো ভালো চিঠি লিখতে পারো না, তাই লিখতে লজ্জা করে।

চিঠি না লিখতে পারলেও আমার চেয়ে ভাল তো অন্য অনেক কিছুই করতে পারো। সেইসব যুগ্ম-প্রচেষ্টায় যদি আমি নন-কোঅপারেশন করে বলি যে, তোমার মতো ভাল পারি না তাই লজ্জা করে, তাহলে কি লাভবান হবে?

যাই-ই হোক। এমন দায়সারা চিঠি লিখতে হবে না। তুমি ভাল আছ, ঋদ্ধি ভাল আছে। তোমার মায়ের গুরুদেব ভুজুং-ভাজুং চালিয়ে যাচ্ছেন। কোলকাতায় একদিনও কালবৈশাখী হয়নি...

কালবৈশাখী? বৈশাখ মাসটাকে আসতে দাও। ইংরিজি কোন্ মাসটা বৈশাখে পড়ে বল তো? তোমাদের মতো ইঙ্গবঙ্গ লোকেরাই দেশটাকে ডোবালে পুরোপুরি। মেধাবী বাবা-কাকারা পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ করে ইংরেজ তাড়ালেন দেশ থেকে, আর স্বাধীনতার প্রায় চল্লিশ বছর পর এক নতুন জগাখিচুড়ি ইঙ্গবঙ্গ সমাজ তৈরি হল। এদেশীয় স্বচ্ছল ঘরের বাচ্চারা এনিড ব্লাইটন ছাড়া কিছুই পড়ে না, বাংলা বই পড়তে যাদের "ভাল্লাগে" না, বাংলা গান না শুনে যারা পোলিস, আর বনি-এম আর অ্যাব্বা গ্রুপের গান শোনে। যখন সমস্ত পশ্চিমী দুনিয়া ভারতীয় জীবনযাত্রা, ভারতীয় পারিবারিক জীবন, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকছে, ঠিক তখনি আমরা ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের, কি ম্যাকলাস্কিগঞ্জের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কালচার প্রচণ্ড প্রত্যুৎপন্নমতিত্বর সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করছি! সত্যই সেলুকস্! বিচিত্র এ দেশ!

এখানে আসার আগে বড় জামদার বাজারে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই, তোমার দু চোখের বিষ, একেবারে অ-ইংরেজসুলভ একটি নেশা করছিলাম। মানে, পান খাচ্ছিলাম। পান খাওয়া ছেড়েই দিতাম। শেষে মুখে কি গলায় ক্যানসার হয়ে মরব? কিন্তু যখনই পিচিক্ করে পিক্ ফেলি, তখনই মনে হয় এই লজ্জাকর মানসিকতার মুখেই পিকটা ফেললাম। এই আনন্দের কারণেই পান খাওয়া ছাড়তে পারছি না।

জামদার বাজারে একটি ভাঙা-চোরা ঘরে বাঁশের ধারার বেড়ার ফাঁক দিয়ে একজন দিদিমণির (সরি, মিস্) শরীরের কিয়দংশ দৃশ্যমান। এবং খোঁয়াড়ে যেমন গাদাগাদি করে গোরু-বাছুর পুরে দেওয়া হয় তেমনি করেই বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গাদি দেওয়া হয়েছে দেখলাম সেই ঘরে। সম্মিলিত কণ্ঠে মহান ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা নিজের নিজের মাতৃভাষায় কোনো শব্দ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারার আগেই দিদিমণির, সরী, আন্টির ধুয়ো ধরে সমস্বরে বলছে : "ব্যাঃ ব্যাঃ ব্ল্যাকশীপ, হ্যাভ উ্য এনি উল ?
ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্রি ব্যাগস ফুল।"

এটি আর একটি "মানুষ" গড়ার অথবা ভারতীয় "সায়েব" গড়ার মেশিন। বোঝাই গেল। আমার মনে হল, ব্যাঃ ব্যাঃ ব্ল্যাকশীপ নয়, যে-সব ছেলেমেয়ের বাবারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের হাস্যকর "অ্যাপলজি ফর সায়েবস্" তৈরি করতে কোমর বেঁধে শার্টের বোতাম আঁটিয়ে গরমের মধ্যে গলায় নেংটি ইঁদুরের লেজের মতো এক-বিঘৎ টাই ঝুলিয়ে দিয়ে মানুষ হতে পাঠিয়েছেন , তাঁরাই ব্ল্যাকশীপ।

ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা না-করলে নাকি ছেলেমেয়েরা কেউ মানুষই হয় না আজকাল। ইংলিশ-মিডিয়ম স্কুল নামক বস্তুটি যে কি, ভাল করেই জানা হয়েছে আমার কোলকাতায়। যদি বিয়ে করতাম, তবে আমার ছেলেমেয়ে কখনোই হত না ; কারণ এই ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে তাদের ভর্তি করতে যে indignity ও অপমান সহ্য করতে দেখি অনেককে, মুখ বুজে, তা সহ্য করা আমার দ্বারা কখনই হত না।

মিশনারীরা এদেশে এ তাবৎ প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও যা করতে অপারগ হয়েছিলেন, আমরা নিজেরাই তা করে তাঁদের দেখিয়ে দিলাম যে, আমরা কত বড় আত্মসম্মানজ্ঞানহীন জাতীয়তাবোধহীন অনুকরণপ্রিয় জাত। আড়ালে তাঁরা নিশ্চয়ই হাসেন। যে-কোনো জাতই নিজের কৃষ্টি, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গর্বিত না থাকলে, সেই জাতের অস্তিত্ব অচিরে অনস্তিত্বেই পর্যবসিত হয়।

ইংরিজি একটি দারুণ ভাষা সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে মাতৃভাষাকে উপেক্ষাই শুধু নয়, অবজ্ঞা করে পাঁচবছর বয়স থেকে ড্যাডী, মামী, টাটা-বাই-বাই শিখলেই যে ইংরিজিতে পণ্ডিত হবে ছেলেমেয়েরা এ বিষয়ে আমার অশেষ সন্দেহ আছে। সমস্ত বাঙালী জাত একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের গভীরে ক্রমশই নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে —। যার কোনো তল নেই।

আমরা বাঙালীরা নিজেদের জন্যে কী করলাম বল তো ? বড়লোক বাঙালীরা ? বাংলার বাইরে বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্যে একটিও ভাল বাংলা-মাধ্যমের স্কুল নেই। যে স্কুল আছে, তা স্থানীয় বাঙালীদের অসীম সাহস ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাতে কোনোক্রমে টিকে আছে। তবে কতদিন থাকবে, তা বলা যায় না।

বঙ্গভূমিই কেবল সারা ভারতবর্ষের তাবৎ অধিবাসীদের যথেচ্ছ ক্রীড়াভূমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাংলার রাজধানী এখন অন্যান্য অনেক প্রদেশের রাজধানীর চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে অন্যান্য প্রদেশীয়দের কাছে। কিন্তু বাঙালী ছেলেমেয়েরা বাংলার বাইরে খুব কম জায়গাতেই তাদের মাতৃভাষা পঠন-পাঠনের সুযোগ পায়। অন্য অনেক প্রদেশের সরকারই বাংলা-মাধ্যমের স্কুলকে সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত করেন। শুধু তাই-ই নয়, যাতে বাংলা-মাধ্যমের স্কুল না স্থাপিত হয়, এমন অপ্রত্যক্ষ প্রয়াসেও সচেষ্ট থাকেন। এই মনোবৃত্তি, সে যে সরকারেরই হোক না কেন, সেই প্রদেশের শিক্ষিত ও উদারমনস্ক মানুষদের সম্মানবৃদ্ধি করে না। ভারতবর্ষকে যদি দেশ হিসেবে এগোতে হয়, তাহলে সমস্ত প্রদেশকেই অন্য ভাষাভাষীদের ভাষাশিক্ষার স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তাঁরা যদি তা না হন, এখনও, তবে বাংলার সরকারকে অন্যান্য অনেক প্রদেশের সরকার বঙ্গভাষাভাষীদের প্রতি যে বিমাতা-সুলভ ব্যবহার করছেন সেইরকম ব্যবহারই করতে হবে, অন্য প্রদেশীয়দের প্রতি নিতান্ত দায়ে পড়েই। "মেরেছো কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না"—এই বৈষ্ণব বিশ্বাসে আমার অন্তত সায় নেই।

কোলকাতার বাঙালীরাও বা বাঙালীদের জন্যে কি করেছেন ? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, তাগরাজা হলে, গান শুনতে যেতে হয়, বিড়লার কলামন্দিরে, ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠাতে হয় হিন্দী হাই স্কুল অথবা শ্রীশিক্ষায়তনে।

কেন ? বাঙালী বড়লোকেদের কি এ বাবদে কিছুই করণীয় ছিলো না ?

এ-সব প্রসঙ্গ এতই স্পর্শকাতর ও আবেগজর্জর এবং অপ্রিয় যে, আলোচনা করাও অস্বস্তির। তবে, যা ন্যায়, এবং যা অবশ্যকরণীয় তা যাতে বজায় থাকে এবং করা হয় তার জন্যে অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হলেও, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা করতেই হবে। এই বিষয়ে আমাদের মনোযোগ অথবা অমনোযোগ সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী এবং বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ নিরূপণ করবে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াটা নৈতিক সাহসের নিদারুণ অভাবের লক্ষণ বলেই পরিগণিত হওয়া উচিত। আমাদের লজ্জা রাখার জায়গা নেই পদ্মা !

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আজ রাতেও একা একা রাতের টহলে বেরিয়েছিলাম। চাঁদ উঠেছে অনেকক্ষণ। জঙ্গলের গভীরে একটি ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে পাথরে বসে জ্যোৎস্না রাতের পাহাড় জঙ্গলের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে অনেক কথা ভাবছিলাম।

তুমি ছিলে বলেই এখনও আমি আছি। বহাল তবিয়তেই আছি। আজও আছি।

তোমার মতো সাহসী বাঙালী মেয়ে আর দেখিনি। আমার দুঃখ এইটুকুই যে, তুমি মা হলে না। অবশ্য তুমি একদিন বলেছিলে যে, মা হলেও একটি সন্তান হত স্বামীর, অন্যটি প্রেমিকের। প্রথম জনের ছেলে ; দ্বিতীয় জনের মেয়ে। যেন তোমার ইচ্ছেমতোই হত সবকিছু ! কিন্তু ভগবান তোমাকে আমার ও ঋদ্ধির মধ্যে দ্রৌপদীর মতো সমানভাগে ভাগ করে দেবেন বলেই হয়তো তোমাকে মা করলেন না। মা হলে, হয়তো তুমি আর আমার থাকতে না। হয়তো ঋদ্ধিরও না। এমন প্রমত্ত, খরস্রোতা পদ্মা আর থাকতে না। ঝাঁঝি, পচাপাট আর দৈনন্দিনতাতে সে পদ্মা মজে যেত। প্রেম আর অপত্যস্নেহ দুইয়ের পরিপূরক নয় যে ! মা হলে, সম্পূর্ণভাবে তুমি তোমার জাতকেরই হয়ে যেতে। মা-হওয়া মেয়েরা তাদের ভালোবাসাকে ক্যাড্‌বারির স্ল্যাবের মতো টুকরো করে ভেঙে ভেঙে একটু একটু করে দেয় অনেকের হাতে। কৃপণের মতো। তাদের সর্বস্বতাতে কোনো পুরুষই আর তাদের পায় না, হৃদয়ে অথবা শরীরে। তুমি যখন বলো, আমি তোমার প্রেমিকই শুধু নই, সন্তানও বটে, তখন কথাটা শুনতে খুব হাসি পায় আমার। কিন্তু অস্বীকার করব না, খুব ভালোও লাগে।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে আমি জানি, তিনি জীবনকে নেড়েচেড়ে, ডিমের মত ফাটিয়ে, ফুটির মত ফুটি-ফাটা করে, কদ্‌বেলের মতো ধনেপাতা কাঁচালঙ্কা দিয়ে মেখে রেলিশ করে খেয়েছেন, ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির দশ-আঙুলে চেটে চেটে। with no regrets! লোকভয় করেননি, নিজেকে ভয় করেননি, ভয় করেননি কোনো কিছুই হারাবার এ-জীবনে। তাই-ই হয়তো সুদে-আসলে জীবনকে উত্তমর্ণ কাবলীওয়ালার মত পেয়েছেন।

একদিন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, বলো তো দোস্ত ভায়া, পুরুষ কখন কার বশ ?

উত্তর না দিতে পেরে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর মুখে।

তিনি নিজেই হেসে বলেছিলেন, যখন যে-নারীর বুকে মুখ রাখে, সে তার বশ। শৈশবে মায়ের ; যৌবনে স্ত্রীর অথবা এবং প্রেমিকার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আর প্রৌঢ়ত্বে ?

—প্রৌঢ়ত্বে ?

বলেই, হেসে উঠে চকচকে তেলাপোকার মতো শুঁড়-নাড়া চোখে চেয়ে বলেছিলেন : বারবনিতার।

কেন ? আমাকে দেখেও কি তোমার সন্দেহ হয় কোনো ?

সন্দেহ আমার হয়নি। তবে, রুচি ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। আমার রুচির সঙ্গে তাঁর রুচি মিলতে না পারে, কিন্তু না-মিললেই যে, আমারটা সুরুচি আর তাঁরটা কুরুচি এমন কথা বলব না। রুচি জীবনের সঙ্গে, মানসিকতার সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বদলিয়েও যায়। আমাদের জীবন-নদীর চালটাই যে এমন ! কখন কোথায় কেন যে সে পাড় ভাঙে আর চর ফেলে, ঘূর্ণি এবং চোরাবালির বেসাতি করে, তা মানুষ নিজেই জানে না। সব নদনদীরই তো আর পদ্মার মতো প্রসারতা নেই, প্রশান্তি এবং গভীরতাও নেই। পদ্মা যে আমার পদ্মাই !

ভাবনায় বুঁদ হয়ে বসেছিলাম। ঝুরু ঝুরু হাওয়ায় শুকনো পাতা আর শালফুল ঝরার মচ্‌মচে এবং ফিসফিসে আওয়াজের পটভূমিতে। রাত-চরা পাখিদের চিকন ডাকের সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণতাও ভাবনাতে ছেদ ঘটায়নি। ছেদ ঘটালো হড়বড় খড়বর একটা আওয়াজ। আওয়াজটা এলো একেবারে আমার পেছন দিকের ঘন জঙ্গলাবৃত পাহাড় থেকে, যে-পাহাড় চড়ে আমি এই মালভূমিতে উঠেছি।

একটা জানোয়ার। কিন্তু খুব বড় জানোয়ার। খুরওয়ালা জানোয়ার না হলে তাদের চলায় এমন আওয়াজ হবে না। কিন্তু কি জানোয়ার ? সম্বরের আওয়াজ এত ভারী নয়, সে যত বড় সম্বরই হোক না কেন। এ যেন প্রতি পদক্ষেপে প্রস্তরাকীর্ণ পৃথিবীর বুকে ঘৃণায় প্রচণ্ড পদাঘাত করতে করতে আসছে। জানোয়ারটি আমাকে দেখেছে কিনা জানি না, কারণ আমিও নৈশ প্রকৃতির এক স্থাণু অনড় আঙ্গিক হয়ে বসেছিলাম। তাই ঘাড়ও ফেরালাম না পিছনে। অতটুকু আলোড়নই যথেষ্ট।

কান দিয়েও চমৎকার দেখা যায়। শিকারী ও বনের মানুষ মাত্রই এ-কথা জানেন। এবং কান দিয়ে দেখা, চোখ দিয়ে দেখার চেয়েও অনেক উত্তেজনাকর। আবার সে কয়েক পা নেমে এল পাহাড় বেয়ে। এবার পরিষ্কার বুঝলাম। শব্দে ধরা পড়ল সে। বাইসন। কিন্তু একা। বাইসনটি একটু থেমে, একটু নেমে, প্রায় সমান্তরালে, হাত পনেরো-কুড়ি দূরে এসে কয়েকটি শালগাছের জটলার নীচের পরিষ্কার ঘাসবনে এসে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় তার কালো চেহারাটি, হাঁটু আর গোড়ালির কাছে তার সাদা লোমের মোজা এবং

www.BanglaBook.org

বিশাল কাঁধ এবং মাটির প্রদীপের মতো সমান্তরাল কান নাড়াতে নাড়াতে বাকি শরীর অনড় রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেই ইলেকট্রিক ট্রেনের এঞ্জিনের হঠাৎ গতিময়তায় উৎসারিত হয়ে, হুড়হুড় হুড়হুড় করে ঐ প্রায় খাড়া পাহাড় বেয়ে নীচের উপত্যকার দিকে নেমে গেল। আমার ভয় করতে লাগল যে, বেচারির ঘাড় না ভেঙে যায়। কিন্তু বাইসনের ঘাড় এত সহজে ভাঙে না। বাঘ পর্যন্ত ভাঙতে সাহস করে না। এক, ওদের বাচ্চাদের ঘাড় ছাড়া।

এই বাইসনটা দলছুট্। আমাকে দেখতে পেলে কী করত বলা যায় না। তবে ও যে হঠাৎ হুড়মুড় করে গাছপালা ভেঙে পাথর গুঁড়িয়ে পালালো তার কারণ আমিও হতে পারি। হাওয়াটা হঠাৎই ঘুরেছিল। আমার গন্ধ পেয়ে থাকবে। হয়তো কোনো শিকারীর সঙ্গে ওর মোকাবিলা হয়ে থাকবে আগে। মানুষের গায়ের গন্ধ ওকে বোধহয় উল্লসিত, ক্রুদ্ধ অথবা প্রতিহিংসাপরায়ণ এসব কিছুই করে না—বিমর্ষ ও ভীত করে—যেমন করে অনেক পুরুষের গায়ের গন্ধ অনেক নারীকে।

মুণ্ডা আর হো-রা ওদের ভাষায় বাইসনকে বলে "সেইল" আর "সাইল"। সারাণ্ডার জঙ্গলের সেই গ্রামটির নাম "সাইলো" হয়েছে কেন তা জানি না। সাইলো বলে হো অথবা মুণ্ডা ভাষায় পৃথক কোনো শব্দও থাকতে পারে। আমি ঠিক জানি না। আর যদি না থাকে, তাহলে "সাইলো" গ্রামের আশপাশের জঙ্গলে একসময় অনেক বাইসন ছিল বলে অনুমান করাটা অন্যায় হবে না। জুন মাসে যখন যাব সাইলো গ্রামে তখন এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করা যাবে।

এবার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে। অনেক লিখেছি, ঘুরে এসে। এখন সব স্তব্ধ, চুপচাপ। চাঁদের আলোয় নীচের কুড়ারি নদী আর এই ছোট জনপদকে, দূরের নন্দাগিরা আর ভালুগাড়া পাহাড়শ্রেণীকে ছবির মতো দেখাচ্ছে।

বেরিয়ে ফিরে এসে, তোমাকে চিঠি লেখা শেষ করে বারান্দায় এসে বসেছি। এখন রাত একটা বেজে দশ। হু হু হাওয়া উঠেছে আবার বনে বনে। পুবের পাহাড়ে কোন্ দূত এসে নতুন আগুনের লাল রুমাল হঠাৎ ছুঁড়ে দিয়ে গেল। দপ্ করে জ্বলে উঠল দাবানল।

দাবানল ? না আলেয়া ? এমন এমন রাতেই তো জিন্-পরীরা, বাইসনদের আর বুনো মোষদের দেবতা টাঁড়বারো, ঘুরে বেড়ান। চাঁদ চুপচুপ বনে বনে-দারহা, কিচিং, নানা ভূত-প্রেত। সে কারণেই বেড়ানোর পক্ষে এ সময়টা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে—মনোমত সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুমি এখন কী করছ ? বুর্জোয়া মেয়ে ? ঠাণ্ডা ঘরে ফিকে নীল নাইটি পরে রূপকথার রাজকন্যার মতো ঘুমিয়ে আছো, বাঁ হাতের পাতার উপরে বাঁ গাল রেখে বাঁ পাশ ফিরে ?

তোমাকে যখন এমন অবস্থায় কল্পনা করি আমি, তখন ঋদ্ধির কথা ভুলে যাই ইচ্ছে করেই। যেমন তোমাদের যুগল-ছবি থেকে কাঁচি দিয়ে কুচুক করে ওর ছবিটা কেটে উড়িয়ে দিই। তোমার আর আমার মধ্যে আর কেউ কখনও আসুক এমন ভাবনাও সইতে পারি না আমি। "দেখব কে তোর কাছে আসে তুই রবি একেশ্বরী একলা আমি রইব পাশে"।

দ্রৌপদীর স্বামীরা কেউই বেঁচে নেই, থাকলে তাদের জিগ্‌গেস করে দেখতে পারতে তাদের মনেও আমারই মতো ঈর্ষা জাগত কি জাগত না ! তবে In all fairness to you and Wriddhi নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে, কাউকে সম্পূর্ণতায় পাওয়া একরকমের আনন্দ, আবার টুকরো করে, ভাগ করে, এবং হয়তো চুরি করে পাওয়াও অন্য রকমের আনন্দ। দুটো দু রকমের আনন্দ।

তুমি ঘুমোও। ঘুম তোমার যৌবনের ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিক। তুমি কখনও বড় হয়ো না, বুড়ি হয়ো না ; তাহলে বড়ই কষ্ট হবে আমার। আদর নিও।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আজ সকাল থেকেই খুব হৈ হৈ চলেছে। টেন্‌সা থানার বড়বাবু পট্টনায়ক দারোগা দুজন কনস্টেবল নিয়ে হাজির। আগামী পরশু খাণ্ডাধারের খনিতে ঠিকাদার বদল হবে। শ্রমিক বিরোধের আশঙ্কা করছেন সকলেই। বিশ্বাল সাহেব তাই তলব করেছেন পট্টনায়ক বাবুকে।

খাণ্ডাধার যাবার পথে মহুলসুখাতে জিরিয়ে যাচ্ছেন একটু দারোগা বাবু। মানুষটি ভালো। হাসিখুশী। বেঁটে-খাটো, টাক পড়েছে বয়স বেশী না-হলেও।

খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। সকলেই আজ খিচুড়ি-ভোগ খাব।

ঠিকাদার বদলে গেলে, নতুন ঠিকাদারের নতুন শ্রমিকরা এসে কাজে লাগবে। পুরোনো ঠিকাদারের অনেক শ্রমিকই স্থানীয় আদিবাসী। কাজ চলে গেলে, মুশকিলে পড়বে তারা। কিন্তু শ্রমিকের মুশকিল আসান করতে গেলে মালিকদের মুশকিলে পড়তে হয়ই। সে মালিক, বেসরকারীই হোন বা সরকারীই হোন। শ্রমিক-মালিকদের স্বার্থ একখাতে প্রবাহিত হয় না। তাই সংঘর্ষ বাধে।

কুড়ারির জল কখনও শুকোয় না। আবহমান কাল ধরে প্রবাহিত তার মিষ্টি জলে অনেক মানুষের চোখের জল মিশেছে। লোহা আর ম্যাঙ্গানিজের খনির খোঁজে এদেশীয় উদ্যোগী মানুষ, পৃথিবীর সব দেশের উদ্যোগী মানুষেরই মত পয়সার লোভে এই সুন্দরী নদীর পাশে পাশে এসে আস্তানা গেড়েছে। প্রাকৃতিক সমস্ত বিরূপতা অগ্রাহ্য করে। হাতী বাঘ বা ম্যালেরিয়াকে ভয় করলে পয়সা রোজগার করা যায় না। আর কিছু লোকের এই উদ্যোগ না থাকলে আবার কোনো দেশেরই অগ্রগতি হয় না। যারা এগিয়ে আসে, তারা সোনা চায়, পায়ও।

অনেক জায়গার মতই, শ্রমের দাম এই সব অঞ্চলে অতি সস্তা। এখনও। রুজির লোভে দলে দলে এসে জুটেছে মুণ্ডা, হো এবং ওড়িয়ারা দূর দূর পাহাড় জঙ্গলের গভীরের গ্রাম থেকে। ঘর বেঁধেছে নদীর পাশে পাশে, কুসুমী মহানিম আর প্রাচীন কদম গাছের ছায়ায়।

কেউবা থাকে মাইনস্‌-এরই কোয়ার্টারে। সার সার বৈচিত্র্যহীন ঘর। মানুষের বাড়ি বলে মনে হয় না। বরং মাটির উপর বাঁশ আর কাঠের ছাঁচা-বেড়া দেওয়া ভাঙা-চোরা ঘরগুলোতে অনেক বেশী প্রাণের গন্ধ। শিশুর কচি গলার স্বর, গরু-বাছুর-ছাগল-মুরগীর আত্মমগ্ন রব, বৃদ্ধার অস্ফুট বিড়বিড় স্বগতোক্তি মিশে যায় এখানে মাটির হাঁড়িতে মিষ্টি চালের ভাত ফোটার শব্দের সঙ্গে। গন্ধ মেশে, গোবর আর ঘামের, ভাতের গন্ধর সঙ্গে।

ওদের সুখ আর আমাদের সুখে কত তফাৎ! ওদের যতই দেখি ততই মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয় কি জানো ? মনে হয় আমরা নিজেদের প্রয়োজন বাড়াতে বাড়াতে এমনই এক জায়গায় এসে পৌঁছেচি, যেখানে প্রয়োজনের ভারে চাপা পড়ে আমাদের নিজস্বতা বা সাবলীলতা বলতে আর কিছুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। নিষ্প্রয়োজনের প্রয়োজনের তাগিদে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কি করে জীবনের এক-একটি মহামূল্যবান সুগন্ধি দিন ইঁট আর কংক্রীটের মধ্যে ঝরিয়ে দিচ্ছি আমরা অনবধানে, তা হৃদয়ঙ্গম করার সময় বা মানসিকতাটুকুও রাখিনি আমরা আমাদের করতলগত করে। টাইম "কিল" করি আমরা, তাস খেলে, সামান্যতার প্রলাপ বকে। অথচ সময় নিয়ে কত কিছুই করা যেত। এই সময়ে, সময়ের চেয়ে দামী আর কিছুই কি আছে ?

লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, সমস্তরকম ইতরামি এই সবই এখন ভদ্র-সভ্য শিক্ষিত মানুষের প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ। বনের পশুদের কাছ থেকে তাবৎ পাশবিক বৃত্তি আমরা গ্রহণ করেছি এমনই ভাবে যে, ওরা বনের আড়ালে থেকে অবাক বিস্ময়ে এই শহর-শৃঙ্খলিত জানোয়ারদের দিকে চেয়ে থাকে, অনুকম্পায়, আর বিষাদে।

বেঁচে থাকার "সংগ্রাম" বলতে যে নীচ জীবনযাত্রাকে অন্যায্য গৌরব দান করেছি, তা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কমণ্ডিত হয়েই বিধৃত থাকবে। বার্টাণ্ড রাসেলের কঙ্কোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস বইটা তুমি পড়েছো কী-না জানি না। না-পড়ে থাকলে, কোলকাতায় ফিরেই তোমাকে পড়তে দেব। সেখানে রাসেল বলেছেন যে, "We do not struggle for existence. We struggle for out-shining our neighbours."

সুখ ত থাকে মনেরই মধ্যে। অথচ, কাকে বোঝাব এই কথা। পার্থিব আরাম, আয়োজন এবং সুখকে সমগোত্রীয় করে ফেলেছে তথাকথিত সভ্য সমাজ। যাকেই বলতে যাই, সেই তেড়েফুড়ে বলে, আমি নাকি "এসকেপিস্ট"। যদি তাই-ই হই, তবু ত পালালাম ! যাদের জানি, তারা পালানো যে যায়, স্বেচ্ছারচিত এবং স্বেচ্ছারোপিত অন্ধ জাগতিক সুখ ও সাফল্যের অর্থহীন আঁধি থেকে, এমন প্রস্তাবনাকে অসম্ভব মনে করে যে শুধু ভীতই নয় ; ভয় পায়। ভীষণ ভয় পায়। আজকের মানুষ মনুষ্যত্বকে, নিজ সত্তাকে ভয় পায়। আয়নার সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়। মানুষের এ বড়ই দুর্দিন !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুড়ারি নদীর সাঁকো পেরিয়ে যেখানে জগন্নাথের রথ রাখা আছে, খোলা মাঠে, সে জায়গাও পেরিয়ে গিয়ে আবারও নদী পেরুতে হল। কিন্তু জুতো খুলে, প্যান্ট গুটিয়ে। হাঁটুখানেক জল। নদী পেরিয়েই চড়াই।

চড়াই উঠতে চড়ুই পাখির মতো ছোট ছোট পায়ে উঠলে হাঁফ ধরে না। টানা, মিনিট পঁচিশ প্রায় পায়ের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে মাথা নীচু করে সামনে ঝুঁকে হেঁটে একসময় উপরের মালভূমিতে এসে পৌঁছলাম। আঃ কী অপূর্ব দৃশ্য!

কিছুক্ষণ পাথরে বসে জিরিয়ে নিয়ে বাঁয়ের সুঁড়ি পথে চলতে শুরু করলাম। কে জানে এই পথ কোথায় গেছে? যে-পথে গন্তব্য নিশ্চিত, সে-পথে হাঁটার কোনো মজা নেই। রাতের নিভৃত, গভীর জঙ্গলে এসে দাঁড়ালেই রবার্ট ফ্রস্ট-এর সেই বিখ্যাত কবিতার পংক্তিগুলি মনে পড়ে যায় প্রতিবারে :

"The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep."

আরো কিছুদূর হেঁটে এসেই একটা বড় পাথরের চাঙড়ের উপর বসলাম। ল্যাটারাইট্। রাতের বেলা বাদামী রঙটাকে কালো বলে মনে হচ্ছিল।

বসার আগে অভ্যেসবশে পা দিয়ে শুকনো পাতা-টাতা সরিয়ে নিলাম পোকামাকড়, বিছে-টিছে যে নেই, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদের আলো জোর হয়ে উঠল। একটা ঝুরু-ঝুরু হাওয়া বইছে শাল, মহানিম আর কদমের ডালে ডালে শির্‌শিরানি তুলে। মাথার উপর শালফুল ঝরে ঝরে পড়ছে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদের মতো। যেখানে বসে আছি, তার সামনেই নেমে গেছে পাহাড়টা একেবারে সোজা, প্রায় পাঁচশ ফিট। পেছনে পাহাড়-পোছনো উপত্যকা মহুলসুখা। সামনের খোলা চাঁদ-ভাসি উপত্যকাতে সারকণ্ডা থেকে আসা লাল মাটির পথটিকে চাঁদের আলোয় কালো বলে মনে হচ্ছে। উপত্যকা ছাড়িয়ে, ওপাশে আবারও খাড়া পাহাড়। প্রায় হাজার ফিট সোজা উঠে গেছে। এরকম খাড়া ও গভীর জঙ্গলাবৃত পাহাড় বিহারের হাজারিবাগ-পালামৌতে কমই আছে। মহানদীর পাশে পাশে উড়িষ্যার যে-সব পাহাড়, তার সঙ্গেও এর তুলনা চলে না। সিংভূম সিংভূম গন্ধ এই উড়িষ্যার সুন্দরগড়ে।

কী একটা পাখি চমকে চমকে, ডেকে উঠছে নীচের উপত্যকার উপরে। নাম-না-জানা পাখি।

সব পাখির কি নাম জানি? সব পাখির নাম জানতেও চাই না। আমি তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পক্ষিতত্ত্ববিদ নই ; আমি কবি । সব যে জানে, যার কাছে কল্পনার বা জানার শেষ নেই, সে কখনও কবির আনন্দ কী এবং কোথায় তা জানে না । তাদের আনন্দ, অন্য আনন্দ । জানার আনন্দ । আর আমার আনন্দ, অজানার আনন্দ । সব জানি না বলেই এখনও কল্পনা আর ভালোবাসার পাখা ছড়িয়ে উড়ে যাই দিনে-রাতে, পাহাড়ে, নদীতে ; উপত্যকায় । এই অল্প-জানা নিয়েই আমি সুখী । এই সুখ যারা হৃদয়ে অনুভব করেছে কখনও, তারাই জানে যে, এই সুখ কত ব্যক্তিগত ; কতখানি গভীর ।

চাঁদের আলোর বুটিকাটা গালচেতে বসে শাল ফুল-ওড়া হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে নিতে নীচের চন্দ্রালোকিত উপত্যকায় আর উপত্যকার ওপাশের লৌহ-আকর-ভরা ল্যাটারাইট্ আর কোয়ার্টজাইটের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই রাতের রহস্য ও রস আস্তে আস্তে আমার মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে—দূরাগত হাওয়ার মহুল ফুলের গন্ধের সঙ্গে । নেশায় বুঁদ হয়ে বসে আছি আমি । মিনিটের পর মিনিট কী করে যে কেটে যায়, কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, হুঁশ থাকে না একফোঁটাও । এমনভাবে জিন্-পরী-নেচে-বেড়ানো দুধ্‌লি রাতের বনের বুকে নিজেকে সমর্পণ করে বসে থাকলে কত কী ভাবা যায় এমন এমন সময় । অতীত, ভবিষ্যৎ, নিজের অসহায় বর্তমান, সুখ, দুঃখ, হতাশা এবং আশাকেও নেড়েচেড়ে দেখা যায় । মনের হাল, এদিকে-ওদিকে এই সুগন্ধি হাওয়ায় একটু ঘুরিয়ে দিয়ে জীবনের নদীতে নিজের গতিপথ নিজেই পরিবর্তিত করে বিশুদ্ধ বিবেকবানতায় স্থিরীকৃত করা যায় ।

শহুরে সময় কোথায় এসবের ? বিবেক তো সুখ ও মানিব্যাগের নীচে চাপা থাকে । নিজেকে এই পাথরে বসিয়ে রেখে অশরীরী আমি নিজেরই শরীরী-সত্তা থেকে বেরিয়ে এসে তাকে দূর থেকে দেখার সুযোগ পাই । নিজের প্রতি কোনো মমত্ববোধ এবং অনুকূল্য না-রেখে, দোষগুণে মেশানো আমাদের পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন এমনভাবে আর কোথাওই কি করা যায় ?

নীচের চন্দ্রালোকিত সুগন্ধি, পাখি-ডাকা উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই মনে পড়ে গেল প্রথম তোমাকে যে-রাতে দেখি সে-রাতের কথা । সত্যি । এখনও ভাবলে কেমন গায়ে কাঁটা দেয় । কী করে যে কী ঘটে গেল ! তোমাদের আদিবাড়ির সাদা মার্বেলের বিরাট উঠোনটিকে এমনই বিস্তীর্ণ চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের মতই মনে হচ্ছিল সেদিন । তখন তোমার বিয়ে সবে শেষ হয়েছে । পৌঁছতে আমার দেরি হয়ে গেছিল । শুধু তোমার বিয়েতেই নয় ; তোমার জীবনেও । তুমি হেঁটে আসছিলে বেনারসী শাড়িতে ঢেউ আর হীরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গয়নাতে ঝিকিমিকি তুলে উঠোনের এক প্রান্ত থেকে। আমি যাচ্ছিলাম তোমার দিকে অন্য প্রান্ত থেকে। আসলে, জন্মাবধিই অজানিতে তোমার দিকেই যাচ্ছিলাম। মাঝামাঝি এসে তোমার সঙ্গে দেখা! সেই মুহূর্তের মতো অত সুখী আর অত দুঃখীও এ জীবনে আমি আর হইনি কখনও।

রূপ তো অনেকেরই থাকে! কিন্তু তোমার মতো রূপসীকে আমি কাব্যে, সাহিত্যে, আমার আশৈশব কল্পনাতেও কখনও দেখিনি। আমার প্রথম যৌবনের আরক্ত বেহিসাবী অবাস্তব স্বপ্নময়তার রাতগুলোতেও তোমার মতো কারও স্বপ্ন দেখার দুঃসাহস আমার ছিল না। তোমাকে কখনও দেখিনি আগে; বাস্তবে অথবা স্বপ্নে। কারণ তুমি যে ছিলে আমার চোখের কণীনিকায়, আমার রক্তের স্রোতের মধ্যে, আমার ভালোবাসা এবং কামের গভীর শান্তি এবং জ্বালার অন্তস্থলে নিহিত হয়ে বোধহয়। মায়ের যোনিচ্যুত হবার পরমুহূর্ত থেকেই তোমার যোনির দিকে অনবধানে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। আমার জন্মদিন থেকেই এই অমোঘ মৃত্যুদিনের দিকে। যখন পৌঁছলাম শেষ পর্যন্ত, তার আধঘণ্টা আগে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে তোমার বিয়ে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে পণ্ডিত, মেধাবী, সুপুরুষ ঋদ্ধি লাহিড়ীর সঙ্গে।

সে ভদ্রলোকের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাইনি আমি, তাকে তখন চিনতামও না পর্যন্ত! কিন্তু তোমাকে পাওয়া-না-পাওয়ার প্রশ্নর সঙ্গে তো আমার বাঁচা-না-বাঁচার প্রশ্নও জড়িত ছিল।

বাঁচার জন্যে মানুষ কী না করে?

সে রাতে, তোমার দু চোখের সেই অদ্ভুত অভিযোগ এবং জ্বালা-ধরা নীরব অথচ অত্যন্ত সোচ্চার দুটি চোখের ভাষা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে আমার। সকলের সামনে, একটুও সংকোচ না-করে নববিবাহিতা বধূ একদৃষ্টে চেয়েছিলে আমারই চোখের দিকে! তোমার আত্মীয়া ও সখীরা অবাক হয়ে কুটিল চোখে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে।

তুমিও হয়তো ভাবছিলে, বিধাতা বড় নিষ্ঠুর! হয়তো ভাবছিলে, এতদিন আমি কোথায় ছিলাম!

আমিও তো ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম। সেই মুহূর্তে! বড় সর্বনাশের সিঁড়ি বেয়ে সেই মুহূর্তে পরমপ্রাপ্তি এসেছিল আমাদের দুজনেরই জীবনে। এমনটি যে হয়, হতে পারে, সে-কথা ভাবলে আজও বিশ্বাস হয় না।

মাঝে মাঝে ভাবি কি জানো? তোমাকে জীবনে না পেলেই ভাল হত। আমাকে যদি তোমার ভাল না লাগত তা হলে আমিও হয়তো জীবনানন্দের মতো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড় কবি হতে পারতাম। তোমার মতো যে-কোনো নারীর চিরদিন দূরেই থাকা উচিত তৃষিতজনের থেকে। তুমি যে পুরুষের জন্মজন্মান্তরের অনুপ্রেরণা। তুমি কাছে এলে আমার মতো একজন সাধারণ পুরুষ তোমাকে নিয়েই এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তোমাকে ঘিরে তার যা-কিছু সৃজনীশক্তি, সবই নষ্ট হয়ে যায়। নৈকট্য, স্বভাবতই মহৎ নয়।

তুমিও যদি বনলতা সেনের মতো পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলতে, "এতদিন কোথায় ছিলেন ?" আর ঋদ্ধি লাহিড়ীকে নিয়ে অন্য দশজন কপিবুক সচ্চরিত্রা মেয়ের মতো স্বামীর সেবা এবং তার সন্তান উৎপাদন করতে মসৃণভাবে, তবে সেই কুটিরশিল্প হত আদর্শ ভারতীয় কুটিরশিল্প। কিন্তু তুমি যে তুমিই !

"তুমি যে তুমিই ওগো সেই তব ঋণ, আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন"।

জানো পদ্মা, প্রায়ই ভাবি রবীন্দ্রনাথকে ভুলে যাব। কিন্তু মানুষটির সঙ্গে সমস্ত বাঙালীমানস জড়িয়ে গেছে—তবে, কিছু কিছু পত্রপত্রিকা এবং সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন নিয়ে এমনই চর্বিতচর্বণ করে চলেছেন যে, তাঁরাই তাঁকে সম্মান জানাতে গিয়ে তাঁর সর্বনাশ সুদৃঢ় করবেন। বাঙালীমানস থেকে তাঁকে চিরতরে বিদায় করবেন তাঁরাই। আজ কতিপয় মানুষের অদূরদৃষ্টিতা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলির পৌনঃপুনিকতাই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মাঝে মাঝেই, আজ ভোরে উঠে যেমন হঠাৎ ভালোবাসতে ইচ্ছে করল নিজেকে, ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। সময় চলে যাচ্ছে কুড়ারি নদীর মত। ঝরে যাচ্ছে শাল ফুলের মত। একথা ভাবার সময়টুকু পর্যন্ত পাই না। নিজেকে ভালোবাসার কথা ভাবার সময়ও পাই না।

এই মুণ্ডাদের মীথলজিতে আছে যে, এই পৃথিবীর সমস্ত সময় অবিরত. অবিভক্ত ছিল একসময়। ওদের প্রথম দেবতা, বা প্রথম মানুষ, সিঙ্গবোঙ্গারও আগে যিনি, সেই "হারাম"ই দিন ও রাতের ভাগ করে দিয়েছিলেন প্রথম।

সূর্য অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত ফুলের মত ফুটে থাকত কক্ষপথে স্থির হয়ে—ঘুমোতে যেত না ; নড়ত না। হারাম মানুষদের বিশ্রাম করার সময় নেই বলে সূর্যকে অস্ত যেতে বললেন। বললেন, তুমি বারো ঘন্টা পর পর উদিত হবে, যাতে মানুষ বিশ্রামের সময় পায়।

কিন্তু সূর্য অস্তে গেলে অন্ধকার হয়ে যেতেই, মানুষরা কাজ শেষ করে অন্ধকারে নড়াচড়াই করতে পারছিল না ! পথ চলতে গিয়ে অনভ্যস্ত চোখে এ গর্ত থেকে ওঠে ত অন্য গর্তে গিয়ে পড়ে ! তখন হারাম চাঁদ তৈরী করে তাকে অক্ষপথে ছেড়ে দিয়ে বললেন, সূর্য যখন অস্তে যাবে তখন তুমি একটু একটু আলো দেবে পৃথিবীকে, যাতে মানুষের চলা-ফেরা, রাতের কাজকর্ম করতে অসুবিধে না হয়। সেদিন থেকে চাঁদ ও সূর্য ভাগাভাগি করে নিল দিন ও রাতকে।

কিন্তু সময় দিনে ও রাতে ভাগ হলে কি হয় ? মানুষের জীবনের সময় একসময় শেষই হয়। মাঝে মাঝেই তীব্র এক জ্বালা, এই একটি মাত্র জীবনকে নেড়ে-চেড়ে কেটে ছিঁড়ে অনু-পরমাণুকে বিভক্ত করে ইচ্ছে করে প্রতিমুহূর্ত বাঁচতে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির যে বইটি পড়তে দিয়েছিলাম, শেষ করেছো তা ? ভালো না ? মনে হয় না,Moment to moment বাঁচার ব্যাপারটা একটা দারুণ কিছু ?

আমি ত তোমার মায়ের গুরুদেব নই ! আমি হচ্ছি লঘুদেব। কৃষ্ণমূর্তিকে বুঝতে পারি, কিন্তু তাঁকে বোঝা ঋদ্ধির পক্ষেই সম্ভব। ওসব বড় বড় ব্যাপার আমার বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে। আমি নিজেকে ভালোবাসি। ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের মত। 'লীভস্ অফ্ গ্রাস'-এর প্রথম সংস্করণটি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বনে জঙ্গলে বসে হুইটম্যান, হেমিংওয়ে, ফ্রস্ট এই তিন আমেরিকান সাহেবকে পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। বর্তমান প্রজন্মে এরকম খোলা-মেলা, সৎ এবং গভীর আমেরিকান লেখক বেশী দেখি না। অল্পজলে চিড়িক্-চিড়িক্ করা মাছের মত,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভান ও ভণ্ডামীর ভঙ্গী সর্বস্বতার প্রতিভাতে বর্তমান পৃথিবীর আনাচ-কানাচ ভরে গেছে। সব ফাঁকা-আঁতেল !

মহুলসুখাতে এপ্রিলের সকালবেলাতেও রোদটা মিষ্টি মিষ্টি লাগে। আটটা পর্যন্ত। সন্ধ্যের পরই কেমন হিম-হিম ভাব নামে একটা সন্ধ্যাতারা দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। রোদে চেয়ার পেতে বসে, শিমূল গাছের গুড়িতে পা তুলে দিয়ে 'লীভস্ অফ গ্রাস'-এর পাতা খুলতেই এই পাতাটি বেরিয়ে পড়ল।

"I believe in the flesh and the apetites, seeing, hearing and feeling are miracles, and each part and tag of me is miracle.
Divine am I inside and out, and I make holy whatever I touch, am touched from;
The scent these arm-pits is aroma finer than prayer,
This head is more than churches or Bibles or creeds."

গা শিউরে উঠল ভালোলাগায়। নিজেকে কেউ এমন করেও ভালোবাসতে পারে ? নিজের বাহুমূলের গন্ধকে কেউ প্রার্থনার চেয়েও বড় বলে ঘোষণা করতে পারে ?

অথচ এই দাম্ভিক হুইট্‌ম্যানের মধ্যে এক গভীর ভগবৎবোধ ছিল। আগেকার দিনের বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যেই ছিল। এ বাবদে আমি বড়ই প্রাচীন পন্থী। আঁতেলরা কোনোদিনও পুরস্কার দেবে না আমায়। হয়ত কম্যুনিসটরাও দেবে না। ভগবানে বিশ্বাস করি বলে। নাই-ই বা দিল ! কে কাকে পুরস্কৃত করে ? কিছু মানুষের, মুষ্টিমেয় পাঠক-পাঠিকার ভালোবাসা পেলেই চলে যাবে আমার। সেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

সকলে সমান থাক, সমান থাকুক, বড় লোক ও বড় জাতের অত্যাচার বন্ধ হোক গরীবের ও তথাকথিত নীচু জাতের মানুষের উপর, তা আমি চাই। আমার মত এতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে খুব কম লোকেই হয়ত তা চায়। কতখানি যে চাই, তা আমার খুব কাছে আমার চেয়ে কম সৌভাগ্যবান যারা আছে বা এসেছে, তারা সকলেই জানে। একথা নিজের ঢাক নিজে না-বাজিয়েও বলতে পারি। কিন্তু তা-ই বলে আমি আজকের বিজ্ঞানী, কম্যুনিস্ট এবং আঁতেলদের খুশী করতে ভগবৎবিশ্বাস ছাড়তে রাজী নই।

আমার ভগবান কোনো মূর্তি নন, কোনো বিশেষ ধর্মবাহী নন, আমার ভগবান, মনে করো এই মুণ্ডাদের বা খন্দদের ভগবানেরই মত। এক আদিম, সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের এবং আমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টিকর্তা, তিনি। তাঁর অস্তিত্ব তর্কের দ্বারা প্রমাণ করতে পারবো না। তর্ক করতে চাইও

www.BanglaBook.org

না। এ বস্তু বিশ্বাসের ; তর্কের নয়। কেউ আমার মতে মত না দিলে তার সঙ্গে ঝগড়া করবো না, কাউকে আমার মতের বাক্সে ব্যালট পেপারও ফেলতে বলবো না সম্মতির ছাপ মেরে। আমি শুধু সকলকে, তোমাকে, একটু ভাবতে বলব। আমার বিশ্বাসের কথা নিয়ে।

আমি জানি, তুমি হাসছ, যেমন এর আগেও হেসেছ, বারংবার এ প্রসঙ্গর অবতারণা করলেই। হাসো, ক্ষতি নেই ; কিন্তু মূর্খজনের বক্তব্যও কখনও কখনও প্রণিধানযোগ্য। আজকের সভ্য মানুষের জীবন যে হাহাকারে ভরা, এত সব পার্থিব প্রাপ্তির পরও যে হায়-হায় রব চারদিকে তার একমাত্র কারণ তাদের কোনো সত্যিকারের অবলম্বন নেই। ভগবানে বিশ্বাস না থাকলে কোন্ গভীরতাকে ভর করে মানুষ বাঁচবে ? কখনও কি বেঁচেছে ? প্রশ্বাস নেওয়া—নিঃশ্বাস ফেলা, এবং পার্থিব সুখের বান ডাকার নামই কি বেঁচে থাকা ? ভগবৎ বিশ্বাস, তথাকথিত আধুনিকতা এবং বিধ্বংসী বিজ্ঞানের ধুঁয়োয় পুরোপুরিই আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। সপ্রতিভতা আর নাস্তিকতা যে সমার্থক নয় তা একটু বোঝার চেষ্টা কোরো পদ্মা, সত্যিই একটু ভেবো। আমাদের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই—আমরা ভাবতে পর্যন্ত ভুলে গেছি। অথচ ভগবান একমাত্র মানুষকেই ভাবনার মহৎ ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এ যুগের মানুষের সময় কোথায় ? ভেবে-টেবে সময় নষ্ট করবার ?

হুইটম্যানের কবিতার উদ্ধৃতি দিলাম একটু আগে। যিনি নিজ বাহুমূলের গন্ধকে প্রার্থনার চেয়েও বড় বলছেন। সেই উদ্ধত, হুইটম্যানই অন্য জায়গায় বলছেন—

"Why should I wish 'to see' God better than this day?
I see something of God each hour and the twenty four, and each moment then,
In the faces of men and women I see God, and in my own face in the glass.
I find letters from God dropped in the street, and everyone is signed by God's name,
And I leave them where they are, for I know that others will punctually come forever and ever."

ভগবান ত বাইবেলে, গীতায়, গ্রন্থসাহেব আর মসজিদে মন্দিরে নেই। ভগবান যে থাকেন মানুষের মনে। কোন্ মানুষের মধ্য দিয়ে কে ভগবান দেখে তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে ? আমি যেমন দেখি বনে-পাহাড়ে, এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। তন্ত্রশাস্ত্রের ভগবানকে যৌনলীলার মধ্যে দিয়ে তান্ত্রিকরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেতে চান। মহাযান গোষ্ঠীর বৌদ্ধরাও বিশ্বাস করেন যে, রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ভগবৎবোধ ত্বরান্বিত হতে পারে। ভগবানে যে বিশ্বাস করে সে একসময় যে নিজেই ভগবানের অবতার হয়ে উঠতে পারে এ কথা ত হিন্দুদের অজানা থাকার কথা নয়!

রামকৃষ্ণ কথামৃতে কি আছে জানো?

"The divine mother revealed to me in the Kali Temple that it was she who had become everything. She showed me that everything was full of consciousness, the marble floor was consciousness—all was consciousness. I saw a wicked man in front of the Kali Temple; but in him I saw the power of the divine mother vibrating. That was why I fed a cat with the food that was to be offered to the Divine mother."

কি বুঝলে? মেমসাহেব?

ভগবান আছেন। তবে তোমার মায়ের গুরুদেব কিন্তু ভুজুং-মাস্টার। গুরুগিরির মত প্রফেশান এখন আর নেই। ঋদ্ধির মত লেখাপড়া জানা ছেলে কি করে যে খোল-কত্তাল নিয়ে একগাদা তাবিজ আর পলা-নীলার আংটি পরে গুরুসেবা করে, তা ওই জানে।

আমার মনে হয়, আসলে, তোমার মায়ের অগাধ সম্পত্তির উপর ঋদ্ধির সবিশেষ লোভ। ভগবানের জন্যে ও থোরাই কেয়ার করে। অবশ্য সংসারে যাই-ই ঘটে, তা নিশ্চয়ই ভালোরই জন্যে। ঋদ্ধি যদি গুরুসেবা না করত, তাহলে আমি হয়ত তোমার সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম। আর ঋদ্ধি যদি তোমার মায়ের সম্পত্তি হাতাতে সচেষ্ট না থাকত তাহলে তোমাকে আমি হাত করতে পারতাম না। ওর কাছে টাকাই সম্পত্তি। আমার কাছে তুমি। যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গী! যার যেমন চাওয়া।

আমার খুব খারাপ লাগে, যখন ভাবি যে, বেশীর ভাগ আধুনিক মানুষ মনে করেন যে, বিজ্ঞানীরা ভগবান মানেন না যে শুধু তাই-ই নয়, ভগবানের অনস্তিত্ব পর্যন্ত প্রমাণ করে দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু অনুধাবন করলে সেই সব আধুনিক মানুষরাই জানবেন যে, পৃথিবীর অগ্রণী বিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশই ভগবৎ বিশ্বাসী। Ernrt G. STRAVS, আইনস্টাইনের একজন সহযোগী বিজ্ঞানী; ওঁর সম্বন্ধে লিখেছেন: "He was convinced that there is a ultimate correct and aesthetically perfect physical theory and by his famous quote "RAFFINIERT IST DER HERRGOT ABER BOSHAFT IST ER NICHT" (God is slick but He isn't mean) he

www.BanglaBook.org

meant the discovery of the ultimate laws may require great mathematical and technical sophistication but once you overcome God's slickness he would not cheat you out of your triumph."

লক্ষ করে থাকবে, আইনস্টাইনের মত মানুষও "Discovery" কথাটা ব্যবহার করেছেন, বলেননি "Invention" তাছাড়া, পরোক্ষে ভগবানের অস্তিত্বও স্বীকার করেছেন।

কিছুদিন আগে পাকিস্তানের নোবেল-প্রাইজ বিজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালাম কোলকাতায় এসেছিলেন। পাইকপাড়ার রাজ পরিবারের বিকাশ-দেবযানীদের বাড়িতে অরূপের উৎসাহে একটি জমায়েত হয়েছিল। ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁর বাজনাও ছিল। মেধাবী ফীজিসিস্ট বিকাশ সালাম সাহেবের ছাত্র ছিলেন। বিকাশের ওখানে সালাম সাহেবের সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। পরদিন সালাম সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ বেরিয়েছিলো কোলকাতার সব কাগজে। সালাম সাহেব যে কতবড় ভগবৎবিশ্বাসী লোক সেই সাক্ষাৎকার পড়েই জেনেছিলাম।

সকাল থেকে, ভগবান ভগবান করে মরছি কিন্তু আমার এখানের ভগবান পদ্মলাভ সেই যে এক কাপ চা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেছে তার আর দেখা নেই।

একটা জীপ আসছে গেস্ট হাউসের দিকে। অনেক পুলিশের লোক। পট্টনায়ক দারোগাসাহেব আবারও এলেন বোধহয়। আপাততঃ চিঠির ঝাঁপি বন্ধ করি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এখন ঝক্-ঝকে রোদ-ওড়া সকাল। দেরী করে শোওয়াতে, উঠতেও একটু দেরী হয়ে গেছিল। তাই হাঁটতে-যাওয়া হয়নি আজ। বেলা চড়ে গেছে।

ক্যান্টীনের অদূরে তেঁতুলগাছতলায় যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ নাপিত-ভাই বসে থাকে, উদাস চোখে নদীর দিকে চেয়ে, তাকে ডেকেছিলাম। বাড়ি হাজারীবাগ জেলার সীমারীয়ায়। তার দেঁহাতের ঘর-বাড়ি, ক্ষেতজমিন সম্বন্ধে যে প্রায় তারই মতো ওয়াকিবহাল আমি, সেকথা জেনে সে খুবই খুশী হল।

বাংলোর পেছনে চেয়ার পেতে বসে চুল কাটছিলাম। সেদিকটাতে, জেনারেটরের ঘরের পাশে আর একটি ছোট্ট ঘরে এখানের সাব-পোস্ট অফিস। ভুত্‌রা মাইনস-এর। মাস্টারমশাই-এর বাড়ি ওড়িশার কালাহাণ্ডীতে। জেপুর না ভবানী-পাটনা কোথায় বললেন, ঠিক খেয়াল নেই। ঐ অঞ্চলেও আমার পা পড়েছে শুনে মাস্টারমশাইও খুব খুশী হলেন। তাছাড়া, তাঁর সঙ্গে ওড়িয়া ভাষায় এবং সীমারীয়ার নাপিত ভাই-এর সঙ্গে ঠেট্-টাঁড়োয়া-বাঘোয়া-জীপোয়া-ফাঁসোয়া হাজারীবাগী হিন্দীতে কথা বলাতে তাঁরা দুজনেই খুব খুশী।

ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত যে-কোনো মানুষকেই মানুষের মর্যাদা দিলে, লোক-দেখানো মর্যাদা নয়, অন্তরের গভীর বিশ্বাসজাত মর্যাদা, এবং তার সঙ্গে তার ভাষায় কথা বলতে পারলে সেই মানুষ মুহূর্তর মধ্যেই আত্মীয়তে রূপান্তরিত হয়ে যান। এই মস্ত দেশে যে কত ভালবাসা, কত আশ্চর্য মিল বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, তার খোঁজ আমরা একেবারেই রাখি না। বিশেষ করে বাঙালীরা।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এবং ইদানীংকার সত্যজিৎকে আঁকড়ে ধরে, গর্বে বেঁকে থেকে, আমরা যে অজ্ঞানতার হাস্যকর এবং উচ্চমন্যতার ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করেছি আমাদের চারদিকে—তার কোনো ক্ষমা নেই। অন্য কোনো প্রদেশীয়দের সাহিত্য, সংগীত, শিল্প এবং জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একজন গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালীর যে নিদারুণ অনীহা লক্ষ করি তা আমাকে ভীষণ পীড়িত ও লজ্জিত করে। উচ্চমন্যতা এবং আত্মমগ্নতা বাঙালী জাতের যে-পরিমাণ ক্ষতি করেছে, এত ক্ষতি বোধহয় নীলকুঠির সাহেবরা এবং কোনো অত্যাচারী ভিনদেশীরাও করেনি। এই স্বেচ্ছা-মৃত্যু এবং চরম নির্বুদ্ধিতাজনিত কূপমণ্ডূকতার দাম বড়ই গ্লানির সঙ্গে দিতে হবে আমাদের। এখনও যদি আত্মসর্বস্ব বাঙালীরা যথেষ্ট দাম না দিয়ে থাকেন তাঁদের অতীতের পাপের, তাহলে ভবিষ্যতে সে গুনাগাঢ় গুণে আমাদের নিঃস্ব হতে দেখলেও আশ্চর্য হবো না।

নিঃস্ব হওয়ার খুব কি বাকি আছে?

www.BanglaBook.org

মাস্টারমশাই যা মাইনে পান তাতে দু'জায়গার খরচা চলে না। সাম্প্রতিক অতীতে বড় ছেলে চাকরী একটা পেয়েছে বটে, কিন্তু নিজের থাকা-খাওয়ার খরচা জুগিয়ে বাঁচাতে পারে না কিছুই। দেশে যে সামান্য জমি-জমা আছে, তা মাস্টারমশাই-এর ভাইয়েরাই দেখা-শোনা করে। উনি বিশেষ কিছুই পান না। স্ত্রী ও অন্য ছেলেমেয়েরা দেশেই থাকেন। এখানে উনি দুবেলা দু মুঠো স্বহস্তে ফুটিয়ে নেন। অতি কষ্টেসৃষ্টেই চলে।

মাস্টারমশাই বলছিলেন, শীতকালে প্রচণ্ড শীত এখানে। দিনে-রাতে সবসময়ই নাকি আগুন জ্বেলে রাখতে হয়।

শীত হবে। অনেকই উঁচু এই মহুলসুখা। প্রতিটি মহানিম গাছ এবং অন্যান্য বড় গাছে অর্কিড লক্ষ করেছি। তবে শীতকালে ত পৃথিবীর অনেক দেশেই গেছি, দিনে রাতে আগুন করতে কোথাওই দেখিনি। আগুন জ্বেলে শীত-তাড়ানোর রীতি এখনও আমাদের মত গরীব অথবা কোনো অনুন্নত দেশেই শুধু চালু আছে। তাছাড়া, আজকাল ত পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই সেন্ট্রাল হীটিং। বাড়ি, গাড়ি, দোকান-বাজার এমন কি যানবাহনও। মানুষ সেন্ট্রাল এয়ার-কণ্ডিশনিং এবং সেন্ট্রাল-হীটিং-এর কু-অভ্যাসে প্রতিদিনই ল্যাবরেটরীর গিনিপিগ হয়ে উঠছে। নিজেকে দিয়েও বুঝতে পারি। দশ বছর আগেও যখন অফিসে এয়ার-কণ্ডিশনার ছিলো না তখন গ্রীষ্ম ও শীত সহ্য করার ক্ষমতা অনেকই বেশী ছিল। কতদিন ইচ্ছে করেই অফিস-ফেরতা, ছোটবেলার মত আনন্দে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কোলকাতার বানভাসা হাঁটু জলে লাথি মেরে মেরে যে-কোনো মুহূর্তে কভারখোলা ম্যানহোলের মধ্যে পড়ে যাবার ভয়কে তুচ্ছ করে বাড়ি ফিরেছি। আজকাল শরীর আগের মত অত্যাচার আর সইতে পারে না। তার প্রধান কারণই এয়ার-কণ্ডিশনার।

আমার ঠাকুমা বলতেন : "শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়ারে তাই সয়।" এখন কিছুই সওয়াই না-বলেই শরীরে আর কিছুই সয় না।

আমাদের গরীব দেশের শীতের কথাতে মনে পড়ে গেলো, অস্ট্রিয়ায়, এক শীতের দুপুরে একটি স্কীয়িং-আউটফিটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উইণ্ডো-শপিং করছিলাম। একজন দশ-বারো বছরের ছেলের কমপ্লিট স্কীয়িং-আউটফিটের যা দাম হয়, তা যোগ করে দেখেছিলাম যে, তা আমার-তোমার মত স্বচ্ছল ভারতীয়র বছর তিনেকের তাবৎ জামা-কাপড়-জুতোর দামের চেয়েও অনেকই বেশী। তাও ঐ অল্পবয়সী ছেলের পোশাক ত পরের বছর শীতেই বদলাতে হবে—বাড়ন্ত ছেলের গায়ে তা ত' আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঁটবে না পরের বছর ! সুতরাং পরের বছর আবার নতুন সেট কিনবে। ওদের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে আমাদের তুলনা !

এই সব তুলনায় গেলে, জানো, আমাদের দেশের জন্যে বড়ই কষ্ট হয়। স্বাধীনতার পরদিন থেকে যদি ফ্যামিলী-প্ল্যানিং জোরের সঙ্গে, এমন কি বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করা হত আর ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা না করতেন রাজনৈতিক নেতারা, যদি ইজম্ অথবা গদী অথবা মসনদ্ দেশের লোকের ভালোর চেয়ে অনেক বড় না হত তাঁদের কাছে, তাহলে এই দেশকে পৃথিবীর সেরা দেশ করে গড়ে তুলতে পারতাম আমরা সকলে মিলে।

তুমি তোমার চিঠিতে জানতে চেয়েছ আমাদের বাইসন কি অ্যামেরিকান বাইসন ?

আমাদের বাইসন কিন্তু আসলে বাইসন নয়। দেশে সাধারণ লোকে যাকে বাইসন বলে জানে, তা আসলে GAUR। GUAR কিন্তু একমাত্র ভারতেই দেখা যায়। সেইজন্যেই এদের বলা হয়, Indian GUAR। বাইসন আসলে এ্যামেরিকান জানোয়ার। মূলতঃ উত্তর আমেরিকার। আমাদের GUAR-এর চেয়ে সে বাইসন অনেক ছোট। ভারতীয় বনে হাতীর পরই এত বড় জানোয়ার আর নেই-ই বলা চলে। উত্তর-পুব ভারতে মিথুং আছে, তবে সবদিক দিয়ে বিচার করলে তারা যে GUAR-এর চেয়ে বড় এবং শক্তিশালী তা বোধহয় বলা যায় না।

বড়জামদাতে ঘোষ সাহেব যে 'সাইলো' বাংলোটির কথা বলেছিলেন, সারাণ্ডার সেই বাংলোর নামের সঙ্গে মুণ্ডা আর হো ভাষায় গাউরের প্রতিশব্দর খুব মিল আছে সে কথা আগেই তোমাকে লিখেছি।

মুণ্ডা ভাষার সঙ্গে সাদ্‌রি ভাষার অনেক মিল আছে। যদিও হাসাডা ও মাণ্ডারি এই দুটি প্রধান ভাগ আছে মুণ্ডা ভাষায়। মুণ্ডাদের কোনো লিখ্য ভাষা নেই কিন্তু। হরফ নেই। মুখে মুখে চলে আসছে ওদের ভাবের আদান-প্রদান। "হো" ভাষারও কোনো হরফ নেই, তবে "হো"র সঙ্গে ওড়িয়ার মিল বেশী। যেমন বাংলা শাস্তি কথাটা মুণ্ডা ভাষায় "সাজাই" আর হো ভাষায় "সাজা"।

বাংলাতে যেমন ঢাকার ভাষা, সিলেটের ভাষা, উত্তরবঙ্গের ভাষা, বাঁকুড়া, বহরমপুরের ভাষা ইত্যাদি অনেক প্রকারভেদ আছে, মুণ্ডা ভাষাতেও আছে। তবে সেগুলো রীতিমত ভিন্ন ডায়ালেক্ট। যেমন খারোয়ারি, সাঁওতালী, ভূমিজ, বীরহোর, কোরা, হো, টুরী, অসুরী, অগরিয়া, বিরিজা, করোয়া, কর্‌কু, খড়িয়া, জুয়াঙ্গ, সাভারা এবং গাদাবা। এই বিভিন্ন ডায়ালেক্টে কথা বলা মুণ্ডা এবং তাদের

www.BanglaBook.org

অনুজ জাতেরা ছড়িয়ে আছে এ দেশের নানা জায়গায়।

তুমি নিশ্চয়ই বীরসা মুণ্ডার কথা শুনেছো। ঐ বীরসা মুণ্ডার আন্দোলন, মুণ্ডাভাষায় "উল্‌গুলান্" বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। উল্‌গুলান্ মানে, আপরাইজিং। সাম্প্রতিক অতীতে মহাশ্বেতাদি বীরসা মুণ্ডা এবং তাঁর আন্দোলন নিয়ে মহৎ-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

মুণ্ডাদের কথা বলতে বসলে আলাদা বই-ই লিখতে বসতে হয়। এত কিছু বলার আছে ওঁদের সম্বন্ধে।

মুণ্ডা ভাষাতে "সিঙ্গ" মানে হচ্ছে সূর্য। সিঙ্গবোঙ্গা, মানে হচ্ছে সূর্য-দেবতা। সিঙ্গভূম অঞ্চলে মুণ্ডা এবং তাদের অন্যান্য অনুজ জাতের বাস। সেইজন্যেই হয়ত সিঙ্গভূম নামটাও এসেছে। সূর্যের আবাস। অথবা সূর্য-দেবতা উপাসনাকারীদের আবাসস্থল। তবে আবাসস্থল বা এলাকা বলতে মুণ্ডারা যে শব্দ ব্যবহার করে তা হচ্ছে, "ডিসুম্"।

সিঙ্গবোঙ্গার প্রতীক, সূর্যের দিকে চেয়ে, সূর্যকে উদ্দেশ্য করে ওরা বলে, "তোয়ালেকাম্ তুর্‌তানা, ডাইলেকাম্ হাসুর্‌তানা"।

এই বাক্যটির মানে হল : "তুমি দুধের মত উদিত হও, আর দইয়ের মত অস্তমিত হও।"

ভালোবেসে ওরা দেবতাকে আরও বলে তোমার দাঁতগুলি যুঁই ফুলের মত সুন্দর আর তোমার থুতনীটি পদ্মফুলের মত। "হুণ্ডি বা ডাটাটেমা, উপাল্ বা কিউআটেনা।"

মুণ্ডাদের দেব-দেবীরা কি করে এলেন সেই লম্বা কিন্তু ভারী ইন্টারেস্টিং ইতিহাস তোমাকে পরে কখনও বলব। আসলে আমার ইচ্ছা আছে এঁদের নিয়ে বাংলাতে একটি প্রণিধানযোগ্য বই লিখি। কবে হবে জানি না। সময় বড় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। দিন ও রাতে সময় চব্বিশঘণ্টার বেশী থাকলে হয়ত হতো। প্রতিদিন আঠারো ঘণ্টা করে মাথার কাজ করতে হয়। কবে আসছি গত পঁচিশবছর ধরে। অফিস, লেখা এবং পড়ার কাজ। তুমি ছাড়া, আমার জীবনে আজকে আনন্দ বলতেও কিছু নেই। কর্তব্য আছে, দায় দায়িত্ব। আনন্দ একমাত্র লেখা আর তুমি। ভাল ছবি দেখি না কত দিন। যদি না মানিকদা, রীণা, পূর্ণেন্দু ইত্যাদিরা তাঁদের ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে যেতে নিমন্ত্রণ করতেন, তবে হয়ত সেসব ছবিও দেখা হতো না। বড়ই ক্লান্ত বোধ করি মাঝে মাঝে। আসলে, জীবনটা আমাদের এতই ছোট যে, জীবনে Priorities একবার ঠিক করে নিলে অন্য কোনোদিকে আর মন ফেরানো যায় না! আমার ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিভা-টতিভা নেই. তাই অতি সাধারণ মানুষ হিসেবে, আমাকে খাটতেই হয় । এবং হবে ।

"Genius is ninety percent perspiration and one percent inspiration."

আমার যে সেই one percentও নেই !

মুণ্ডা ভাষাতে, বোঙ্গা কথাটার মানে হচ্ছে আত্মা বা SPIRITS. সিঙ্গবোঙ্গা ছাড়াও অনেক বোঙ্গা আছে মুণ্ডাদের । এঁরা সবাই মেয়ে মুণ্ডা । যেমন বুরু-বোঙ্গা, ইকির-বোঙ্গা, নাগে-বোঙ্গা, মারাং-বুরু বোঙ্গা, দেসাউলি-বোঙ্গা, কণ্ডোর-ইকির-বোঙ্গা ইত্যাদি ।

ঈস্‌স্‌-স্‌ ! দেখেছো ! সমূল সমূল সর্বনাশ করে দিল সীমারিয়ার নাপিত ভাই আমার ।

গল্পে-গল্পে এমনই কদমছাঁটে ছোট করে ফেলল চুল যে, আমি তাকে পয়সা দেব কি, তার কাছ থেকেই পয়সা আদায় করতে ইচ্ছে হল । এখানের কদমগাছের সুপ্রাচুর্যে ও কি ভাবল আমিও বাঁশী নিয়ে পায়ের মধ্যে অন্য পা-ঢুকিয়ে দিয়ে বংশীধারী হবো ? কি ভাবল ও তা ভগবানই জানেন, কিন্তু ভালোর মধ্যে হল এই-ই যে, কোলকাতায় ফিরলে কোনো উত্তমর্ণই আর এই অধোমর্ণকে চিনতে পারবে না । ভালোই হল, ধার আর শুধতে হবে না ।

বাথরুমে চান করতে ঢুকে, মাথায় শ্যাম্পু লাগিয়ে আয়নায় আমার সফেন শুভ্র গোলাকৃতি কদমফুল মাথার দিকে তাকিয়ে মনে হল একেবারেই সিঙ্গবোঙ্গা হয়ে গেছি । এবার থেকে দুধেরই মত উদিত হবো প্রতি সকালে । এবং দইয়ের মতই অস্ত যাব । "তোয়ালেকাম্‌ তুর্‌তানা, ডাইলেকাম হাসুর্‌তানা ।"

চুল এতই ছোট করে দিয়েছে যে, মশারির মধ্যে ঢুকতে এবং বেরুতেও খোঁচা খোঁচা চুল মশারির ফুটোয় আটকে যাবে । মহা জ্বালায়ই পড়া গেল ।

তুমি যদি এখন থাকতে আমার সঙ্গে, আমার কদমফুল সিঙ্গবোঙ্গার আশীর্বাদসম্পৃক্ত মাথা দিয়ে তোমার সারা শরীরে সুড়সুড়ি দিতাম ।

"ইরি-ইরি-ইরি-ধ্যাৎ ! এত অসভ্য না !"

তুমি বলতে !

বাঁ কানের লতিতে একটি চকিত চুমু ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে আমার অবকাশের অশেষ অকর্মণ্যতায় যদি পরিচিত কেউ আবিষ্কার করে বসে, এই পাহাড়তলিতে, ছায়াচ্ছন্ন ঝরনার পাশে তাহলে হয়ত চিনতেই পারবে না। ঐ জীবন এবং এই জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা সব মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার যে দুটো জীবন। সেই জীবন দুটি আবার-এত বেশী-মাত্রায় পরস্পরবিরোধী যে, এক জীবনের পরিচিতরা অন্য জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করেন। আসলে, প্রত্যেক মানুষেরই অনেকগুলো করে জীবন। অনেক ঘরের ফ্ল্যাটের মত। আমরা বেশীর ভাগ মানুষই একটি কি দুটি ঘরেই দিন গুজরান করে চলে যাই, অন্য বন্ধ ঘরগুলিকে খুলে, উঁকি মেরে দেখি না পর্যন্ত, জীবন আমাদের জন্যে কি ঐশ্বর্য সেই সব অব্যবহৃত ঘরে সাজিয়ে রেখেছিলো।

সেদিন অফিস থেকে—হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ অশনির সঙ্গে দেখা। ছাত্রাবস্থায় যেমন করতাম, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বেরিয়ে দুজনে মিলে দেশ, সমাজ, সাহিত্য, চিত্রকলা, রাজনীতি তাবৎ বিষয় নিয়ে নিজ নিজ "মূল" মতামতকে অন্যজনের বিস্ময়াভিভূত এবং বারংবার প্রতিবাদমুখর চিৎকারে ছিদ্রিত করে প্রকাশ করতে করতে পা-ভাঙা গরুর মত পা টেনে-টেনে বাড়ি ফিরতাম, ঠিক তেমনি করেই দুজনে হেঁটে বালীগঞ্জের দিকে আসতে লাগলাম।

জীবন নিয়ে নানাবিধ ক্রসিব্‌লে বিভিন্নরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অশনি এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি মাইনে-কম কাজ-কম চাকরীতে থিতু হয়েছে। অনেকেই দেরী করে বিয়ে করেছে। একটিই মেয়ে। এখনও খুবই ছোট।

আমরা কিন্তু কোনো কথা বলছিলাম না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমরা দুজনেই গভীর হতাশার সঙ্গে জেনে গেছি যে, দেশ, রাজনীতি এমন কি সাহিত্যের কোনোকিছুরই ভবিষ্যৎ আমাদের অক্ষম হাতে একেবারেই নেই। কিন্তু তার সঙ্গে এও জেনেছি যে, যার যার টন্‌সিল, এবং গলার স্বাস্থ্য একেবারেই নিজের নিজের। প্রবল উত্তেজনাকর বাদ-প্রতিবাদে গলা ব্যথা করা ছাড়া আর কোনো কিছুই সাধিত হয় না। আমরা দুজনেই এও জেনে গেছি যে, একমাত্র উজ্জ্বল ইডিয়ট্‌রাই এদেশে অন্যদের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হন। যারা হন, তাঁদের নিজেদের স্বরভঙ্গ অবধারিত। এখন অনেক কিছুই জেনেছি, আমরা এককালের সর্বজ্ঞরা। জেনেছি, পাণ্ডিত্যের সীমা চিরদিনই ছিল এবং আছে, কিন্তু অজ্ঞানতার নেই।

অশনি বলল, চ', ছোটবেলার মত যেমন কলেজ-ফেরতা পেরোতাম, হেঁটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেঁটে, গড়ের মাঠ পেরোই।

কী হল আমার, বললাম, চল্। মজা হবে। বেশ, পুরোনো দিনের মত।

অশনি আমার চোখে একই রকম আছে। শুধু ওর প্রকান্ড টাক এবং কাঁচা-পাকা জুলপী ছাড়া। আমি জানি যে আমার চোখেও সাদা ও বিরল চুলের আমি যেমন সেই পুরোনো আমিই আছি, অশনিও নিজের চোখে ঠিক তেমনটিই আছে। শুধু, পুরোনো দিনগুলোই নেই।

বাইরের খোলসে অনেকই পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মনের মধ্যের তারুণ্যে বিশেষ ঘটেনি। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। এখনও সুন্দরী, বুদ্ধিদীপ্তা কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েকে দেখলে মনে হয় সংকুচিত, রোমাঞ্চিত ও প্রেমময় হয়ে উঠি। একবারও ভাবি না যে, আমার বয়সটা হয়ত তার দাদা অথবা কাকারই মত। ভাগ্যিস ভাবি না। মানুষের মনটাই ত আসল। শরীর ত একদিন বুড়ো হয়ই ; সব শরীরই। খোলস পুরোনো হলে, শিঙের আবরণ পুরোনো হলে সাপ খোলস ছাড়ে, পোশাক ছাড়ার মত, পুরুষ হরিণ শিঙের আবরণ ছাড়ে। খোলসে কি যায় আসে ! মনের সজীবতা বাঁচিয়ে যে রাখতে পারে, সেই-ই ত যুবক। শারীরিক যৌবনের বিপদসঙ্কুল চুড়োতে বসবাসকারী মানুষও যে অনেক দেখি, যাঁরা মনের দিক দিয়ে লোল-চর্ম বৃদ্ধ।

অশনি একেবারেই ওর বয়সকে বাড়তে দেয়নি। যদিও এ-কথা, হঠাৎ কোনো ছোটোবেলার বন্ধু ওকে দেখলে স্বীকার করবে না। এমনকি ওকে চিনতে পর্যন্ত পারবে না হয়ত। কিন্তু বয়স বাড়তে যে ও দেয়নি, তার প্রমাণ পেলাম ও যখন হঠাৎ বলল, খাবি ?

বলেই চকচকে চোখে চেয়ে, আমাকে একটি ফুচকাওয়ালার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল।

ঘরে ঘরে জণ্ডিস্ এখন কোলকাতায়। টাইফয়েড, কলেরা, না হচ্ছে কি ? ম্যালেরিয়াও ত জলবাহী হতে পারে। এমন ইরেসপন্সিবিলিটি...

আপত্তি করার সময়ই দিলো না অশনি।

ফুচকাওয়ালাকে বলল, শোনো, আমাকে আলু কম দেবে, ওকে বেশী।

বলেই বলল, দাও ত বাবা, দাদ-টাদ চুলকে, তোমার বগলের ঘাম-মোছা গামছার জল নিংড়ে ভাল মত সুস্বাদু করে, খাট্টাপানিটা, সেই আমাদের ছোট্টবেলার মত। আমরা এইখানে দাঁড়িয়েই তোমার বাপ-ঠাকুর্দার হাতের জল-ভরা ফুচ্‌কা খেয়েছি।

বলেই, আমাকে বলল, মনে আছে ? বাঁড়ুজ্যে একদিন একা দু টাকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেয়েছিল ?

আমি বুঝলাম, দাদ-চুলকোনো জল আর ঘাম-মোছা গামছার নির্যাস খেয়ে অশনি ছোটবেলায় ফিরতে চাইছে। ইডিয়ট্।

আমরা দুজনেই যখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে ফুচকা খাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল, একটা গাড়ি পাশে এসে এক সেকেণ্ড দাঁড়াল ফুটপাথ ঘেঁষে, তারপরেই চলে গেল।

পরদিনই আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক অফিসে ফোন করে বললেন, কাল রাতে হুবহু আপনারই মত একজনকে দেখলাম রায় সাহেব। দেখে, ডাকতেও গেছিলাম ; তারপরই নিশ্চিত হলাম যে, আপনি হতেই পারেন না। গড়ের মাঠের পাশে রাস্তার ফুটপাথে, কুঁজো হয়ে গোল-গাপ্পা খাচ্ছিলেন সে ভদ্রলোক।

আমি গোল-গাপ্পা সম্বন্ধে ওঁকে গুল্-গাপ্পা লাগাতে পারতাম ! কিন্তু এই সমস্ত মানসিকতার লোকদের স্তম্ভিত করে প্রচণ্ড মজা পাওয়া যায়।

বললাম, ভুল দেখবেন কেন ? ঠিকই দেখেছিলেন ! আমি ফুচ্কা খেতে খুব ভালোবাসি !

ফুচ্কা।— তা বলে ফুটপাথে ! অফ ওল্ পার্সনস ! উ্যা !

"উ্যা" কথাটা এমনভাবে বললেন ভদ্রলোক, যেন আমি ব্রুটাসই !

এই মানসিকতা কিন্তু বাঙালীদের মধ্যেই বেশী প্রকট। দু' পয়সা রোজগার করলে, দুটি নামী ক্লাবের মেম্বার হলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে "স্ট্যাটাস্"—সচেতনতা হয়। তখন আর ইচ্ছে করলেও ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ফুচ্কা, কি ন্যাশনাল হাইওয়েতে সর্দারজীর ধাবাতে রুটি-তড়কা খাওয়া যায় না। কি করবে তুমি বল এইসব "স্ট্যাটাস"-সর্বস্ব পাতি-সায়েবদের নিয়ে ?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মহুলসুখার সবই ভাল, কেবল রাতে বাংলোতে বসে চাঁদের আলোর শোভা দেখা যায় না। সন্ধের অন্ধকার নামতে-না-নামতেই জেনারেটর জ্বলে ওঠে ফট্-ফট্ শব্দ করে। ম্যানেজারের বাংলো, গেস্ট-হাউস, যেখানে আমি রয়েছি ; বাবুদের, কুলিদের কোয়ার্টারই শুধু নয় ; পুরো এলাকা জুড়েই দূরে দূরে বিজলী আলো মিট মিট করে।

বাতি না-জ্বালিয়েও উপায় নেই। এদিকে এত হাতি যে, বাতি জ্বালালে একটু নিরাপদ লাগে। কিন্তু নিরাপদ জায়গায় থেকে থেকে বোর্ড হয়ে যাই বলেই ত' একটু-আধটু বিপদ খুঁজতে আসা আমার এ-সব জায়গায়। এইটুকুই তো বৈচিত্র্য ! কোলকাতার বাসিন্দারা চাঁদের আলো তো রবি ঠাকুরের গানের মধ্যে দিয়ে ছাড়া দেখেনই নি। সেই ছাদের চাঁদের আলোও তো শান্তিনিকেতনী চাঁদের আলোর মতোই নিরুপদ্রব, সখীভাবাপন্ন। এসব সভ্যভব্য প্রকৃতির চাকচিক্যে আমার বিশ্বাস নেই। তাই-ই তো প্রতি সন্ধেতে বেরিয়ে পড়ি একা।

চাঁদটা প্রতিদিনই জোরদার হচ্ছে। ভয়ের মধ্যে কেবল সাপের ভয়। সাপ দেখলেই গা-ঘিনঘিন করে। সাপকে ভীষণই ভয় পাই আমি, তুমি যেমন পাও তেলাপোকাকে।

আজকে সূর্য ডোবার একটু আগে লেখালেখি শেষ করে ম্যানেজারের বাংলো আর গেস্ট-হাউসের মধ্যের সমান পাথুরে জায়গাটাতে পায়চারি করছিলাম। কয়েকটি প্রাচীন মহানিমের গাছ আছে এই জায়গাটার পাশে। ফুল এসেছে এখন মহানিমগাছে। উড়ে-উড়ে মাথায়, গায়ে ঝরে পড়ছে ফুল। গেটের পাশেই একটি শিমূল। খুব প্রাচীন নয়, কিন্তু তার গায়ে সাদা-সাদা ঝিনুকের মতো গোল গোল কি যেন লেগে রয়েছে। হাত দিয়ে ভেঙে দেখলাম। মধ্যেটা ফাঁপা, কিন্তু বীজের মতো কিছু আছে।

জিনিসটা কী তা আমার জানা নেই।

আজও গোয়েল সাহেবকে বসে থাকতে দেখলাম তাঁর বারান্দার চেয়ারে, চিত্রার্পিতর মতো। এই সূর্যাস্তকালের সমস্ত অনুষঙ্গের সঙ্গে যেন উনি একাত্ম হয়ে গেছেন। মিশ্রর কাছ থেকে আজ সকালেই শুনেছিলাম যে, গোয়েল সাহেবের স্ত্রী গত হয়েছেন। ছেলেমেয়েরা আমেরিকাতে পড়ে। কোথায় উত্তর ভারতের আগ্রা আর কোথায় এই হাতি-বাঘ আর ম্যালেরিয়ায় ভরা সুন্দরগড়ের গভীর জঙ্গল।

সকলেই তো আর আমার মতো জঙ্গল-পাগল নন। না-হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বিহারে একটি কোলিয়ারির ম্যানেজার ছিলেন তিনি। কোয়ালিফায়েড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাইনিং এঞ্জিনিয়র। কোলিয়ারি ন্যাশনালাইজেশন হয়ে যাবার পর এখানে এসেছেন চাকরি নিয়ে। সারাদিন কাজ। তারপর এই একাকিত্ব! চাকরি না-করেও উপায় নেই, ছেলেমেয়েরা পায়ে না-দাঁড়ানো পর্যন্ত। তাঁর এই ব্যক্তিগত ইতিহাস মিশ্রর কাছ থেকে শোনার পর তাঁর বসে-থাকার সমর্পণের ভঙ্গিটি আজ বড় করুণ লাগছিল আমার চোখে।

প্রত্যেকটি মানুষেরই কত দুঃখ! অথচ আমরা তার কতটুকুই বা খোঁজ রাখি। খোঁজ রাখলে, অন্য মানুষকে একটু বোঝার চেষ্টা করলে, নিজেদের সমস্ত অপ্রাপ্তি ও দুঃখের বোঝা হয়ত অনেকেই হালকা লাগত। মানুষ যেদিন থেকে পরের দুঃখে দুঃখী হতে শেখে সেদিন থেকে তার নিজের দুঃখটা আর তার কাছে বড় বা দুঃসহ বলে মনে হয় না।

গুস্তাকি আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিনের জীবনে কতই না করি! কত অপরাধ। ছোট বড়; কতজনের কাছে! অথচ সেই অপরাধ স্বীকার করা ত' দূরের কথা, তা যে করছি, এই বোধটুকু পর্যন্ত আমাদের চেতনাতে স্পষ্ট হয় না।

আবার এমন মানুষও দেখেছি, যারা প্রতিমুহূর্ত পরের সুখবিধানেই জীবনের তরী বাইছেন। সেই বিখ্যাত শায়েরটি আছে না?

"গুস্তাকি স্রিফ করেঙ্গে একবার
যব্ সব পায়দল চলেঙ্গে
ম্যায় কান্ধেপর সওয়ার।"

জানেজা বইবে ইয়ার-দোস্ত, অনুরাগী, গুণমুগ্ধরা, সকলের কাঁধে চড়ে চলবে শেষের দিনে সেই মানুষটি— দশজনকে কষ্ট দিয়ে, চলবে। দুলতে দুলতে তাদের কাঁধের উপর। আর বন্ধুরা সকলে পায়ে হেঁটে। সেই অন্তিম দিনের অপরাধের কারণে আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে রাখেন বিবেকসম্পন্ন, কনসিডারেট্ মানুষ।

তোমার চিঠিতে তুমি শিবুমামার কথা লিখেছো। বড় কষ্ট হল সব জেনে। উনি আমার মুষ্টিমেয় শ্রদ্ধাস্পদের মধ্যে একজন। কিন্তু এইসব লোক আজকাল সংখ্যায় খুবই কম,বড় নরম, খুব অভিমানী। পার্থিব দুঃখ কিন্তু এইসব ভালো এবং বোকা মানুষদেরই চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। দুঃখদেবী নিজেও হয়তো জানেন যে, দুঃখবোধ এবং অন্যর দুঃখ বোঝার মতো মানুষ এ-পৃথিবীতে রোজই কমে যাচ্ছে।

আবার অন্যরকম মানুষরাও আছেন। ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট, জাগতিক বুদ্ধিসম্পন্ন। তেমন মানুষরা বীরভোগ্যা বসুন্ধরার যাবতীয় সামগ্রী ভোগ করার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধিকার নিয়েই আসেন। পরের সুখের কথা যে ভাবে, সে নিজে খুব কমই জাগতিক ব্যাপারে সুখী হয়। হওয়া সম্ভবও নয়। তার সব সুখের সামগ্রী অন্যর দুঃখের শূন্যতার চালের দিকেই অবলীলায়, অনবধানে গড়িয়ে যায়। মনের মধ্যে স্বার্থহীনশুভাকাঙ্ক্ষারঅনাবিল আনন্দ ছাড়া আর কিছুই থাকে না তাদের হাতে।

অনেকে বলবেন, সে তো শূন্যতা!

তবু যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেনযে, সে এক পরমপূর্ণতাও। সেও একরকমের শিহর-তোলা সুখ। কেউ ঠকিয়ে জেতে এ সংসারে; আর কেউ ঠকে জেতে। যে ঠকায়, সে ভাবে "খুবই ঠকালাম"! কী চালাক আমি!

আর যে ঠকল, সে যে জেনেশুনেই ঠকল; এমন বোকামির কথা ঠক্‌বাজেরা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

আসলে, আনন্দ বা দুঃখ সবই ব্যক্তিগত এবং আপেক্ষিক। অসমান বস্তুর মধ্যে তুলনা যেমন চলে না, তেমনই অসমান হৃদয়বত্তারও তুলনা চলে না কোনোমতেই। প্রত্যেকটি মানুষই আলাদা আলাদা। কেউই নয় কারো মতো। ডিগ্রীর তুলনা চলে; শিক্ষার চলে না। সম্পত্তির তুলনা চলে; আত্মিক সম্পদের চলে না। ভালো-মন্দ, দোষগুণের ভারে নিক্তির দুদিকই ভারী হয়। যার ভালোত্ব ও গুণের দিকটা ঝোঁকে বেশী, তাকেই আমরা ভালো বলি। আর কম ঝুঁকলে খারাপ। কিন্তু ভালো মানুষের মন্দর ঝুলিতে এমন একটি মাত্রও দোষ থাকতে পারে, যা এক-গামলা দুধে একফোঁটা গোমূত্রর মতোই তাবৎ গুণকে অর্থহীন করে দেয়। উল্টোটাও সত্যি। মন্দর বোঝায় ন্যুব্জ একজন মানুষের ভালোত্বর ঝুলিতে এমন এক কণা ধুলো থাকতে পারে, যা পৃথিবীর সব সোনা দিয়েও কেনা যায় না।

যারা জাঁহাবাজ—মানে জাঁবাজ, প্র্যাক্‌টিক্যাল, সাহসী, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, জাগতিক, তারা কোনো কিছুতেই ঘাবড়ায় না। কারণ সার্থকতা মানে, তাদের কাছে জীবনের সমস্ত জাগতিক প্রাপ্তি। কত সহজে সুখী হয় তারা! তাদের সম্বন্ধে যে শায়েরটি আছে, তা হল:

"আগ্ চারো তরফ্ দহ্‌কতি হ্যায়
জীনা ইস্ বীচ্ কিত্‌না মুশকিল হ্যায়—
ফিরভি জাঁবাজ খেল্ লেতে হ্যাঁয়
উন্‌কো আসান হরেক মঞ্জিল হ্যায়।"

কোনো অসুবিধেই তাঁদের কাছে অসুবিধে নয়। এইরকম মানুষরাই চিরদিন জাগতিক-কার্যে কৃতী, পৃথিবীর সব সুন্দরীরা এঁদের গলায়ই মালা পরান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিবাহিত হলেও, নারীমাত্রই সেই পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হন।

পরজন্মে "জাঁবাজ" হয়ে জন্মানো যাবে। কি বলো ? এই নরম, স্পর্শকাতর, অনুভূতিশীল বোকার হৃদয় নিয়ে ইহলোক পরলোক এবং ইন্দ্রলোকের সমস্ত প্রাপ্তি থেকে এমনভাবে বঞ্চিত হতে হবে না তাহলে।

রাত আটটার মধ্যে পদ্মলাভকে বলে খাওয়ার আনিয়ে নিয়েছিলাম। তরি-তরকারি কিছুই পাওয়া যায় না এখানে। তবে ব্যানার্জীসাহেব সঙ্গে যা দিয়েছেন তা যথেষ্ট। কয়েক দিনের পক্ষে।

ক্যান্টীনের ম্যানেজার শাহু ছেলেটিও খুবই ভালো। লেখক বলে, স্পেশ্যাল যত্ন-আত্তি করছে। লেখা আর তেজারতি কারবারের মধ্যে যখন আর তফাত দেখি না বিশেষ, তখনও লেখকদের প্রতি সাধারণ মানুষদের এই শ্রদ্ধা ও সম্মান আমাকে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত করে। এতে লেখকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেকই বেড়ে যায়।

মাঝে মাঝে ভাবি যে, নিশ্চয়ই সব লেখকই জানেন যে, "শ্রাদ্ধ" কথাটা এসেছে "শ্রদ্ধা" থেকে। শ্রদ্ধাভাজন, যদি শ্রদ্ধাভাজনীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত হন এবং থাকেন, তাহলে শ্রদ্ধাকে শ্রাদ্ধে রূপান্তরিত করতে হয়ত দ্বিধা করবেন না পাঠক-পাঠিকারা।

খাওয়া শেষ না হতেই মশারির তলব পড়ল। এই মারাত্মক অস্ত্রটি সঙ্গে না-নিয়ে জঙ্গলে আসা আত্মহত্যারই সামিল। মশার অরি, আবার যত্রতত্র পাওয়াও যায় না। আসা-অবধি মশারির খোঁজে ঘুরে মরছি। এত খুঁজলে, এই জঙ্গলে হুরী-পরীও জুটে যেত। কিন্তু মশারি জুটল না।

বিকেলে পদ্মলাভ কোত্থেকে একটি ছিদ্র-সঙ্কুল দুর্গন্ধ মশারি এনে হাজির করল। রঙটা আদিতে নিশ্চয়ই ছিল সাদা। মহুলসুখার লোহা আর ম্যাঙ্গানীজ-ভরা ধুলো মেখে এখন সিঁদুর-রঙা হয়ে গেছে। কেনার পর থেকে কাচাও হয়নি সেটা কখনও। কিন্তু ধূলিমলিনই হোক কী দুর্গন্ধযুক্তই হোক, জঙ্গলে মশারির কোনো বিকল্প নেই।

সন্ধেবেলা জানতে পেরেছিলাম যে, মশারিটা মিশ্রর। যে নিজে দু-দুবার ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার শিকার হয়েছে, সে-হেন মানুষ অন্যকে প্রাণে ধরে যে নিজের মশারি দিতে পারে এ-কথা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। আমি তো কেউ চাইলে, পরস্মৈপদী তোমাকেও দান করে দিতে পারি, কিন্তু নিজের মশারি ? নৈব নৈব চঃ। দাতাকর্ণর চেয়েও বড় দাতা ভারতবর্ষে আছে জেনে খুবই আহ্লাদিত হলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া দু' দুবার আমাকেও ধরেছিল। ধরেছিল, বলাই ভাল। বাঘে ধরাও শ্রেয় ছিল। প্রথমবার, উড়িষ্যার লবঙ্গীর জঙ্গলে সাদা গেণ্ডুলি গাছদের শোভা দেখার জন্যে দোলের সময় চাঁদুবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম ফুটুদাদের কাঠ-কাটা ক্যাম্পে। বসন্তের পত্রশূন্য গেণ্ডুলি গাছেদের শোভার তুলনা নেই সত্যি। দোলপূর্ণিমার রাতে ত নেই-ই! কিন্তু মশারা আমার সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধের নিকুচি করে আমাকে নিয়ে একেবারে ডাণ্ডাগুলি খেলল। ফিরে এসেই কুপোকাৎ।

তার তিন বছর পরে আবারও ডাণ্ডা-গুলি। সিমলিপালে গিয়ে। চাহালা, জেনাবিল, বড়াকাম্‌রা, ধুধরুচম্পা, নআনা, বড়াইপানি, বাছুরিচরা ইত্যাদি সব জায়গার মশারা সুখাদ্য পেয়ে একেবারে মোচ্ছব লাগিয়ে দিল। কানুদা, অতুদি, মণিদি, বাচ্চু এঁরাও সঙ্গে ছিলেন। সুন্দরী মহিলাদের রক্ত পেয়েও নির্জনে তা না খেয়ে, আমারই রক্ত খেল। এরা কেমন রক্তপিপাসু মশা তা এরাই জানে। বেরসিক।

জেনে রেখো, যে-মশা পোঁ পোঁ করে তড়্‌পায় তাদের কামড়ে ম্যালেরিয়া হয় না। অ্যানোফিলিস মশা নিঃশব্দে এসে ফটাস্ করে কামড়ায়। আফ্রিকার সেৎসী মাছির কামড়ও আফ্রিকাতে গিয়ে খেয়ে দেখেছি, যদিও সেটা মোটেই সুখাদ্যর মধ্যে গণ্য নয়; কিন্তু সেৎসীর কামড়ের অসুখে মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে আর ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া হলে মাথার যন্ত্রণার চিৎকারে প্রতিবেশীরাও টেঁসে যায়।

দু-দুবার ম্যালেরিয়া হওয়ায়, মাথার মধ্যে যে সামান্য ধূসর পদার্থ ছিল তা উবে গেছে। স্মৃতিশক্তিও একদম নষ্ট হয়ে গেছে। কার কাছ থেকে ধার নিই, মনে থাকে না। সমস্ত সুন্দরী মেয়েদেরই পদ্মা বলে ভুল করে যা চাইবার নয়, তাই-ই চেয়ে, মার খেতে খেতে বেঁচে যাই। সমস্তই এই মশার জন্যে। অত্যন্ত নীচ ও সাংঘাতিক প্রাণী এরা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

তোমার আরেকটি চিঠি আজ পেলাম।

তুমি তেমন কৃপণই রয়ে গেলে। লিখেছো, "ঋদ্ধির অফিস থেকে ফেরার সময় হয়ে গেছে। যদি ফিরে আসে, তোমাকে লম্বা চিঠি লিখছি বসে বসে সে জন্য আবার জবাবদিহি করতে হবে।"

মিথ্যেও বলতে পারো তুমি!

কিন্তু কেন বলো? যে-মিথ্যে, সত্যি বলে চালানো যায় না, তা নিকৃষ্টতর অপরাধ। কিন্তু অচল মিথ্যে বললে চোরে বামাল গ্রেপ্তারে যে শাস্তি পায় সেই শাস্তি পাবে।

ঋদ্ধি বুঝি জানে না আমাদের সম্পর্কের কথা? সম্পর্কটাকে লুকিয়ে বেড়ানোর কি আছে? সম্পর্ক তো মানুষের সঙ্গে মানুষেরই হয়। তুমি 'বাংরিপোসির দু রাত্তির' পড়োনি? তোমাকে দিলাম যে সেদিন! আমার প্রথম দিকের বই ত রাত জেগে পড়তে। এখন বুঝি পুরোনো হয়ে গেছি? "পুরানো বলিয়া চেও না, চেও না আমারে, আধেক আঁখির কোনে অলস অন্যমনে"

সেই উপন্যাসে উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতুর কথা লিখেছি। যে নরাধম বিবাহ নামক ন্যক্কারজনক একঘেয়ে অভ্যাসের প্রথম প্রবর্তক! আমার বিশ্বাস, চিরদিনই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ভণ্ডামির মূল অতি গভীরে প্রোথিত। প্রাচীনকাল থেকেই। শ্বেতকেতু, যিনি বিবাহকে পবিত্রতা দান করে নারীকে এক-ভোগ্যা করে নারীর সম্মান বাড়ালেন, সেই মহান ব্যক্তিই তাঁরই রচিত কামশাস্ত্রের বইয়ে 'পরদারাধিকরণস্য' শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযুক্ত করলেন। শান্তিনিকেতনী মিহি কায়দায় বলতে গেলে, বলতে হয় সাধু! সাধু! একেই বলে, ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা! ঋদ্ধি স্বামী হিসেবে আদর্শ। আর আমি প্রেমিক হিসেবে।

আমি যদি তোমার স্বামীত্বর আসন কামনা করতাম, তবে তার সঙ্গে ঝগড়া বা প্রতিযোগিতা হয়ত হতে পারত। কিন্তু ওর রিজার্ভেশন্ মেইন-লাইনে। আর আমি চলেছি কর্ড-এ। কিছু কিছু বড় জাংশানে এই দুই রেল লাইনের মেলার কথা যে নেই, এমন নয়; কিন্তু সেই সমস্ত অকুস্থল দু-পক্ষই সাবধানে এড়িয়ে চললেই তো হল! আমাদের এই সম্পর্ক যদি তিনজনকেই সুখী করে এবং কাউকেই দুঃখী না করে তা হলে এমন চমৎকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর কী-ই বা হতে পারে? তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। বিশেষ সংবাদদাতার সূত্রে জেনেছি যে, ঋদ্ধি এই স্থিতাবস্থার ত্রিকোণ ভেঙে জ্যামিতিক এবং প্রেম সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে চাতুর্যের সঙ্গে চতুষ্কোণে পৌঁছবার চক্করে চরছে। বোঝো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঋদ্ধিও একমাত্র স্ত্রীর প্রেমে আবদ্ধ না-থেকে পরকীয়া প্রেম করার চেষ্টা করছে ! তুমি ওকে মিথ্যেই আণ্ডার-এস্টিমেট্ করে এসেছো এতদিন। প্রার্থনা করি ও যেন সফল হয়।

পুরুষের প্রেমের প্রাণ প্রায় শ্তেলাপোকার প্রাণেরই মত ! মরেও মরে না। আমি জানতাম এমন হবে।

"সব পুরুষই পলিগ্যামাস্"এ কথাটা তোমরা মেয়েরা চিরদিনই দাঁতে চিবিয়ে, শ্লেষের সঙ্গে রেলিশ করে বলো। কিন্তু তোমরা নারীরা সকলেই কিছু সতী-লক্ষ্মী নও। অন্তত এ যুগে আমি যাদের দেখেছি। দোষেরও কিছু দেখিনি এর মধ্যে। তোমরা মেয়েরা, এদেশে বড় নিগৃহীত, অত্যাচারিত ; পরনির্ভর ছিলে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্বাধীনতার স্বাদও তোমরা পেতে শুরু করেছো। তবে আমার মনে হয়, মেয়েদের কাছে, সব মেয়ের কাছেই, শরীরটা গৌণ। মনটাই সব। যাকে মন দিতে পারে তারা, তাকে শরীর হেলাফেলায়ই দেয়। তবে পুরুষ এবং নারী, কিছুসংখ্যক নিশ্চয়ই দেখেছি, যাদের মানসিকতা এতই অগভীর যে, শরীরী গভীরতার তল অবধি পৌঁছেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। হয়ত, দমের দারুণ দুর্দৈবে। জানিনা তবে, সম্পর্কটা আর মানসিক স্তরে উঠতেই পারে না কোনদিনও। তবে একথাও বুঝি যে, প্রেমের গভীর অনুভূতি সকলের জন্যে নয়। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছেতেই সেরকম। সে কারণে, আমরা দুজনেই ভাগ্যবান। কিন্তু তোমার মেটীরিয়ালিস্টিক স্বামী ঋদ্ধিরও চুটিয়ে প্রেম করা দরকার। স্ত্রীর সঙ্গে পারলো না, তো পরস্ত্রীর সঙ্গেই করুক। মানুষ হিসেবে সম্পূর্ণতা পাবে। বড় অল্পবয়সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে ও। বিবাহিত জীবনের পরিচিত পথে একঘেয়ে কুচকাওয়াজে কার না ক্লান্তি আসে ? কী পুরুষ, কী স্ত্রী !

তার উপর সব মহীয়সী বঙ্গললনারা যা এক-একজন ! আদর খাওয়ার সময় খাটে শুয়ে সিলিং ফ্যানের দিকে চেয়ে যখন পড়ে থাকেন, তখন বোঝার উপায়ই থাকে না যে, সেটা বেডরুম না মর্গ্। বেচারী বাঙালী পুরুষ ! সারাদিন শ্বাপদসংকুল ড্যালহাউসি স্কোয়ারে নানা-প্রদেশীয় হাঙর-গাঙরের তাড়া খেয়ে ফিরে, রাতের বেলা মড়া জাগাতে তাদের যে-পরিমাণ কসরৎ করতে হয়, তা স্থানান্তরিত করলে কঠিন তন্ত্রসাধনাতেও প্রত্যেকেরই অলক্ষণ সিদ্ধিলাভ হত। অধিকাংশ বাঙালী মেয়েদের এই প্যাসিভিস্ট ও পেসিমিস্ট্ অ্যাটিচুডের জন্যে এই জাতের কতই না সর্বনাশ হল।

মরদ তৈরি হয়, পুনরুজ্জীবিত হয় খাওয়ার ঘরে। রাতে এমন মিনমিনে, ঠাণ্ডা, ভাজা-মাছটি উলটে-খেতে-না-জানা নেকুপুষুমুনু ললনাদের সঙ্গে সহবাস

www.BanglaBook.org

করে কি আর বিচ্ছু বস্তুবাদীদের সঙ্গে দিনের বেলা পাঞ্জা লড়া যায় ? যাই-ই বল আর তাইই বল, বাঙালী মেয়েদের শোওয়ার ঘরে ভীষণভাবে সক্রিয় হবার সময় এসেছে। হাই-টাইম ! জাতীয় সংকটে যদি মেয়েরা এগিয়ে না-আসো, যদি সংগ্রামে সামিল না হও তাহলে কিসের কমরেড তোমরা ? শরীরের কেমন শরিক ? ছিঃ ছিঃ। লজ্জায়, অপমানে সমস্ত বাঙালী পুরুষ মরতে বসেছে তোমাদের জন্যে ! জাগো, ভৈরবী তোমরা জাগো।

দুপুরে মিশ্রর সঙ্গে মাইনস্ দেখতে গিয়েছিলাম। পট্টনায়কবাবু তখন বীয়ার খাচ্ছিলেন বাংলোর বারান্দাতে বসে। সবে বারোটার ভোঁ বেজেছে। দ্বিপ্রহরের খাওয়ার ছুটি। মাইনস্-এর নীচে, নদীর পাশে, মহানিম আর বিশালকায় শালেদের ছায়ায় মেয়ে-পুরুষরা তাদের এ্যালুমিনিয়ামের টিফিন ক্যারীয়ার খুলে খেতে বসেছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পোকাল্ ভাত, তেঁতুলের টক, কারো একটু তরকারী, কারো-বা তাও নেই। শিয়াড়ি অথবা শালের পাতা ছিঁড়ে দোনা বানিয়েছে। তাতে ঢেলে মহানন্দে খাচ্ছে ক্ষিদের মুখে, কষ্টার্জিত ভাত। আনন্দ করে। খাওয়া হয়ে গেলে নদী থেকে আঁজলা ভরে জল খাবে। তারপর আবার কাজ। বিকেল চারটে পর্যন্ত। চারটের ভোঁ বাজলে গাঁইতি, শাবল, কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি কাঁধে ফেলে টিফিন ক্যারীয়ার হাতে ঝুলিয়ে কল্‌কলিয়ে ফিরে আসবে মাইন থেকে।

অনেকেই আসে দূর দূর বস্তী থেকে। জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে। ঘরে যাবার আগে, বিদায়ী সূর্যর স্তিমিত আলোয় নদীর নির্জনে জামা-কাপড় খুলে, উদ্‌লা গায়ে উদোম হয়ে, সুঠাম সুন্দর নিষ্কলঙ্ক স্বাস্থ্য নিয়ে মেয়ে-পুরুষ চান সারবে কুড়ারির জলে। শরীরের তাপ জুড়োবে। সন্ধ্যের মুখে মুখে গিয়ে রান্না চড়াবে। আকাশে চাঁদ থাকলে মাদল বাজাবে, গান গাইবে। নাচবেও কোনো-কোনোদিন।

চাঁদে যে মানুষ পা দিয়েছে, এ খোঁজ ওরা রাখে না। চাঁদ ওদের কাছে এখনও চড়কা-কাটা বুড়ির চাঁদই আছে। ওরা খুবই কম জানে, বহির্জগতের খবর রাখেই না বলতে গেলে।

আমার মনে হয় এই যুগে কম জানার মত সুখ বোধহয় বেশী নেই। সাতসকালে খবরের কাগজ খুলে কামাচ্‌কাটকায় নয়ত টিম্বুক্টুতে আমেরিকা অথবা রাশিয়া কোন্ চাল চেলে কি চক্কর বাধালো তা জেনে, মনের শান্তি নষ্ট করার মত মূর্খ ওরা একেবারেই নয়। ওরা কাজ করে, খায়, গান গায়, সঙ্গিনীকে জমিয়ে আদর করে, তারপর ঘুমোয়। হাইপারটেন্‌সান্ কাকে বলে, তা ওরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানে না। ইন্‌স্‌মুনিয়ার নাম পর্যন্ত শোনেনি। ওদের মেয়েরা পার্ক স্ট্রীটে যে চুল-বাঁধার দোকান আছে সে-কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। নাইট-ক্রিম মাখে না মুখে। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে স্খলিত ও অশক্ত শিথিল স্তনের দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনার চিন্তাতে চোখের নীচে কালি ফেলে না। ওরা হাতে খাটে, ক্ষিদে নিয়ে খায়, চুলে বনের ফুল গোঁজে। হাটের দিনে শেষ বিকেলে রঙীন শাড়ি পরে, গাছতলার পাথরে পৃথিবীর সমস্ত ব্যস্ততার মুখের উপর অবহেলার দু' পা ছড়িয়ে বসে, শিয়াড়ি পাতার দোনায় হাঁড়িয়া খায়। হাটের দিন শেষ হলে রাতের বেলা, জগৎ ভুলে আদর খায় শক্ত-শরীরের সুস্থ, ঘামের গন্ধমাখা কামুক পুরুষের। কাম ওদের লজ্জিত বা ভীত বা সংকুচিত করে না ; পরিপ্লুতি দেয়। তা বলে, ওরা এসব কমণীয় ব্যাপারে শহুরেদের মত অশালীনও নয়। শরীরের মধ্যের সব আনন্দকে ওরা প্রথম বৈশাখের নতুন কচিকলাপাতা সবুজ পাতার কুঁড়ির মত ফুটিয়ে তোলে রোমকূপের শিহরণে। সারা রাতে। রাতের প্রথম প্রহরে পিউ-কাঁহার ডাক দিয়ে শরীরী খেলা শুরু করে শেষ রাতের শুকতারার মুখ-দেখা স্নিগ্ধতাতে শেষ করে। চড়ুই-মিলনে ঘেন্না ওদের।

সমাজ বা বিবাহিত জীবন ওদের কয়েদী করে রাখেনি। কারো, কাউকে পছন্দ না হলে, সে কোল পাল্টায়। তারপর ঘর। নির্দ্বিধায়। কিন্তু তিক্ততায় নয়। হাসতে হাসতে। পুরোনো নাগরের সঙ্গে দেখা হয় রোজই। সেও নতুন কাউকে খুঁজে নেয়। একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানায়। ওদের জীবন-দর্শন সুখী হতে বলে সকলকে ; সমাজের বৃত্তর মধ্যে থেকে যে যেমন ভাবে সুখী হতে চায়। আমাদের সমাজের মত যে-সমাজ মানুষ-মানুষীর স্বাভাবিক বৃত্তিকে ভণ্ডামির শিকল পরিয়ে অবদমিত করে রাখে সে সমাজে সিঁদেল চুরি চলে। সিঁদ কাটা, ছিঁচকে-চোরের ভীড় সেখানে, সাহসী ডাকাতদের সম্মান দেয় না সে সমাজ।

ভণ্ডামি জানে না ওরা। আসল সম্পর্ককে গোপন ব্যাধির মত লুকিয়ে রেখে, ক্লাবে, পার্টিতে, "ডার্লিং" বলে ডাকে না স্ত্রী বা স্বামীকে। সুখকে ওরা নেড়েচেড়ে দেখেছে ; দেখে, প্রতিদিন। সুখের অভাব ঘটলে তবেই ওদের অসুখ করে। আমাদের মত শহুড়ে উচ্চমন্য কূপমণ্ডুক বাবু-বিবিদের মত আসল ও অনাবিল সহজ সুখগুলিকে চিরদিনের মত নির্বাসিত করেনি ওরা।

ওদের উৎসবের সময় ওরা নিজেরা সত্যিই উৎসারিত হয়। যেমন এখানের মুণ্ডাদের পৌষ-খান্না উৎসবে। আমাদের ভণ্ড চরিত্রের মতই আমাদের সমস্ত উৎসবও পোশাকী। মূল, মানবিক ভাবাবেগকে আধা-পণ্ডিত আঁতেলরা এখানে "গ্রাম্যতা" বলে এখনও ঠোঁট-বেঁকিয়ে বাতিল করতে পারেনি। সামাজিক আনন্দ

www.BanglaBook.org

ও বিষাদ, সুখ এবং অসুখ, মিলন এবং বিরহ ওরা ওদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে তীব্রভাবে অনুভব করে সরল অনাবিল ভাবাবেগে ভরা হৃদয়ে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, ঈদের চাঁদের ক্ষীণ-কটি-রূপ এবং ভরা-পূর্ণিমার ঢলের ছল্‌ছলানির তারতম্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে ওরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন। অভ্যাস ও একঘেয়েমি ওদের জীবনকে রাহুর মত গ্রাস করেনি যদিও, ওদেরই মনের স্বাস্থ্যর জন্যে আমাদের মত অসুস্থ মানুষদের চিন্তার শেষ নেই। অন্ধ আমরা, আমাদের জীবনের মসীময় অন্ধকার জগতে বসে, পরম ধৃষ্টতায় আলোর সন্তানদের পথনির্দেশ করার চেষ্টা করি।

অনেক কথাই লিখে ফেললাম। এত কথা হয়ত এ চিঠিতে অবান্তর। তবু, তুমি বলেই লিখলাম। এখনও একমাত্র তুমিই প্রেমে, বিস্ময়ে, এবং কামনার সঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা মিশিয়ে তোমার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি আমার চোখে রেখে কথা শোনো। একমাত্র তুমিই। তাই-ই তোমাকেই লিখি, যখন যা মনে হয়। আর কেউ পড়বে না বলেই এ চিঠিতে নিজেকে ধোপ-ভাঙ্গা পায়জামা-পাঞ্জাবী পরিয়ে, নিখুঁতভাবে দাঁড়ি-কামিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে, আফটার-শেভ্ লোশান মাখিয়ে সুন্দর করে প্রতিভাত করতে হয় না।

এই সামান্য মানুষটাকেই তুমি ভালোবেসে সম্মানিত করেছো। আমার ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, মহত্ত্ব-নীচতা সমেত এই গোটা মানুষটাকেই তুমি ভালোবেসে ধন্য করেছো বলেই অন্ততঃ তোমার কাছে সহজ হতে পারি। "আমি-যা, আমি-তা", এই সত্তাকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পারি শুধু তোমারই চোখের আয়নার সামনে।

মাইনস্‌গুলো সব ঘুরে ঘুরে দেখালো মিশ্র। তুমি কি জানো ? কতরকম পাথর আছে আমাদের বন-পাহাড়ে ? জানো না।

বিভূতিভূষণ জানতেন। বিভূতিভূষণের কিন্তু খুব পড়াশুনা ছিলো। অথচ মানুষটিকে বাইরে থেকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অনেকেরই মনে হতে পারত, হাঁটুর উপর ধুতি-তোলা ধুলি-ধূসরিত পাম্প-শু পরা ভুরু কুঁচকোনো একজন গ্রাম্য স্কুল মাস্টার বই তিনি আর কিছুই নন। কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকের বারান্দায় খবরের কাগজ ফুটো করে জামার মতো পরে পথের নাপিতকে দিয়ে যিনি চুল কেটে নিতেন বলে শুনেছি। কোনো মিথ্যের আবরণ ছিলো না আশ্চর্য মানুষটির।

আমার সাহিত্যিক সত্তার অভিমানে বড়ই লাগে, যখনই মনে করি যে, এদেশীয় চিত্র পরিচালকরা সাহিত্যিক বিভূতিবাবুর প্রতিভাতে বহুলাংশে সম্পৃক্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েও তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দেননি।

সিনেমা একটি ভিন্ন মাধ্যম। এবং নিঃসন্দেহে আজকের দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু এ দেশের কতজন শক্তিশালী চিত্র পরিচালক নিজের লেখা কাহিনীর স্ক্রিপট্-এর উপর নির্ভর করে ছবি করেছেন ? ভালো গল্পের জন্যে যখন তাঁদের কথা সাহিত্যিকদের দ্বারস্থ হতে হয় আজকেও, তখন সেই সাহিত্যিকদের প্রতি ন্যায্য সম্মান দেখাতে তাঁদের এত কৃপণতা কেন ?

সাহিত্যকে আমি চলচ্চিত্রর চেয়েও অনেক বড় বলে মনে করি। কেন করি, সে আলোচনা এখানে অবান্তর। বলতে হলে, Forms of Art এর উপর আলাদা প্রবন্ধ লিখতে বসতে হয়, যদিও শিল্পে বড়-ছোটর বিচার চলে না ; বিচার করা উচিতও নয়। তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস চলচ্চিত্র যেখানে গিয়েই পৌঁছোক না কেন, সাহিত্যর মর্যাদা চিরদিনই থাকবে। চলচ্চিত্র অংশত সমকালীন, অর্থাৎ চলচ্চিত্রর Impact প্রচণ্ডভাবে Immediate; কিন্তু সাহিত্য তাৎক্ষণিক বিচারের বিষয় নয়। তা মহাকালের। এ-কথার প্রমাণ মহাকালই দেবে। আমি অতি-সামান্য একজন লেখক। আমার উপর এই সাহসী মন্তব্যর যাথার্থ্য প্রমাণের ভার নেই। সাহিত্য, নিজেই নিজের ভার বইতে পারে। এবং বইবে।

চলচ্চিত্র বর্তমানে শব্দ ও দৃশ্যের বাহক। শীগগিরী তা হয়ত গন্ধবাহকও হয়ে উঠবে। তা উঠুক। কিন্তু মহৎ ও সৎ সংগীত, মহৎ ও সৎ চিত্রকলা এবং মহৎ ও সৎ সাহিত্য চিরদিনই চলচ্চিত্রর মত শক্তিশালী শিল্প-মাধ্যমের মধ্যেও নিজের পৃথক ও গৌরবময় স্থান নির্দিষ্ট করবে।

কোনো পরিচালকের বিরুদ্ধেই আমার কোনো অনুযোগ বা উষ্মা নেই। তবে, সাধারণভাবে সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে আমি নিশ্চয়ই বলব যে, "ভাবের ঘরে চুরি হলে সে হয় সবচেয়ে বড় চুরি।" ভারতীয় চলচ্চিত্রে যাঁরা নিজের স্ক্রিপ্ট্ নিজে লিখে অসাধারণ ছবি করেছেন তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অসীম। কিন্তু যাঁরা কাহিনীর জন্যে বিখ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যিকদেরও শরণাপন্ন হন, তাঁদের নিশ্চয়ই উচিত সাহিত্যিকদের ন্যায্য সম্মান দেওয়া। কৃতিত্বের সবটুকুই যে চিত্র-পরিচালকের প্রাপ্য,..."অমুকের তমুক গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে" লাইনটি ছাড়া আর কিছুই যে স্বীকার্য নয়, এ-কথা মেনে নেওয়া কঠিন।

"অবলম্বন" মানে কি ? কোনো বিশেষ গল্প বা উপন্যাস চার-পাঁচ হাজার টাকায় লেখকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে প্রাচীন বঙ্গজ কুলীনের জামাতা-সুলভ মানসিকতায় চিত্র-পরিচালকরা তাঁদের ইচ্ছেমতোই কাহিনীর দুর্ব্যবহার করবেন

www.BanglaBook.org

এটা অভিপ্রেত নয়। যেহেতু তাঁরাও শিল্পী, তাঁদের কাছ থেকে অন্য শিল্পীদের প্রতি ন্যূনতম সম্মান-প্রদর্শন আশা করি।

তবে, এর সহজ বিকল্পও আছে। সমস্ত প্রথিতযশা চিত্র-পরিচালকই নিজের ওরিজিনাল স্ক্রিপ্টে ছবি করে দেখাতে পারেন জনসাধারণকে যে, তাঁদের পক্ষে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি নেহাৎই হাতের-পাঁচ। তা দেখালে, আমি অন্তত তাঁদের প্রতি অনেক বেশী শ্রদ্ধাশীল হব।

নিম্নমানের কাহিনী থেকে যদি পরিচালক উচ্চমানের চলচ্চিত্র উপহার দিতে পারেন তাহলে কৃতিত্বর সিংহভাগ পরিচালকের। উচ্চমানের কাহিনী নিয়ে যদি উচ্চমানের ছবি করেন তাহলে কৃতিত্ব লেখক ও পরিচালকের সমান-সমান। কারো চেয়ে কারো কম নয়। আর উচ্চমানের কাহিনীর সাহায্য নিয়েও যদি কোনো পরিচালক নিম্নমানের ছবি করেন (যা প্রায়শই ঘটে), সেক্ষেত্রে সমস্ত অকৃতিত্ব কিন্তু চিত্র-পরিচালকেরই। কৃতিত্ব চুরি করাটা, পুকুর-চুরির চেয়েও বড় চুরি। এবং সবচেয়ে বড় কথা যা, তা হচ্ছে চৌর্যবৃত্তি শিল্পীদের চরিত্রানুগ নয়। কোনো মাধ্যমের শিল্পীরই নয়।

তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে, নবাগত চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই নিজের লেখা স্ক্রিপ্ট নিয়ে ছবি করছেন। এবং যথেষ্ট ভালো ছবি। ছবি বুঝি, এ-দাবি করি না। কিন্তু সাহিত্য সামান্য বুঝি। তাই সেইসব প্রতিভাবান ও তরুণ সাহসী তরুণ পরিচালকদের প্রথম সারির সাহিত্যিকদের সম্মান দিতে এতটুকু কুণ্ঠা নেই আমার। রসিকমাত্ররই উচিত তাদের স্বগত জানানো, উদ্বাহু হয়ে।

কোন্ কথা থেকে কোন কথায় এসে গেলাম। এই অবিন্যস্ততা ক্ষমা কোরো। পাথরকে বিভূতিভূষণ শুধুমাত্র পাথর বলেই ক্ষান্ত হননি। পাথরটি কোন্ জাতের পাথর সে-কথাও অনেক জায়গায় বলেছেন। যেমন 'আরণ্য মর্মরে। আরণ্যকে।

আমা-হেন নীরস মানুষও ইদানীং পাথরের মধ্যে অশেষ রস দেখতে পাচ্ছি।

নানারকম পাথরের স্তরের মধ্যে মধ্যে আকর থাকে। যাঁরা বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ তাঁরা পাহাড়ের দিকে চেয়েই বলে দিতে পারেন কোন্ পাহাড়ে কোন্ খনিজ আকর পাওয়া যাবে এবং তাদের গ্রেডেশান কেমন হবে না হবে। হাই-গ্রেডের আকর না থাকলে মাইনিং অপারেশনে লাভ হয় না বেশী।

আমাদের দেশে লোহা আর ম্যাঙ্গানীজ দুইই ওপেন-কাস্ট মাইনিং বা কোয়ারীইং করে বের করা হয়। বেঞ্চ সিস্টেমে। ব্লাস্টিং করে পাথর ফাটিয়ে গাঁইতি দিয়ে কেটে কেটে আকর বের করা হয়। ড্রেজার ও ডাম্পারেরও প্রচলন

www.BanglaBook.org

হয়েছে আজকাল। এই মহুলসুখাতেও ড্রেজার ও ডাম্পার ব্যবহার করছেন ঠিকাদারেরা। বিদেশে অবশ্য নানরকম আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ হয়। যেমন লৌহ আকর বের করা হয় ম্যাগ্‌নেটিক প্রক্রিয়াতে। বহু দেশে বেনিফিসিয়েশান প্ল্যাণ্ট বসিয়ে আকরের গ্রেড বাড়ানো হয়। তাতে খনি-এলাকা থেকে ইস্পাতের কারখানাতে এবং রপ্তানির জন্যে সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরে আকর বহন করে নিয়ে যাওয়ার খরচ অনেক কম পড়ে। ভারতেও দু-এক জায়গায় বেনিফিসিয়েশান প্ল্যাণ্ট বসেছে। তবে ওড়িশার সুন্দরগড় বা বিহারের সিংভূম অঞ্চলে নেই।

বেনিফিসিয়েশান্ অনেকভাবেই করা হয়। ব্লীচিং, ড্রায়িং, ফ্লোটেশান, অ্যাগ্লোমারেশন এবং ম্যাগ্‌নেটিক সেপারেশন করে। সিণ্টারিং ও পেলেটাইজিং করেও করা হয়।

এতক্ষণে হাই তুলছ নিশ্চয়ই। প্লিজ, তুলো না। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে সবে উৎসাহ জাগরূক হল, এখন এ নিয়েই থাকব কিছুদিন। কিন্তু সামান্য দিন। যেমন তোমার শরীরের তত্ত্ব নিয়ে মশগুল ছিলাম কিছুদিন। তবুও তো সব জানা হলো না। নারী-শরীর আর পৃথিবীর ভূতত্ত্ব তবুও জানা যায়। হয়তো কোনোদিন, সম্পূর্ণতাতেও যায়। কিন্তু মানুষের মনের মতো দুর্জ্ঞেয় যে দ্বিতীয় কিছুই নেই! মহাকাশের রহস্যও তার কাছে সরল। তাই-ই ত আমার আসল উৎসাহ সেইখানে। ঋদ্ধি কিন্তু এই মনস্তত্ত্ব জানলো না, জানতে চাইলোও না। ঋদ্ধিকে বোলো যে, জিওলজিস্ট্ না হয়েও একজন জিওলজি সম্বন্ধে একটু-একটু জানতে আরম্ভ করেছে আজকাল। এবার কোলকাতা ফিরেই ওর বিনা-মাইনের ছাত্র হবো ভাবছি। এ-কথাও ওকে আগেভাগে বলে রেখো। তবে, ওকে আমার নবলব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে এক্ষুনি কিছুই বোলো না। ও নিশ্চয়ই হাসবে। তবে বলতে পারো যে, একেবারে বিনামাইনের ছাত্র হবো না, মাঝে মাঝে পাইপের সুগন্ধি বিদেশী তামাক দেবো গুরুদক্ষিণা বাবদ আর ভালো করে পড়াশুনো চাই কি মীরশ্যাম্ অথবা ডান্‌হিলের পাইপও পেতে পারে।

বাংলোতে যখন ফিরলাম মাইনস্-এর চক্কর সেরে, দেখি তখনও নরক গুলজার। দারোগা পট্টনায়কবাবু খিচুড়ি খেয়ে, একটু জিরিয়ে খাণ্ডাধারের দিকে যাবেন। উনি আমাকে "বড্ড ভাই" বলে ডাকতে লাগলেন। আমি ওঁকে "সান্ত ভাই" বলে।

ওড়িয়াতে কথা বলাই শুধু নয়; বনজঙ্গলের রঙ্গ-রসিকতা কিছু কিছু জানা থাকাতে (যা যে-কোনো মহিলামহলে নিরুচ্চারিত) সহজেই আমি আন্-সফিস্টিকেটেড মানুষের মানসিক সমতাতে পৌঁছে যেতে পারি। তাছাড়া,

www.BanglaBook.org

এইসব বনজঙ্গলের অথবা ছোটখাট শহরের মানুষদের সঙ্গেই আমার মেলে ভাল। আমি জংলী, অসভ্য। বনজঙ্গলের এইসব মানুষদের পালিশ নেই, সত্যি কথা ; কিন্তু শহরে অহর্নিশ চক্‌চকে পালিশওয়ালা যাদের দেখি, তাদের পালিশ খুব সহজেই চটে যায়। আর চটে গেলে, পালিশের নীচের অন্তঃসারশূন্য, উচ্চমন্যতা-রোগে ক্লিষ্ট মেকী, ঘৃণ্য কতগুলো ভণ্ড রোবোটের অবিন্যস্ত, অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশই শুধু দৃশ্যমান হয়। তার চেয়ে এরা অনেক, অনেক ভাল। এরা বাইরেও যা, ভেতরেও তা। এদের চেনা যায়। ময়ূরপুচ্ছ-পরা কাক বা সিংহর চামড়া-মোড়া ঘেয়ো কুকুর বেরিয়ে পড়ায় হঠাৎ চম্‌কে ওঠার আতঙ্ক থাকে না। ভালো থেকো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

তুমি লিখেছো, ভাল্লাগে না তোমার, তবুও তুমি আবার কক্‌টেল পার্টিতে গেছিলে ?

যাও কেন ? একটা কাম্পাকোলা হাতে নিয়ে তিনঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ল্যাটা আর চ্যাং মাছের মতো কতগুলো লাল-নীল হাওয়াইন শার্ট পরা অন্তঃসারশূন্য পুরুষের কামার্ত দৃষ্টির তাপে উত্তপ্ত হলে কি তোমাদের অর্গাজম্ হয় ?

চিঁচি একদিন বলেছিল আমাকে— তা জানো, কাল একটা পার্টিতে গেছিলাম। একেবারে অর্গাজ্‌মিক্ আনন্দ হলো। ঐ কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, অর্গাজম্ কাকে বলে তাই-ই বোধহয় ও জানে না। চিঁচির স্বামী গুড্ডুকে জিগগেস করতাম। কিন্তু ও যা গুড়ি-গুড়ি ; করা-না-করা সমান। হয়তো মুস্‌কী মাসীকে ডেকে বলত, পিসীমা, দ্যাখো কেমন অসভ্য কথা বলছে।

কী করবে বলো তো এমন সব ন্যাকাখোকা নিয়ে ? বিয়ে করতে লজ্জা করে না, অর্গাজম্ কথাটা উচ্চারণ করলেই লজ্জাবতী লতার মতো, অথবা অকৃতকার্য আঁতেল প্রত্যঙ্গের মত গুটিয়ে যায়।

জাপানের কীয়োটো এবং নাড়া দেখতে গেছিলাম যখন তখন আমাদের সঙ্গে একটি অতি সুন্দরী অস্ট্রিয়ান মেয়ে ছিলো। এয়ার-কানাডার এয়ার-হোস্টেস লাঞ্চে বসে সকলে গল্প হচ্ছিল। আমি বলেছিলাম যেমন তোমার সুন্দর দেশ, তেমনই সুন্দর মানুষজন। কিন্তু আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। অত ছোট খাটে তোমরা আদর খাও কেমন করে ?

সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। এদেশ হলে মেয়েটি কি করত জানি না, কিন্তু সেও হেসে উঠে সপ্রতিভ জবাব দিয়েছিলো। কি বলেছিলো জানো ? বলেছিলো, তোমাকে কেউ বলেনি ? We do it on the carpet! জীবনের প্রতি, জীবনের সমস্ত আনন্দের প্রতি ওদের একটি সুন্দর সাবলীল সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

ককটেল্ পার্টির কথা শুনলেই আমার টি এস এলিয়টের সেই বিখ্যাত কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়।

"What has happened has made me alone
That I've always been alone,
That always is alone,
...it isn't that I want to be alone
But that everyone's alone—or so it seems to me,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

They make noises and think they are talking
to each other
They make faces, and think they understand
each other,
And I am sure that they do not..."

সেই একই মুখ, একই কথা, একই গল্প, একই রসিকতা আর 'স্ট্যাণ্ডার্ড' ইনসস্টিট্যুশনের ছাপ-মারা পুতুলের মতো দম্-দেওয়া কিছু স্ত্রী ও পুরুষ। ঘেন্না, ঘেন্না! সিগারেটের ধুঁয়ো, হুইস্কির গ্লাস—স্কচের বোতলে বুট্-লেগারের পাঁচন। —তবু। স্ট্যাটাস সীম্বল্। কোলকাতার ওয়েল-অফ্‌রা কি স্কচ ছাড়া কিছু খেতে পারেন?

ডিউটি দিয়ে কিনলে তো পৌনে-পাঁচশ পড়ে। অগত্যা!

খাস স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা এই পাঁচনপায়ীদের কথা শুনতে পেলে হয়ত হাসতে হাসতে কোমর থেকে তাদের কিল্টই খুলে পড়ে যেত।

যাও কেন ওসব জায়গায়? শুধু ক্লাবের ইলেক্‌শান ক্যাম্পেইন, পরনিন্দা; আর পরচর্চা। কতগুলো ধেড়ে খোকা-খুকুর নির্লজ্জ ধাম্‌ড়া-ধাম্‌ড়ি। প্রেসিডেন্ট কে হবে, ক্লাবের খাওয়ার ঘরের দেওয়ালে শাহী-সাহেবের তোলা পালাম্যু ন্যাশনাল পার্কের কাদা-মাখা শুয়োরের ছবির মতো কোন্ ভাগ্যবানের ছবি ঝুলবে?

কী অ্যামবিশান!

পুরো বাঙালী জাতটার উচ্চাশাই প্রতিফলিত হয় যেন এসব ক্লাবে; পার্টিতে। এই সমস্ত উদ্যোগে। কোলকাতার ক্রীম অফ দ্যা সোসাইটির মানসিকতা দেখেই বিলক্ষণ বুঝতে পারি, বাঙালীরা কোথায় যাচ্ছে। কোলকাতার অধিকাংশ ক্লাবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ন্যক্কারজনক রাজনীতির খেলা চলে তা দেখেও সহজে বোঝা যায়, সারা দেশে ক্ষমতার গদিতে বসার রাজনীতি কতটা দুরপনেয় কলঙ্কলিপ্ত হতে পারে।

এই-ই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সি আর দাশ আর বিধান রায়ের বাংলা! ভাবলেও, লজ্জা করে।

ককটেল্ পার্টির কথা তুলে মেজাজটাই খারাপ করে দিলে।

অনেক কিছু লেখার ছিল। এখন আর নয়। এসবের পরে নয়।

রাতে তোমাকে আবার চিঠি লিখব। শেষ করি—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিমূল এখনও ফোটেনি এ অঞ্চলে। কিন্তু পাহাড়ের ও বনের বুকের খাঁজে খাঁজে অসংখ্য শিমূল গাছ আছে। প্রতি গাছেই প্রদীপের মত বীজগুলো আঁট-সাঁট হয়ে ঝুলে আছে ফুটে ওঠার অপেক্ষায়। যে-কোনোদিন ভোরবেলায় দিগন্তে দিগন্তে সবুজের সেনানীদের লাল সেলাম জানিয়ে ফেটে পড়বে উৎসারিত উচ্ছ্বাসে।

আজকে সকাল থেকে সাজ-সাজ রব মহুলসুখায়। ছুটির দিন, হাটের দিন। রবিবার এখানের হাট। আর শুক্রবার হাট বারসুঁয়াতে। কোরপুশী, চুড়ি, কোড্ডা ইত্যাদি জায়গা থেকে তরী-তরকারী আসে। সবুজ আনাজ সব, যাই-ই হয়। বেগুন, লংকা, টোম্যাটো, পালং, রসুন, পেঁয়াজ। আলু রসুন পেঁয়াজ ইত্যাদি অবশ্য এ অঞ্চলে হয় না। শীতকালেই আনাজ বেশি আসে। এই সময় ও বর্ষাকালে খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট। শীতকালে ঝুরি মাছও আসে। এখন এঁচড়, কাঁঠাল। মোরগা-আণ্ডা, হাঁড়িকুঁড়ি, ছাগল-পাঁঠা, ক্বচিৎ গরু, সরু কোমরের রঙীন শায়া, রঙীন শাড়ি, লাল-গোলাপি-হলুদ-খেপী রিবন ধুতী, গামছা, বাহুমূলের ঘামের গন্ধ, বুকের ভাঁজের কামের গন্ধ, ঠোঁটের ফাঁকে গন্ধ হাঁড়িয়ার। তেলের গন্ধ, তেলেভাজার গন্ধ, কদবেলের গন্ধ, আরও কত গন্ধ হারায় হাওয়ায়।

সপ্তাহের এই একটি দিনেই কুড়ারি নদীর শব্দ শোনা যায় না। সম্মিলিত মেয়ে পুরুষ ও বাচ্চাদের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে চাপা পড়ে থাকে সেই কুলকুলানি শব্দ রাতের দু প্রহর অবধি। বেশ লাগে। বয়রা, আসন, মহানিম, কুসুম, কদম, আমলকী, জংলী আম আর কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় হাটে আসা আর ফিরে-যাওয়া মানুষগুলো গিস্‌গিস্ করে। সমস্ত জায়গাটা রঙে রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। মানসুখ হেম্‌ব্রম, মাংরা, হেম্‌ব্রম, মান্‌সি দিলুগুন, পোসো মুণ্ডা, হেরমান লুগুন, ফুলমণি মুণ্ডা, পেয়ারী মুণ্ডা, ভাবী মুণ্ডা, জুলিয়ান মুণ্ডাদের দেখে মনে হয় যে, ওরা সকলেই ভুলে গেছে বেমালুম যে, কাল ভোরেই সাইরেন বাজার আগেই ছোট্ট টিফিন ক্যারীয়ার হাতে করে মাইনের পাথ কাঁধে শাবল কি গাঁইতি কি ঝুড়ি ফেলে ওদের যেতে হবে অন্নসংস্থানের জন্যে।

ওদের দেখে এইটেই শেখবার। যতক্ষণ কাজ করে ত করে। যখন কাজ করে না, কাজের কথা মনেও রাখে না একটুও।

হাট যত জমবে, ওদের হাঁড়িয়া খাওয়ার ক্রমও তত বাড়বে। এদের কোনো নির্দিষ্ট দোকান নেই হাঁড়িয়ার বিহারী হাটের মত। নিজেরাই বাড়ি থেকে বানিয়ে আনে। তারপর এখানে ওখানে গাছতলায় পাথরে শিয়াড়ি আর শালপাতার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দোনায় মাটির বড় বড় জালা থেকে ঢেলে ঢেলে খায়। আর অনর্গল কথা বলে। ছেলে কি মেয়ে এর ওর গায়ে গায়ে হেসে হেসে ভালোবেসে ঢলে পড়বে। হাট-ফিরতি পথে দেরী হলে, চাঁদ উঠলে কখনও-সখনও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ইচ্ছে করে হারিয়েও যাবে। যেমন হারিয়ে যায় পালা-পার্বণের সময়। পৌষ-খান্না উৎসবে। জানুয়ারীর শেষে।

শরীর কাকে না কামড়ায় ? তবে আগেই বলেছি, এদের সামাজিক জীবন ও রীতিনীতি আমাদের শহুরে জীবন ও রীতিনীতির চেয়ে অনেক শালীন। প্রাক্‌বিবাহ সম্পর্কের ফলে অনেক সময়ই এদের মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে যায়। মুণ্ডা সংস্কৃতিতে তাই ঝোপ-ঝাড়ের শিশু (Bush child) বা উৎসবের শিশু (Festival child) কথাগুলির চলন আছে।

ঝোপ-ঝাড়ে এবং উৎসবের সময়ের প্রগল্‌ভ ও বেহিসাবী মিলনে যেসব জাতক আসে তাদেরই এইরকম বলা হয়। পরে কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে হয়, যারা মিলিত হয়েছিল তাদের মধ্যে। ছেলেটি বা মেয়েটি বিয়ে করতে রাজী না-হলে গর্ভপাত করে নেয় মেয়েটি। তবে, মুণ্ডারা বাচ্চা খুব ভালবাসে। মুণ্ডা সমাজে কোনো অনাথ নেই। যদি কোনো শিশু অনাথ হয়েও যায়, তাহলে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন অথবা প্রতিবেশীরা তাকে পোষ্য নিয়ে মানুষ করে। মুণ্ডা মেয়েরা তাদের সমাজের বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে সহবাস করলে বা ঘর বাঁধলে সমাজে কঠিন শাস্তির বিধান আছে। এইসব বাবদে মুণ্ডারা বেশ গোঁড়া। ওদের সমাজের বাঁধনটা এখনও বেশ শক্ত। কোনো বৌদি বা ভাদ্র-বৌ কি শালী কোনো দেবর বা ভাশুর বা জামাইবাবুর সামনে চুল আঁচড়াতে বা কাপড় ঠিক করতে বা একাসনে বসতে পর্যন্ত পারে না। নিয়ম নেই। তবে, বন্ধু-পত্নী সম্বন্ধে এরকম কোনো বাধা-নিষেধ যে নেই এইটেই বাঁচোয়া ! কি বল ?

মহুলসুখার কাছেই রোজাবসা বস্তী। সেখান থেকে হাটে এসেছে সন্ন্যাসী পাত্র ও উমা পাত্র। হেরমান লুণ্ডনও ঐ গ্রামেই থাকে। এখানের জেনারেটর যে চালায় আর রাতে ডিউটি দেয় গেস্ট-হাউসের একটি ঘরে শুয়ে, সেই আর্তমোহন মহান্তি ওদের আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। আজ আমি ঠিক করেছি, রাত কাটাবো রোজাবসাতে। চলে যাবো ওদের সঙ্গে। পোখাল খাবো হাঁড়িয়ার সঙ্গে। ওরা গাইবে-নাচবে, চাঁদের আলোয়, কুড়ারির পাশের গাছের ছায়ার পাথরে বসে ওদের সঙ্গে কাটিয়ে দেব রাতের অনেকখানি। শেষ প্রহরে ঘুম এলে ঘুমুব। না এলে ; নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহুলসুখার একমাত্র বাঙালী মুৎসুদ্দীবাবু ফোরম্যান আলাপ করতে এলেন আমার সঙ্গে এই হাটের দিনে। পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল। অনেকদিন ছিন্নমূল। ঘুরতে ঘুরতে এখন এই সুন্দরগড়ের মহুলসুখাতে। এখানেই কোয়ার্টারে থাকেন সপরিবারে। মিশ্রদের কোয়ার্টারের পাশেই। ভাল করে আলাপ হওয়ার সুযোগও হলো না।

আর্তমোহনের নামটি ভারী অসাধারণ। "মোহনে"র আগে সাধারণত সুখবহ ও সুখদায়ক শব্দ দেখা যায়। মুরলীমোহন, রমণীমোহন, মদনমোহন ইত্যাদি। আর্তও যে মোহন হতে পারে, আর্তকে না দেখলে তা জানতাম না। এই আর্তই পরশু রাতে ম্যানেজারের বাংলো আর গেস্ট-হাউসের চৌকিদারকে এনে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। চৌকিদারের দেশ বিহারের আরা জেলায়। তার ছেলে থাকে বড়াজামদাতে। বার্ড কোম্পানীর মাইনসে ডাম্পার চালায়। নিজের বৌ মরে গেছে অনেকদিন। ছেলের বিয়ে দিয়ে তার বৌকে এনে নিজের কাছে রেখেছে রোটি-পাকাবার আর খিদ্‌মদ্‌গারী করার জন্যে। আঠারো বছরের সোমখ, গ্রাম্য বিবাহিতা মেয়েটির রুটি পাকানো ছাড়াও অন্য আরও কিছু গুণাবলী যে আছে, সে সম্বন্ধে চৌকিদার মনে হল অন্ধ। সত্যিই অন্ধ, না ইচ্ছে করে চোখ বন্ধ করে আছে বুঝতে পারলাম না। আমি ঠোঁট-কাটা হয়ে তাকে ধমক দিলাম খুব। বললাম, তোমার বয়স আছে এখনও, নিজে বরং একটা বিয়ে করো। তোমার নিজের বউই রুটি পাকাবে। খামোখা বাচ্চা ছেলেটাকেও প্রাণে মারছ আর ছেলের বৌটাকেও পাকতে দিচ্ছ না।

চৌকিদার বলল, আমার দেশে এখন বিয়ে করলে আমাকে সব এক ঘরে করে দেবে। তাছাড়া রামচন্দ্রর দেশে এই-ই ত বরাবর হয়ে এসেছে। ছেলের বিয়ে দেওয়া ত শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করারই জন্যে।

চৌকিদার জানে না, বড়াজামদাতে ভাল-রোজগেরে একা ছেলেকে ফেলে রাখলে তাকে সেবা করবার জন্যে এবং তার ভোগে নৈবিদ্যি হবার জন্যে অন্য অনেক ভালো ও খারাপ মানুষের মেয়েরা ভীড়ে যাবে।

এদের এসব কে বোঝাবে ! রাম নেই, অযোধ্যা নেই, এরা ঠিকই রয়ে গেছে। রাতের পর রাত এরকম গভীরে জঙ্গলে এখনও এইসব পৌরাণিক যাত্রা যখন হয়, দল বেঁধে তখন পাঁচ-দশ ক্রোশ দূরের গাঁয়ের লোক, বাঘ বাইসন হাতী উপেক্ষা করে যাত্রা শুনতে আসে সপরিবারে। শহরের মুষ্টিমেয় মানুষদের এবং তাদের এক্সপেরিমেন্টাল নাটক—টাটক দেখে আমরা শ্লাঘা বোধ করলেও আসল ভারত , ভারতবর্ষের নব্বুই ভাগ মানুষ এখনও রাবণবধ ও সীতাহরণের পালার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যুগেই পড়ে আছে।

শেষ বিকেলে আগে আগে সন্ন্যাসী, উমা আর হেরমানের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম রোজাবসার দিকে। বাংলো থেকে বেরিয়ে উৎরাই নেমে কুড়ারি নদী পেরুলাম। রথটাকে সামনে রেখে বাঁয়ে মোড় নিয়ে আবারও নদী পেরুলাম জুতো খুলে, প্যান্ট তুলে।

জগন্নাথের এই রথ এমনিই পড়ে থাকে বছরের তিনশ বাষট্টি দিন। রথযাত্রার সময় কুড়ারি পেরিয়ে দেড়শ গজ এদিকে নিয়ে আসে। আবার উল্টোরথের দিন ফেরত নিয়ে যায় ততটাই।

মহুলসুখার বড় কনট্রাকটর বক্‌শীস সিং এবং সুশীলবাবু। সুশীলবাবু বড়বিল না বড়াজামদা কোথায় যেন থাকেন। আর বক্‌শীস সিং বাড়ি করেছেন বারসুঁয়াতে। সেখান থেকেই রোজ যাওয়া-আসা করেন জীপে সর্দারজী। এই সর্দাররা বড় পরিশ্রমী ও এ্যাডভেঞ্চারাস্। আমার ত মনে পড়ে না দেশ-বিভাগের পর এমন কোনো দুর্গমতম অঞ্চলে গেছি, যেখানে একজনও সর্দারজীকে না দেখেছি। কেউ কার্পেন্টার, কেউ দর্জি, কেউ মোটর মেকানিক—কিছু না কিছু করছেন উদ্বাস্তু হওয়ার পর যে যাই-ই করুন না কেন! একজনও সর্দারজী-ভিখিরী দেখেছি আজ পর্যন্ত, এ কথা মনে পড়ে না।

দেশ ভাগ পাঞ্জাবেও হয়েছিল, বাঙলারই মত। কিন্তু আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে পারিনি। বদলাতে পারিনি নিজেদের। কেন পারিনি, তার কারণ খুঁজলে হয়ত অনেকই মিলবে। কিন্তু এটা ঘটনা যে, আমরা বদলাইনি নিজেদের এবং তার দাম দিচ্ছি এমনি করেই। এবং আরও অনেক দাম দেব। তাতে সন্দেহ নেই কোনো।

এই প্রসঙ্গে মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়রের) উপরে লেখা, লেরোন ব্রেনট্ (জুনিয়রের) "What Manner of Man" বইটিতে কয়েকটি বড় দামী লাইন লিখেছেন :

"It is great art, possibly the greatest art, to know when to move, when to break roots—often in pain and tears—to shake hands and say Goodbye, not looking back, seek the new."

আমার এক পরিচিত সর্দার, একটি মজার গল্প বলেছিলো সর্দারজীদের সম্বন্ধে।

এ্যামেরিকান এ্যাসট্রোনটসরা যখন চাঁদে পা দিয়ে খোঁড়া গরুর মত পা টেনে-টেনে সবে হাঁটাহাঁটি করছেন, এমন সময় দেখলেন, দূরে একটা জায়গা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে ধুঁয়ো উড়ছে। চাঁদে হাঁটার ঝামেলা তো আর কম নয়। জুতো পরে, ভাঁটি-দেওয়া সুন্দরবনের কেওড়ার শুলো-ভরা প্যাত্‌পেতে কাদায় দু হাতে রাইফেল ধরে হাঁটার মতই কঠিন প্রায়।

যাই-ই হোক, এ্যামেরিকানরা তো আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছেই তো তাঁদের চক্ষুস্থির। দেখে দুজন সর্দারজী তিনখানি বড়্‌কা বড়্‌কা লুনার রক্‌ সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে উনুন করে রুটি সেঁকছে হাতে হাতে। দুজনের মধ্যে যার বয়স বেশি, সে অবাক চোখে নীল আর্মস্ট্রং-এর দিকে চাইল, তারপর গুরুমুখীতে বলল, "আস্‌সি ইথে কায়ি সালাঁতু রাহিন্দে আয়ে হাঁ।" অর্থাৎ আমরা অনেক বছর হল এখানে বাস করছি।

হেরমানদের সঙ্গে যখন বেরিয়ে পড়লাম তখনও অনেক বেলা। গাঢ় সিঁদুর তাঁতের শাড়িটি উমা তার কালো ব্যাসাল্ট পাথরের মত খোদাই-করা শরীরে পেঁচিয়ে পড়েছে। মাথায় গিলিরী ফুল গুঁজেছে। সন্ন্যাসী পরিষ্কার ধুতির উপরে নীল-রঙা হাফ-শার্ট। হেরমানের জিনের ট্রাউজার আর হলুদ গেঞ্জী। ট্রাউজারটা বোধহয় কেউ ওকে দিয়েছিল। গেঞ্জীটা বড়াজামদা থেকে কেনা। ওদের পেছনে পেছনে কালো-রঙা একটা তেজী স্বভাবের কুকুর, লেজটা গোল হয়ে পাকিয়ে উঠেছে জংলী শুয়োরের লেজের মত। সব সময়ই তার মেজাজ তিরিক্ষি। নাম রাম্বাল্‌।

রাম্বাল্‌, রাম্বাল্‌ করে বারবার ডাকছিল উমা। কিন্তু রাম্বাল একবার পথের এ পাশে আরেকবার ওপাশে কখনও গাছের ছায়ায়, ধুলো, অদৃশ্য পাখি অথবা ছোটখাটো জানোয়ার বা সাপের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল।

কুড়ারি নদীটা পেরিয়েই জল-চুপচুপে রাম্বাল বিশুদ্ধ হাই-গ্রেড লৌহ-আকর মিশ্রিত ধুলি ধূসরিত পথে, আমাদের বুদ্ধিতে দুর্বোধ্য কোনো তীব্র আনন্দে একটা হঠাৎ ডিগবাজী দিয়ে ওঠাতে, তার কালো রঙটাকে আর কালো বলে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সদ্য বলি-দেওয়া একটা কালো পুরুষ্ট পাঁঠা কোনো বোঙ্গার পবিত্র থুতুতে সাধের ঘাড়টি জুড়ে নিয়ে, লেজ গজিয়ে গায়ে রক্তমাখা অবস্থায় হেঁটে চলেছে।

রাম্বাল নামটা আমাকে চমকে দিল। মুণ্ডা ভাষাতে রাম্বাল মানে হচ্ছে আলো। "আলো" নামের কুকুর রাখতে অতি সফিসটিকেটেড মানুষদেরও দেখিনি। উমার ওরিজিনালিটিতে মুগ্ধ হলাম।

কাল রাতে যে চড়াইটা উঠেছিলাম, সেটা পুরোপুরি না-উঠে নদীর পরই সামান্য একটু উঠে বাঁ দিকের একটা পাকদণ্ডী পথে ঢুকে পড়লাম আমরা। এখন

www.BanglaBook.org

রাম্বাল্ আগে আগে চলেছে। আমরা ওর পেছনে গল্প করতে করতে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা যেন এক স্বর্গরাজ্যে এসে পৌঁছলাম। একটি বেশ খাড়া চড়াই চড়ে। জায়গাটায় দাঁড়িয়ে চারধার যে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তা কী বলব ! পুবের দিগন্তের দূরের পাহাড়টি কুসুমগাছে ছাওয়া। পশ্চিম আকাশ থেকে বিদায়ী সূর্যের সোনালী আভা এসে পড়েছে ঘন সন্নিবিষ্ট কুসুমবনের ম্যাজেন্টা ও ক্রিমসন রঙা ফিনফিনে পাতা-ভরা প্রাচীরে। পশ্চিমের দিগন্ত বিস্তৃত উঁচু পাহাড়ের সারির বুকে বুকে লাল সিঁদুরে ক্ষতর মত দেখাচ্ছে যেখানে যেখানে আগে আয়রন ওর কোয়ারীং করে বের করে নেওয়া হয়েছে। অনেক দিনের পরিত্যক্ত মাইন ওসব। প্রকৃতি আবার পুনর্দখল করে নিয়েছেন সে সব অঞ্চল—কোর্টে নালিশ করে নয়, তাঁর সবুজ লাল হলুদ এবং সিঁদুর রঙা বনভূমির পতাকা দিকে দিকে তুলে দিয়ে। দক্ষিণের পাহাড়ে ম্যাঙ্গানিজ ডিপোজিটস্ আছে। সেখানেও এখন কাজ বন্ধ। আগে মাইন ছিলো। ল্যাটারাইট, নানারকম শেলস, বেশিরভাগই গোলাপী, এবং কিছুটা ছাইরঙা, আর সাদা কোয়ার্টজাইট পাথরের স্তরের মধ্যে মধ্যে নীলচে ম্যাঙ্গানিজ জমা থাকে। ম্যাঙ্গানিজের আকর দু রকম ফর্মে থাকে। যাদের জিওলজিক্যাল নাম পাইরোলুসাইট আর সাইলোমিলেন। পাইরোলুসাইটকে ম্যাগনেসিয়াম প্যারোক্সাইডও বলে।

দক্ষিণের পাহাড়ের কাজ বোধহয় সবে শেষ হয়েছে এবং আবার শুরু হবে। গাছপালা কাটা হয়েছে মনে হলো এক জায়গাতে ক্লিয়ার ফেলিং করে। সেই কারণেই ন্যাড়া পাথরের স্তরগুলি অমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

হেরমান বলল, বাবু এখানে বসা যাক। পদ্মলাভ চা আর গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে। বিস্কুটও দিয়েছে। আপনাকে চা করে খাওয়াই। পাথর যোগাড় করে শুকনো পাতা, ছোটখাটো ডাল-টাল কুড়িয়ে চা বানাবার আয়োজন করছে যখন হেরমান, ঠিক তখনই রাম্বাল একেবারে আলোরই মত এসে এক ছোঁয়ে থিন-এ্যারারুট বিস্কুটের প্যাকেটটা মুখে করে অদৃশ্য হয়ে গেল। উমা ও সন্ন্যাসী ভীষণ অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়ে ওকে গালাগালি করতে করতে, ওর পেছনে পাথর তুলে দৌড়ে গেল।

আমি নিরস্ত করলাম ওদের। মুড়ি-চিঁড়ে হলে ওর লোভ হতো না। রাম্বাল নিশ্চয়ই ব্রিটানিয়া কোম্পানির বিস্কুট খায়নি কখনও। তাই ওর কোনোই দোষ নেই। পার্ক স্ট্রীটে পথ চলতি ছা-পোষা কেরাণীবাবুরা হিপিনীদের ব্রেসিয়ারহীন দোলায়মান বক্ষযুগলের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি হানতে গিয়ে প্রায়শঃই গাড়ি-চাপা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়তে পড়তে বেঁচে যান। অথচ তাঁদেরই গায়ে গায়ে হাঁটা দেশী মহিলাদের প্রতি কৌতূহলের সঙ্গে তাকান না হয়ত একবারও। এও তেমনই ব্যাপার। যার কাছে যা নতুন, যা অনাস্বাদিত, অদৃষ্ট, তার আকর্ষণ বড়ই তীব্র হয়। মানুষের চরিত্রই যখন এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তাহলে জংগলের বেচারা কুকুর রাম্বালকে দোষ দিয়ে লাভ কি! ছা-পোষা কেরানীবাবুর অনাস্বাদিত ও অদৃষ্ট বস্তু, অদৃষ্ট ও অনাস্বাদিতই থেকে যায়, আর রাম্বাল তার প্রার্থিত বস্তু একটা পুটুস ঝোপের আড়ালে হাঁটু-গেড়ে বসে কুটুর-মুটুর করে আমাদের জ্ঞাতসারেই খায়। এবং খেতে পারে। তফাৎ এইটুকুই!

ওরা চা বানাচ্ছিল মাটির ভাঁড়ে—হয়ে গেলে শিয়াড়ির দোনাতে করে খাব। উমা বলল, ওরা খাবে না। ওদের মুখে হাঁড়িয়ার স্বাদ লেগে আছে এখনও। বাড়ি গিয়ে আবারও খাবে। আমার খাতিরে নাচ-গান হবে, অনেক হাঁড়িয়া খাওয়া হবে। চা খালি আমারই জন্যে হচ্ছে।

সূর্যের আলো আস্তে আস্তে ম্লান হচ্ছে। পুবের ও পশ্চিমের পাহাড়ের কুসুম, কদম, মহানিম, শাল এবং বর্ষশেষের আরো অনেক নাম-জানা এবং নাম-না-জানা গাছ-গাছালির লাল হলুদ সবুজ মিলে মিশে দারুণ ছবির সৃষ্টি করেছে। বনে যে কত রকমের সবুজ, হলুদ, লাল আর কালোর ছবি হয়, আকাশের রঙের মত, তা যত্নভরে না দেখলে দেখা যায় না। বাদামী অথবা সাদা কোয়ার্টজাইট, বিরাট বিরাট চ্যাটালো চাঙ্গরের ব্যাসাল্ট। কালো অথবা ইস্পাতের মত ধূসর-রঙা। গোলাপি অথবা সাদাটে গ্র্যানাইট। নানারকম শেলস্ ডোলোমাইট, লাইমস্টোন সব ভিড় করে আছে থাকে-থাকে, যুগ যুগান্ত ধরে একের পর এক তাদের মাথার উপরের এই ঘন সন্নিবিষ্ট বহুরঙা চুলের মত জঙ্গলের নীচে নীচে। কত সেডিমেণ্টারী এবং মেটামরফিক প্রস্তর শৈলী। ম্যাঙ্গানিজের তেমন সাইলোমেলান এবং পাইলুসাইট তেমন আয়রন ওরেরও দুটি রকম আছে—ম্যাগনেটাইট এবং হেমাটাইট। ম্যাগনেটাইট ইস্পাতের মত ধূসর আর হেমাটাইট লাল। এই সব অঞ্চলে হেমাটাইট বেশি পাওয়া যায় বলে পাহাড়ের আর বনের বুকে বুকে এমন দগ্‌দগে সিঁদুর-রঙা লাল। তুমি তো গোয়াতে গেছিলে। গোয়াতেও নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো পাহাড়ের বুকে এমন লালচে ক্ষত। ওখানেও হেমাটাইট বেশি।

পাথরের রকম বুঝতে জানতে এক জীবনে হয়ত কিছুই নয়। তাও তো এই অঞ্চলে সব রকম নেই। কোনো অঞ্চলেই সমস্ত রকম পাথর এক সঙ্গে দেখা যায় না। কিন্তু তোমাকে চুপি চুপি কয়েকটি রকমের নাম বলে রাখি, কখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাউকে বলে চমকে দিও। ক্রীস্টালাইন, প্লুটোনিক, সিয়ালিক। ইণ্টারমিডিয়েট মাফিক আলট্রামাফিক, গ্রাসী, ভলকানিক. ক্লাস্টিক—অল্পবয়সী, টারশিয়ারী। ক্লাস্টিক—বেশি বয়সী, পালোজোয়িক।

তুমি খাবার টেবিলে বসে নামগুলো পর পর বলে যেও, ঋদ্ধি হয় চেয়ার উল্টে পড়ে যাবে, নয়ত গুরুনাম করতে শুরু করবে। প্রত্যেক পুরুষেরই রুজী সম্বন্ধে স্বাভাবিক কারণে প্রচণ্ড শ্লাঘা থাকে—এবং সেই বিষয়টি পরিপক্ক ফোঁড়ার মত স্পর্শকাতরও হয়। তাই ঋদ্ধির তাবৎ জ্ঞান ও জীবিকা যে বিষয়ে সীমাবদ্ধ, সেই বিষয়ের অভয়ারণ্যে তোমার অন্যায় অনুপ্রবেশেসে একটুও খুশী হবে না। এর পেছনে আমি আছি যে, সেকথা জানলে তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবে। অতএব সাবধানে, ট্যাক্টফুলী···

চা বানিয়ে ঢেলে দিল উমা আর হেরমান, শিয়াড়ির দোনাতে। চা করার মত কঠিন প্রক্রিয়ায় গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যাওয়ায় ভাগ্যক্রমে চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। নইলে, দোনা থেকে আর খাওয়া যেতো না। জিভ পুড়ে যেতো।

আমি যখন নীচে বাঁক-নেওয়া কুড়ারি নদীর দিকে চেয়ে একটা ল্যাটারাইট পাথরে বসে চা খাচ্ছি, তখন সূর্যের আলো স্তিমিত হয়ে চাঁদ সবে ফুটেছে। আমরা যেখানে বসেছিলাম, তারপাশেই একটা আদিম কদম গাছ ছিল। সে যে কত পুরোনো গাছ তা অনুমান করাও শক্ত। ঘন পাতার আস্তরণ তার মাথার দিকে, শরীরেও। সেই গাছটারও মাথা ছাড়িয়ে তার ঠিক পিছনে প্রহরীর মত দাঁড়িয়েছিল একটি মহাকালের শিমুল। পত্রশূন্য। হঠাৎ সেই শিমুলের মগডালের দিকে চেয়ে মাটিতে বসে-থাকা উমা আর সন্ন্যাসী কি যেন বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হেরমানও চঞ্চল হয়ে উঠল। ওদের লক্ষ করে আমি উপরে তাকাতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। চিলের আকারের একজোড়া পাখি! তাদের গায়ের রঙ চৈত্রের কুসুমপাতা আর হেমাটাইটের রঙ মিশোলে যেমন হয় তেমন—।

বন-পাহাড়ের মধ্যে শেষ সূর্যর স্বর্গীয়, অপার্থিব, আলোয় অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য সুন্দর পাখি দুটিকে ভারী রহস্যময় দেখাচ্ছিলো। অবাক হয়ে আমি ঘাড় পেছনে ঝুঁকিয়ে সোজা উপরে তাকিয়েছিলাম।

উমারা নিজেদের ভিতরে উত্তেজিত গলায় নীচু স্বরে কি যেন বলাবলি করল এবং ওদের কথা শেষ হবার আগেই পাখি দুটি নিঃশব্দে উড়ে মুহূর্তের মধ্যে উপত্যকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাম্বাল্ ভুক্ ভুক্ ভুক্ করে চেঁচিয়ে উঠল এবং উমারা সকলেই খুব বিরক্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে একসঙ্গে রাম্বালকে পাথর ছুঁড়ে মারল। সে বেচারা পাথর খেয়েও চুপ করে রইল। ওর ভাব দেখে মনে হল যে, সাংঘাতিক একটা অন্যায় করেছে, এ কথা সে বিলক্ষণ বুঝেছে। কিন্তু পাখি দুটো চলে যাবার পরই তো ডেকেছিলো ও। অপরাধটা কেন হল, বুঝতে পারলাম না। শুধু এটুকু বুঝলাম যে, আমার বিস্কুট খাওয়ার অপরাধের চেয়েও এই অদ্ভুত পাখি দুটির চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরের নিস্তব্ধতা মথিত করে রাম্বালের চেঁচিয়ে ওঠাটা উমাদের কাছে অনেকেই গুরুতর অপরাধ।

ঐ পাখি সম্বন্ধে উমারা বা আর কেউই আমাকে কোনো কথা বলল না। শুধু হেরমান অস্ফুটে, দূরের উঁচু পুবের পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, মারাং-বুরু। মারাং-বুরু।

পাখি দুটির কথা ভাবছিলাম আমি। সারা জীবন দেশ-বিদেশের বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তো জংলীই হয়ে রইলাম ছোটবেলা থেকে। কিন্তু ঠিক এরকম পাখি কখনও দেখিনি, কোথাওই পড়িনি এমন পাখির কথা কোথাও কোনো বইয়েও।

আমার মস্তিষ্কের মধ্যে উৎরাইয়ে নেমে আসতে আসতে কুড়ারির পাশে ছবির মত চাঁদ—ঝকঝকে রোজাবসা বস্তীর মাদলের গুড়ুং গুড়ু, গুড়কু গুড়ুং ধিতান ধিরুং ধিরুং ধিতাক্ শব্দের সঙ্গে মারাং-বুরু, মারাং-বুরু কথা দুটি একাত্ম হয়ে গেল।

এই রহস্য উদঘাটন করতে হবে। এবারে না-হয় অন্যবারে। এই মুণ্ডাদের কাছে বার বার ফিরে আসব আমি। এই রহস্যময় অতিকায় লাল পাখির রহস্যের গভীরে পৌঁছতেই হবে আমাকে।

রোজাবসা বস্তীর ঠিক সামনে নদীর মধ্যের একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে জলে চাঁদের ছায়ার দিকে তাকিয়ে হেরমান অপ্রকৃতিস্থের মত স্বগতোক্তি করল—বিড়বিড় করে বলে উঠল : জাম্বুলি-জুলিলি-জুলিয়াকানা!

অদ্ভুত গা ছমছম-করা শব্দগুলোতে কালো কুড়ারির জলে চাঁদের ছায়াটাও যেন ছপ্ ছপ্ করে কেঁপে উঠল।

নদী-পেরুনো জলে-ভেজা রাম্বাল্ হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠল বিশ্রীভাবে।

মানে কি? ঐ সব নিশ্চয়ই বানানো শব্দ নয়। বানানো অনুভূতি নয়। মানে কি এ সবের?

জানো পদ্মা, আমার মন বলছে, এই সুন্দরগড়ের জঙ্গলে এসে তোমার সঙ্গে হয়ত এবার আমার চিরদিনের মত বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। যে প্রথমা, সে ডাকলে সাড়া না দিয়ে পারি?

ভালো থেকো।

www.BanglaBook.org

আজ দুপুরের দিকে মেঘ করে এল। কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ের কোলে। ঠাণ্ডা হাওয়াটা ঝরা ফুল, বিচিত্রবর্ণ পাতা, শালের মঞ্জরী সব উড়িয়ে নিয়ে বৃষ্টির মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ে উপত্যকায়। কুড়ারি নদীর জল বেড়েছে, ঢল নেমেছে। ময়ূর ডাকছে কেঁয়া কেঁয়া রবে। ছোট্‌কি ধনেশ (Lesser Indian hornbills) উড়ে যাচ্ছে লেজ দুলিয়ে, আর জ্যা-মুক্ত ঝাঁক-ঝাঁক সবুজ তীরের মতো টিয়ারা কোন্ অদৃশ্য শত্রু-নিধনের মহৎ উদ্দেশ্যে সবুজতর কোনো অজানা দেশের দিকে ধেয়ে চলেছে।

খেয়ে দেয়ে, বেরিয়ে পড়লাম। ভেজা হাওয়াতে কত মিশ্র গন্ধ। মাতাল মাতাল লাগে।

এক-একটা শাল গাছে যে কত ফুল ফোটে! ঝরিয়ে, উড়িয়ে চারদিকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি করে তবুও ফুরোয় না। সমস্ত সময় গন্ধে ম' ম' করে জঙ্গল। মহুয়াও ফুটতে শুরু করেছে একটি-দুটি করে মহুলসুখাতে। কুসুম গাছগুলিকে পাতারা বড় সুন্দর শাড়ির সাজে ঢেকে দিয়েছে। ম্যাজেন্টা আর পেঁয়াজখসী-রঙা মুর্শিদাবাদ সিল্কের ফিন্‌ফিনে মসৃণ শাড়ির মতো। কোনো কোনো গাছে পাতা পুরনো হওয়াতে বাদামীর ছোপ মুছে গিয়ে বটল্-গ্রীন সবুজের ছোপ লেগেছে। জংলী কাঁটালের গাছে গাছে ছোট-বড় এঁচড় ঝুলে আছে। কিছু পক্ক এঁচড়ও দেখলাম। এঁচড়ে-পক্ক ব্যাপার! জংলী বেল গাছ। আমলকি। ফলসা জাতীয় কেন্দু। চাঁর ফল এখানের আদিবাসীদের খুব প্রিয়। গিলিরী ফুলের বড় শোভা এখন। লালে লাল হয়ে আছে ঝোপগুলো। পালাম্যুতে এদেরই বলে ফুলদাওয়াই। শিয়াড়ি লতার কদর এখানে খুব।

এইসব গভীর জঙ্গলে পলাশ নেই বললেই চলে। পলাশ জংলী গাছ হলেও সচরাচর টাঁড় অঞ্চলেই বেশী দেখা যায়। তবে, শিমূল অনেকই আছে। আমার প্রপিতামহর চেয়েও বেশী বয়সের শিমূল চোখে পড়ে অনেকই এখানে। কদম। মহানিম। এসব গাছের নীচে এলে মনে হয় পূর্বপুরুষেদের স্নেহচ্ছায়ায় আর আমার জীবনের সব নারীর প্রেমের অভিষেকে অভিষিক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রদীপের আকারের দুধভরা টনটনে স্তনের মতো বীজ বুকে নিয়ে সৃষ্টির অপেক্ষায়, ফুল ফোটাবার তীব্র আনন্দময় মুহূর্তটির জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে, শিমূল-সুন্দরীরা ঝরাপাতার মর্মরধ্বনির মধ্যে।

কিন্তু শিমূলগাছে ফুল না এলেই আমি খুশী হতাম। ব্রহ্মপুত্র অথবা তিস্তাকে যেমন মেয়ে হলে মানাত না, শিমূল ও শালকেও তেমন মেয়ে বলে বলতে মন রাজী হয় না। তাদের মাথা উঁচু একাকিত্ব, গাম্ভীর্য এবং ঋজুতার সঙ্গে পৌরুষের

www.BanglaBook.org

কোথায় যেন আশ্চর্য এক মিল আছে।

এখানে একরকমের ফুল হয়, টগরের মতো দেখতে, তবে আকারে অনেকই বড়। যখন ফোটে তখন সাদা, পরে হলুদ হয়ে যায়। আদিবাসীরা বলে "গুড়্ডু"। বড় বড় জংলী চাঁপার গাছ আছে। আরেক রকমের ফুল হয় এখানে, মুণ্ডারা বলে, ধাতিং। ফুলগুলো যখন ফোটে তখন তাদের রঙ হয় পাট্‌কিলে-লাল। তাদের ফলের রস নাকি চিনির মতো মিষ্টি। বছরের এই সময়টিতে, মানে চৈত্র-শেষে লাল টুকটুকে গোল গোল এক রকমের ছোট্ট মার্বেলের মতো ফলও হয় এখানে। এই ফল অন্য অনেক জঙ্গলেই দেখেছি। অন্য জায়গায় বলে বিষ-ফল। এখানের আদিবাসীরা কী বলে ডাকে জানো ?

"হেল"।

সত্যি ! এদের নাম "হেল"। এই ফল বেটে নদীর জলে মিশিয়ে দিলে পাহাড়ী মাছ সব মরে, ভেসে ওঠে। মাছ বলতে, পাহাড়ী চেং। বর্ষাকালে খানাখন্দে—মাগুর।

রামায়ণের বিশল্যকরণীর ধারক গন্ধমাদন পর্বত এই অঞ্চলেই ছিল কিনা জানি না। তবে, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ মশায়, তাঁর "জঙ্গলে জঙ্গলে" বইটিতে, কেশবাবুর মুখ দিয়ে আমাদের একটা মজাদার কথা শুনিয়েছেন। হনুমান নাকি গন্ধমাদন পাহাড়ের সবটা তুলে নিয়ে যেতে পারেনি বলে খানিকটা কেশবাবুর মামাবাড়ির দেশ সুয়াকাটিতে এখনও পড়ে আছে। সুয়াকাটি, জায়গাটি কি বরিশালে ?

বিশল্যকরণী না থাকলেও বিশল্যকরণীর মতো অনেকই লতাপাতা জড়িবুটি আছে আমাদের সব জঙ্গলে। আমার "লবঙ্গীর জঙ্গলে" উপন্যাসে, জংলী কোয়াক্ কফুর কথা লিখেছি – যে দাবি করত, ওড়িয়া আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কঠিন রোগের ওষুধ আছে বহুদিন হল। হয়তো সত্যিই আছে। কিন্তু আমরা যে সব সায়েব। পুট্‌কাসিয়া, মুসকালি ওখাই গাছের ছাল, চুনকুড়ির ছাল, এ সব কিছু দিয়েই নানারকম ওষুধ হয়। কুসুমের নতুন সুন্দর পাতাও ওদের আহার্য। শুনেছি, খুব পুষ্টিকরও।

গিলিরি ফুলের রঙ লালচে-বেগুনী। খুব ছোট্ট হয় এই ফুলগুলি। পাতার দোনায় করে শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে আদিবাসীরা বিক্রি করতে নিয়ে আসে এই ফুল। বিক্রিও হয়ে যায়। মাইনর-এর বাবুরা কিনে নেন। রান্না করে খান। অনেকটা মোচার মত স্বাদ এই ফুলের। শিমূলের ফুল কোটরা হরিণরা খুব শখ করে খায়। আমিও খেয়ে দেখেছি। কষ কষ লাগে, মোচারই মত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না—নউরিয়া ফুলকে অনেক আদিবাসীরা বলে বান্দর নাউরি। হলুদ রাঙা ফুল। না-নউরিয়ার পাতা অনেকটা জাম পাতার মত। বরং একটু বড়। ছোট ছোট ফুল গুচ্ছ গুচ্ছ ফোটে। না-নউরিয়া মাথায় গুঁজতে ভালবাসে আদিবাসী মেয়েরা।

শিয়াড়িকে অনেকে, যেমন কেওঞ্জরের আদিবাসীরা শিয়ালিও বলে। লতার উপরকার ছাল দড়ি করে ব্যবহার করে। বেশ মজবুত। বেড়া বাঁধার কাজেও লাগায়। শিয়াড়ি ফুলও মেয়েরা চুলে গুঁজতে খুব ভালবাসে।

প্রকৃতির ছেলেমেয়েরা প্রকৃতি থেকেই সব কিছু পেয়ে যায়। বানিয়ে-তোলা প্রয়োজনের কথা এখনও জানে না বলেই ওরা এত সুখী!

এখানে এসে অবধি একটা জিনিস লক্ষ করছি। এইসব অঞ্চলের আকর-মেশানো ভারী ধুলোর সঙ্গে পুব-আফ্রিকার গোরোং গোরো ক্র্যাটার অঞ্চলের ধুলোর খুব মিল আছে। ক্র্যাটারের মধ্যের ধুলোর কথা বলছি না। গোরোং গোরোর মৃত আগ্নেয়গিরির ক্র্যাটারের বলয়ে চড়বার সময়ে কাঁচা রাস্তার ধুলো নাকে গিয়ে নাক ভীষণই জ্বালা জ্বালা করে, ভারী ভারী লাগে। এই সিংভূম, সুন্দরগড়ের ধুলোও যেন তেমনই। এ ধুলো নাকে যেতেই ওখানের কথা মনে পড়ে গেল। গোরোং গোরো পৃথিবীর বৃহত্তম মৃত আগ্নেয়গিরি, তাই লাভার স্রোত তার চতুর্দিকে গড়িয়ে গেছিলই। প্রস্তরীভূত লাভাস্রোতের উপর দিয়ে গাড়ি চললে নাক তো জ্বলবেই।

আফ্রিকা আমাকে বড়ই মুগ্ধ করেছে। আবারও যাব। পারলে, অনেকবার। অনেক কিছুই লেখার ইচ্ছা আছে আফ্রিকা নিয়ে। যে-কোনো একটি দেশ দেখে এসেই তা নিয়ে লেখা যায় না। আমি অন্তত পারি না। সেই দেশের মানুষ জন, রীতিনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক এবং অতিপ্রাকৃতিক পটভূমি নিয়েও অনেক পড়াশুনা করলে তবেই, লেখার ইচ্ছা করে কিছু। নইলে তো কুণ্ডু স্পেশ্যালের টিকিট কেটে কোথাও গিয়েই ফিরে এসে লিখতে বসা যেত!

অন্যের জানা, অন্যের দেখার রঙকে নিজের চাক্ষুষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রঙের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তবেই সে রঙে ছবি আঁকা যায়। আমার কাছে প্রত্যেক পাঠকই অতি সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁদের সম্মান না দিলে, তাঁরাই বা সম্মান দেবেন কেন আমাকে?

অবশ্য কল্পনা দিয়ে লেখা যে একেবারেই যায় না তা নয়, মানুষের মতো ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট তো আর কিছুই নেই। এক-একজন নারী ও পুরুষই এক-একটি আলাদা পৃথিবী! মানুষ নিয়ে আমিও লিখি, আমার সমসাময়িক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্যান্য লেখকরাও সকলেই লেখেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শক্তিমান লেখক। তবে, আমি যে-জগৎকে ঘনিষ্ঠভাবে জানি, যে-জগৎকে ওঁদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি, সেই গভীরভাবে জানা ও অনুভূত জগৎ নিয়ে লিখতেই বেশী ভাল লাগে আমার।

বনজঙ্গলের পটভূমি ব্যতীত আমি যে লিখতেই পারি না এমন একটি রটনা শুনি প্রায়ই। শুনে দুঃখ যে হয় না এমনও নয়। তবে, এত সহজে দুঃখিত হলেও তো চলে না। দুঃখিত হলে, যারা দুঃখ দিতে চায়, সেইসব নিকৃষ্টমানের মানুষকেই পরোক্ষে জয়ী করা হয়। এসব দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দিতে শিখেছি, হাঁস যেমন গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে।

আইনস্টাইন বলেছিলেন, "If you would live a happy life, tie it to a goal, not to people or things."

আমি এই উক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

কিন্তু বন-জঙ্গল ছাড়া কিছু লিখিনি এ-কথাই বা ওঠে কেন ? হলুদ-বসন্ত, খেলা-যখন, বাতিঘর, যাওয়া-আসা, দু-নম্বর এবং বিন্যাস তো জঙ্গলের পটভূমিতে লেখা নয়। আরও অনেক লেখাই নয়।

কোন্ পটভূমিতে লিখবেন বা লিখবেন না, তা লেখকেরই prerogative। কিন্তু প্রায়ই জঙ্গল নিয়ে লিখি বলেই, লেখক হিসেবেও জংলী, গোঁড় ও অপাংক্তেয় হয়ে থাকতে হবে আজীবন, এটা ভাবলে মন খারাপ লাগে। এখন ফাঁকা-আঁতেলদের যুগ। ফাঁকা-আঁতেলরা যা বলেন, বঙ্গদেশে, সেই-ই যে শেষ কথা ! কিন্তু ফাঁকা-আঁতেলদের প্রতি অনুকম্পা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতিই নেই আমার।

আমি লিখি, নিজের আনন্দের জন্যে। চমৎকৃত হয়ে দেখি, অনেক পাঠক-পাঠিকাদের মনেও আমার ব্যক্তিগত আনন্দ বিকিরীত হয়ে যায়। এইটেই তো মস্ত লাভ ! রয়্যালটির লোভেও লিখি না, যশের লোভেও লিখি না ; যাঁদের জন্যে লিখি তাঁরা খুশী হলেই সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হই। এর চেয়ে বড় পাওয়া একজন লেখকের জীবনে আর কিই-ই বা থাকতে পারে ? তুমিই বল ?

যতটুকু লিখি, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাবি। ভাবতে চাই অন্তত। এবং ভাবি বলেই, বেশী লিখতে পারি না। আমার মুখনিঃসৃত "বাণী" শুনলে সব সময়ই তুমি দমবন্ধ হাসিতে মরো-মরো হও।

তবু আবারও আইনস্টাইনের কথাতেই বলি, "...Thinking is not a joy or a chore added to the daily existence. It is the essence of

www.BanglaBook.org

man's very being, and the tool by which the transient sorrows, the primitive forms of feeling, and the other "merely personal" parts of existence can be mastered. For it is through such thought that man can lift himself upto a level where he can think about 'great, eternal riddles'."

'জ্ঞান-দেওয়া' কথাটা এখন আমাদের কাছে একটি রসিকতা। কাউকেই জ্ঞান দেওয়ার মতো জ্ঞান আমার নেই। কখনও হবেও না। তবে, জ্ঞান নেওয়ার মতো মানসিকতা চিরদিনই আছে। এবং থাকবে। আমার মনে হয়, আমাদের সর্বনাশের মূলে আমাদের অন্তঃসারশূন্য সর্বজ্ঞতা। যে সমাজ ও জাতি "জ্ঞান দেওয়া"কে জঘন্যতম অপরাধ বলে মনে করে, তার জ্ঞানগম্যির কোনো সীমা না-থাকারই কথা!

জ্ঞান নয়। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, মত এবং ভাবনা চালাচালি করেই সভ্যতা হাজার হাজার বছর ধরে অন্যের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে এই পথে হেঁটে এসেছে। তোমার কি মনে হয় না যে, আমরা সেই যাত্রা বন্ধ করবার ব্রত নিয়েছি? নবতম রাস্তা-রোক্‌কো অভিযান?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পড়শু রাতে ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল খুব একচোট, তারপর থেকে এই দু'দিন সবসময়ই মেঘলা করে রয়েছে। এই অঞ্চলেও বৃষ্টি হয়েছে ভাল। কাল, পূর্ণিমা চলে গেছে। আজ থেকে চাঁদ দেরী করে উঠবে। এই সুন্দর আবহাওয়াতে সারাদিনই বনে বনে ঘুরে বেড়াতে অসুবিধে নেই বলেই কাঁধের ঝোলায় কিছু কবিতার বই, লেখার কাগজ আর শ্রীমান পদ্মলাভর দিয়ে-দেওয়া আটার রুটি এবং পাটালি গুড় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম আজ সকাল সকাল।

মিশ্র কিছুটা এগিয়ে দিয়ে গেছিল "রাইটার" সাহাবকে। যে মানুষের মুখ এবং স্বভাবে দুই-ই মিষ্টি, তিনি পুরুষই হোন কী নারীই হোন, যেখানে যাবেন সেখানেই আদর পাবেন। মিশ্র, সেই জাতের পুরুষ।

এখন ঘন জঙ্গলে দুপুর ঘনতর হয়ে এসেছে। নদীর সাদা নরম বিছানাতে বসে আছি। এই নদীটির নাম জানি না। হয় কুড়ারি থেকে বেরিয়েছে, নয় কুড়ারিতে গিয়ে মিশেছে। নাও হতে পারে। হয়ত এ নদী খাণ্ডাধারের জলপ্রপাত থেকেই নেমে এসেছে। এলেই বা, মানা করছে কে ?

অধিকাংশ অশিক্ষিত, এমনকি শিক্ষিত মানুষদেরও অনুসন্ধিৎসা বড়ই কম।

নদীর নাম ? নদী।

গাছের নাম ? গাছ।

পাখির নাম ? পাখিই।

প্রতিটি নদী, গাছ, পাখি এবং পাহাড়ই যে স্বতন্ত্র তাদের চেহারায়, বয়সে, চরিত্রে তা ভাবার মত সময় অথবা জানার মত ইচ্ছে আমাদের নেই।

এখন যেখানে বসে আছি রুটি-গুড় গলাধঃকরণ করে, আঁজলা ভরে নদীর জল খেয়ে, সেখানের মত সুন্দর জায়গা বোধহয় খুব বেশী হয় না কবিতা বা গল্প পাঠের আসর করার মত ! শরীরী প্রেমের এবং প্রেম-ভাবনারও এমন মিষ্টি হয় না।

আমি যে-পাশে বসে আছি, তার উল্টোদিকে কদমগাছের সারি। কদমগাছগুলো ভাল করে মনোযোগ সহকারে দেখলেই অনুমান করা যায় এত গাছ থাকতে কেষ্টঠাকুর কদমগাছতলাতেই কেন বাঁশী বাজাতেন। বেলগাছতলাতে বাজালেও ওঁকে আর ঠেকাচ্ছিলো কে ? যে-রাধারা পরকীয়া-প্রেমে অধীর হয়ে আসবার, তাঁরা ত' সবকিছুকে ডোন্ট-কেয়ার করে যুগে যুগে কদমতলাতে এবং বেলতলাতেও আসেন। শুধু তাই-ই নয়, আমি নিশ্চিত জানি যে, বেলতলার ন্যাড়াদের কাছেও আসেন। আমার অনেক পরিচিত ন্যাড়া আছে বলেই বলছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গভীর ছায়াচ্ছন্নতায় মুড়ে রাখে কদমগাছ তার পরিবেশকে। আর বর্ষাকালে যখন ফুল আসে, তখন ত তার তীব্র গন্ধে, প্রবল প্রেম ও প্রেমভাব জাগেই। আমার মত বেরসিকেরই জাগে, তায় রাধাকৃষ্ণর কথা!

নদীর এ-পাশেও গাছেদের ঠাসাঠাসি ভীড়। বুনো-চাঁপা, অসন ; সেগুন। বালির উপরে প্রস্তরময় জায়গাতে প্রচুর "হেল্" ফলের ঝাড়। যে খাবে, তার 'হেল্'-এ যাওয়া নিশ্চিত।

এই নদীটিতে এসে পৌঁছবার সময় একটি বড় পুরুষ বাঘের পায়ের দাগ দেখেছিলাম জলের পাশের ভেজা বালিতে। কাক-ভোরে পুব থেকে পশ্চিমে গেছে সে, একদল শম্বরের খুরের দাগ অনুসরণ করে। মুণ্ডাদের গৃহপালিত গরু ও মোষেরও নদী পেরিয়ে যাবার দাগ আছে। সরু, কিন্তু দীর্ঘ কোনো শঙ্খিনী সাপ এঁকে বেঁকে চলে গেছে, জল খেয়ে, নদীর গতিপথের পাশে পাশে, বালির উপরে তার বিসর্পিল চিহ্ন রেখে। একটি কপারস্মিথ্ ডেকে চলেছে অবিরত উত্তরের জঙ্গল থেকে। নদীতীরের ঐ একটিমাত্র পাখির ডাকের, আশ্চর্য গম্ভীরতায় ফিস্‌ফিসে হাওয়া-বওয়া উস্‌খুস্-করা মন—খারাপী অরণ্যানী কী যেন কী ঘটনার প্রত্যাশা করছে। প্রজাপতি উড়ছে হলুদ এবং শাদা, উড়ন্ত ফুলের মত নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে জলের কাছে নেমে এসে, জলের প্রান্তের ভেজা বালি থেকে আর্দ্রতা অথবা জল খাচ্ছে, আবার ঘুরে ঘুরে উড়ছে মাথার উপরে। একটা লোভী মাছরাঙ্গা বাজ-পড়া করমগাছটির বেঁকা ডালে ঘাড়-বেঁকিয়ে বসে পৃথিবীর সমস্ত মনোযোগ জড়ো করে নদীর মধ্যে যে দহমত আছে, সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। একটি ছোট্ট সবুজ টুঁই পাখি কোথা থেকে প্রসন্ন প্রশ্বাসের মত এসে, আধমুহূর্ত নদীতীরের কম্পমান হলুদ ঘাসের ডগায় বসার চেষ্টা করে, কিন্তু বসতে না পেরেই আবার কোথায় মিলিয়ে গেল ফুৎকারে। বনের গভীর থেকে ময়ূর ডেকে উঠল কেঁয়া, কেঁয়া, কেঁয়া করে।

কবে বর্ষা আসবে ? কিন্তু ময়ূর-ময়ূরীর তর সইছে না যেন। শেষ চৈত্রর হঠাৎ বৃষ্টি ও মেঘই তাদের বর্ষাবরণের গানে আর অভ্যর্থনায় মাতিয়ে তুলেছে।

নদীর জল চলেছে কুলকুলিয়ে। দুধারে বয়ে-আনা বিচিত্রবর্ণর ঝরা ভুল, ঝরা ফুল ; পাতা, কাঠ-কুটো জমা করেছে। কত প্যাটার্ন, কত ভাস্কর্য, কত ছবি ; উড-ক্র্যাফট্। কত বিভিন্ন ইজেলে কত বিচিত্র রঙ আর মাধ্যমের শিল্পকাজ। যার চোখ আছে, শুধু সেই-ই এসব দেখতে পায়।

চিঁ-চিঁ আর গুড্ডিকে নিয়ে একবার মেতলা গেছিলাম। বাংলো থেকে বেরিয়ে কমলদহতে পৌঁছেই জীপ খারাপ হয়ে গেলো। পুজোর ঠিক পরেই মিষ্টি মিষ্টি

www.BanglaBook.org

এক শীতের বিকেলে।

বললাম, তোমরা কি বল ? রাতটা জীপের মধ্যে বসেই কাটাই ? নয়ত কমলদহর পাথরে, কী টাওয়ারে ?

চিঁচি, চিঁ-চিঁ করে উঠল।

বলল, এক্কেবারেই না। মরে গেলেও না।

গুড্ডি বলল, হোয়াট আ নাইস আইডিয়া। বেশ রাফিং হবে।

একটু পরেই একটা উচ্চিংড়ে গুড্ডির বাঁ কানে এসে বিনা-পয়সাতে কানটি খুসকে দিতেই, ব্যাবাগো !, ম্যাগো। বলেই, কিণ্ডার-গার্টেনের বাচ্চার মত ও ফ্রগ-জাম্পিং করতে লাগল। ওর চীৎকার শুনে হাতীগুলো পর্যন্ত খপর-খাপর আওয়াজ করে কাদা ভেঙে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেল।

বললাম, ফিরে চলো। জীপ পড়ে থাক। বাংলোতে ফিরে বন্দোবস্ত হবে। এখনও আলো আছে। হেঁটে ফিরে যাই বেত্‌লা।

শেষ পর্যন্ত ওরা আমার সঙ্গে হেঁটেই ফিরল। কিন্তু বাংলোয় পৌঁছে আমি জিগগেস করলাম, কেমন লাগল রাস্তাটা ?

চিঁচি বলল, বড্ড পা ব্যথা করছে গো আমার। বাঁ পাটা একটু দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে দেবে ? এরকম রাস্তায় ভদ্রলোকে হাঁটতে পারে ?

গুড্ডি বলল, এনাফ অফ একসাইটমেন্ট এণ্ড রাফিং; এবার মোহনবাবুকে খবর দিয়ে হুইস্কী-টুইস্কীর বন্দোবস্ত কর। লিভিংস্টোনও এত কষ্ট করেন নি।

ওদের দুজনের কেউই বলল না একবারও যে, আশ্বিনের শেষ-সূর্যের উচ্ছল আলোয় ক্লোরোফিল-ভরা গাছপালা, দূরের পালামৌ-ফোর্টের আকাশ—আকাশ-ছোঁওয়া ধ্বংসাবশেষ, জীবন্ত ইতিহাস এই সমস্ত কিছুর অসামান্যতা মণ্ডিত এই পথটুকু বেয়ে হেঁটে-আসা কী অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা।

সত্যি। সকলেই যদি সব দেখতে পেত আর শুনতে পেত, তাহলে ত কথাই ছিলো না ! আসলে, জংগলে এলে যে চোখ-কান-মন সব উন্মুখ উৎকর্ণ করে আসতে হয়, এটা আমরা সকলে জানিই না। কেউ পারিবারিক, ব্যবসায়িক বা পেশাগত নানা ব্যাপারের ক্রেদাক্ত আলোচনা করি, জংগলে এসে। কেউ তাস খেলি। বাংলোর হাতায় বসে প্রচণ্ড মদ্যপান করে ওয়াইল্ড-লাইফ দেখতে এসে নিজেরাই ওয়াইল্ড হয়ে যাই কেউ কেউ। আর তোমরা, মেয়েরা কর, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদ, শাড়ি-গয়না সংসারের আলুভাজি-পেঁয়াজী এবং ছায়াছবির আলোচনা। প্রকৃতির দিকে তাকানোর বা তার কথা শোনার সময় বা ধৈর্য ক'জনের আছে ?

www.BanglaBook.org

কথায় কথায় বেলা বাড়ছে, এবারে কিছু কবিতা পড়া যাক। সেই মতলবেই ত বেরিয়ে পড়েছি আজ। তুমি এসে আমার পাশে বোসো। আরো সরে এসো। গায়ে গা-লাগিয়ে বোসো। তারপর শোনো।

একই কবির কবিতা পরপর শুনতে বা পড়তে ভালো লাগে না অন্ততঃ আমার। তিনি যত বড় কবিই হোন না কেন? নানান লোকের লেখা, নানান রকম বিষয় একই সঙ্গে নাড়া-চাড়া করতে খুবই ভাল লাগে। যখন আমার স্টাডী পরিষ্কার করি, গোছ-গাছ করি, বইয়ের আলমারী, ড্রয়ার, পুরোনো চিঠি, পাণ্ডুলিপি, তখন আমার কাজ এগোয় না মোটেই। একটি বইয়ের তাক, একটি ড্রায়ার গুছিয়ে তুলতেই একবেলা কেটে যায়। বহুবার পড়া কোনো প্রিয় কবির কবিতা পড়ি চার লাইন, কারো গদ্য এক প্যারাগ্রাফ; কোনো পাঠিকার লেখা সুন্দর চিঠির একটি পাতা, প্রথমদিকের কোনো উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির কপির কোনো লাইন! পুরোনো এ্যালবাম খুলে বসলে যেমন সময় উড়ে যায়, চোখে, দেখা যায় না, স্ট্যাডি গোছাতে বসলেও ঠিক তেমনই হয়।

কি শুনবে বল? তুমি যা ভালোবাসো, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, সেসব নয়। অন্য কিছু শোনো।

চারলাইন কবিতা শোনাচ্ছি, ইংরেজী। কার কবিতা বলতে পারলে, দু' চোখের পাতায় জম্‌জমিয়ে চুমু খাবো ফিরে গিয়ে।

"We can clasp the moon in the Ninth Haven
And seize turtles deep down in the Five Seas:
Will return amid Triumphant song and laughter.
Nothing is hard in this world
If you dare to scale the heights."

কার লেখা?

জানতাম, বলতে পারবে না।

মাও-সে-তুঙ্‌-এর।

জানি, তুমি এও বলবে যে, হচ্ছিল প্রেমের কথা, কবিতার কথা; তার মধ্যে মাও-সে-তুঙকে কেন?

কেন নয়? কবিতার লাইন ক'টি কি খারাপ? যে কবিতা থেকে ঐ লাইন ক'টি তুলে দিলাম, তার নাম "Reascending chingkangshan."

বিপ্লবীদের জীবনে কি প্রেম থাকে না? তাঁরাও কি প্রেমিক নন? তাঁরা তোমার আমার চেয়ে অনেক বড় প্রেমিক। রাইফেলের স্মল-অফ-দ্যা বাটএ হাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেখে অনেক পুরুষ যে আনন্দ পান, তা সুন্দরী নারীর স্তনবৃন্তে রেখেও পান না। কারো কারো কাছে ফোটা-কার্তুজের গন্ধের মধ্যে যে মাদকতা, তা কোনো সুগন্ধি ফুলেও নেই। যারা জানেন, যারা বিশ্বাস করেন, তারাই জানেন। সে জানা, তোমার জন্যে নয়।

একটা কোট্‌রা হরিণ ভীষণ ভয় পেয়ে ডাকতে শুরু করল সামনের ঘন জঙ্গল থেকে। আর সময় পেলো না! ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে।

আরে! এদিকেই এগিয়ে আসছে যে ডাকটা! একটু আড়ালে গিয়ে একটা বড় পাথরের পিছনে বসলাম। বসতে না বসতেই সে এসে গেল লাঠির মত সরু ঠ্যাং-এ লাফাতে লাফাতে। হাওয়াটাই আমাকে ধরিয়ে দিল হাতে-নাতে। বাদামী-রঙা কোটরাটা যেমন ভয় পেয়ে এদিকে এসেছিল তার চেয়েও দুগুণ ভয় পেয়ে আবার ফিরে গেল বুলেটের মত। ও হয়ত স্বাধীনভাবে, স্বাভাবিকতায় চার-পেয়ে বনরাজের হাতেই মরতে চায়। আমার মত দু-ঠ্যাঙের কুইস্‌লিঙের হাতে মরার কথা ভাবতেও পারে না ও। নিশ্চয়ই ভেবেছিলো, আমার কাছে বন্দুক আছে।

স্বাধীনতাকে বনের প্রাণীরা যতখানি ভালোবাসে এবং সেই ভালোবাসার দাম যেভাবে দেয়, আমরা তার তাৎপর্য বুঝতে পর্যন্ত পারি না।

স্বাধীনতার কথাতে কাহ্‌লিল গিব্রানের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর একটি মাত্র বই এনেছি সঙ্গে করে। গদ্য-কবিতার। ঋতা আমাকে পাঠিয়েছিল, দার্জিলিং থেকে। কাহ্‌লিলের আঁকা ছবিও অসাধারণ লাগে আমার। এই আরবী কবি উনিশশ' একত্রিশেই মারা যান।

শোনো, একটি গদ্য-কবিতার কয়েক-পংক্তি, স্বাধীনতার উপরে লেখা। মনোযোগ দিয়ে শোনো। সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তাঁর পরিমিতজ্ঞান। অপ্রয়োজনীয়তার প্রতি ছিল তাঁর গভীর বিদ্বেষ। বাহুল্যবর্জিত, পুনরাবৃত্তিরহিত হৃদয়-নিংড়োনো ভাষায় লিখতেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, যা হৃদয়ের যত গভীর থেকে ওঠে, তা অন্য হৃদয়ের ততই গভীরে গিয়ে পৌঁছয়। আশ্চর্য হই-না যখন দেখি যে, কাহ্‌লিলের কবিতা অতি সহজেই হৃদয় জয় করে।

"Freedom have I loved more than aught else,
For I have found freedom like unto a
Maiden wasted from privation and
seclusion

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

Till she became a ghost that moves
among the houses in the lonely streets,
And when she calls out to the passers-by,
they neither hear nor look."

আচ্ছা ! ইংরেজী কবিতা শুনতে না চাও ত' বাংলাই শোনো।

পড়েছো, "ভাব ভাব কদমের ফুল" রাজলক্ষ্মী দেবীর ? নয়ত কবিতা সিংহর "সহজ সুন্দরী" ?

'ভাব ভাব কদমের ফুল' পড়তে ভালই লাগত কদমগাছতলায় বসে, কিন্তু বই যে সঙ্গে নেই ! কোলকাতায় ফিরে এটাও তোমাকে পড়তে দেব। একটি কবিতার লাইন মনে আছে আমার, প্রায়ই মনে পড়ে, "তোর কি ক্ষমতা আছে মিথ্যে করি দিবি সে পাওয়াকে ?"

যৌবন-অপগতা প্রেমিকা আয়নার সামনে বসে তাঁর রূপলাবণ্যহীনতা আয়নায় প্রতিফলিত হতে দেখে আয়নার উপর ভীষণ চটে উঠে বলছেন, যে—ভালোবাসা একদিন আমার ছিল। সেই বোধ, সেই পাওয়া ত চিরদিনের, তুই ত সামান্য আয়নামাত্র। তোর মধ্যে প্রতিফলিত আমি হয়ত শ্রীহীন, বৃদ্ধা হয়ে গেছি, কিন্তু আমার ছিলো সে এক আশ্চর্য ভালোবাসা, তোর কি ক্ষমতা আছে মিথ্যে করে দিবি সে পাওয়াকে ?

কবিতা সিংহর কবিতাও আমার ভাল লাগে। এই দুজন মহিলা বাঙালী কবি মিছিমিছি বাকচাতুর্যর খেলায় বা পণ্ডিতম্মন্যতায় নিমজ্জিত হয়ে অন্য কারো কারো মত, কবিতাকে ভীত ও পাঠককে বিরক্ত করেন না। অনেক বেশী যশ এঁদের প্রাপ্য ছিল। অধীত বিদ্যা ও পুঁথিগত পাণ্ডিত্য কবির কবিসত্তার প্রয়োজনের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে, প্রথিতযশা বৈয়াকরণ হয়ত তাঁরা হয়ে ওঠেন, কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় কবি আর তাঁরা থাকেন না। কবিতা পড়তে যদি হোঁচট খেতে হয় পাঠককে, কবিতা যদি বর্ষার বাদার গায়ের জলজ গন্ধর মত, শীতের ভোরের নরম কুয়াশার নীলাভ আর্দ্রতার মত বিনা-আয়াসেই পাঠকের মনোমত না হয়, তাহলে.....

পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের অনেকই ক্ষেত্র আছে, এবং পণ্ডিতেরা চিরদিনই আমার মত মুর্খজনের কাছে শুধু শ্রদ্ধার জন নন ; ভয়ের জনও। কারণ তাঁদের দূরে না রাখলে তাবৎ অবিদ্যাসহ হাতে-নাতে ধরা পড়তে হয় যে। ভয়টা নেহাৎ নিজেরই কারণে।

অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে। কোনো পণ্ডিতজনের হাতে যদিও এ-চিঠি পড়ার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আশংকা নেই। তা বলে পরোক্ষে তোমাকে মূর্খ বলছি একথা ভেবো না। তোমার উপর এটুকু আস্থা নিশ্চয়ই রাখতে পারি। আমি নিজে অতি সাধারণ বলেই, সাধারণের জন্যেই কলম ধরা আমার। পণ্ডিত ও বিদগ্ধ জনদের আমি এড়িয়ে চলি এবং তাঁদের সাধুবাদে কখনও সম্পৃক্ত হব যে, এমন আশা করার মত উচ্চাশীও আমি নই।

তবে কি জানো? তোমাকে এমন নিরিবিলিতে বলেই ফেলি : একমাত্র মূর্খরাই জানে মুর্খমীর আনন্দ। তুমি যদি কখনও মুর্খমীতে আমার সমতলে নেমে আসতে পারো তবেই বুঝতে পারবে যে, কথাটা কত খাঁটি।

তোমাকে অনেকই কবিতা শোনাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু টেলীপ্যাথীতে মনে হচ্ছে যে, তুমি এই ভরদুপুরেই হাই তুলছ। তবে কবিরাও হয়ত একটি ভাল কবিতা লেখার আগেও অনেক হাই তোলেন, অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। শুধু কবিতা কেন, যে-কোনো ক্রিয়েটিভ কাজই বড় কষ্টের, অথচ মজাটা এই-ই যে, ক্রিয়েটিভিটির সমস্ত আনন্দই নিহিত থাকে এই কষ্টটুকুরই মধ্যে। এ এক ধাঁধা।

হেলমাট্ হাইসেন্‌বাটেলের নাম শুনেছ? নিশ্চয়ই শোনোনি। আমিও খুব বেশীদিন আগে এই জার্মান কবির কবিতা পড়িনি। একটিও না। কিন্তু পড়ে, রীতিমত অনুরাগী হয়ে উঠেছি। এই কবিতাটি শোনো। নাম : "So what." অনেক বড় কবিতা। তোমাকে অল্প একটু শোনাচ্ছি :

"Whoever is honest is corrupt
Whoever pretends to be decent is bogus
Whoever wants to seem vital produces impotence
Whoever is sober is an addict
Whoever wants to take on responsibility is irresponsible
Whoever wants to seem magnanimous ought to be petty
Whoever believe in discipline is confused
Whoever tells the truth is a liar
Whoever is fearless is a coward
Whoever wants to be just is cruel
Whoever affirms life is a shifty lot."

....

So what!

এই রে। বৃষ্টি শুরু হল। হেলমাট্ যদি লিখতেন Whenever it rains, it is sunshine তাহলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু বেশ বড় বড় ফোঁটায় বাগাড়ম্বরের সঙ্গে মেঘাড়ম্বরে চৈত্রমাসে বৃষ্টি নামল। প্রকৃতির কবিতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভারী ভাল লাগছে। চৈত-বোশেখের বুনো-বিষ্টির মধ্যে দারুণ একটা মিষ্টি ব্যাপার আছে। কিন্তু কবিতার বই এই ঝোলায় উঠল, বাধ্য হয়েই।

আঃ বুক ভরে গেল। বৈশাখী, রুখু, তৃষিতা প্রকৃতি যখন প্রতি বছর প্রথমবার বর্ষাকে বুকে নেয়, তখন বর্ষার জলজ জঘনের যখন রমণের শিথিল সুগন্ধ ওড়ে দিকে দিকে সবুজ সজলতায় উৎসারিত হয়ে।

কোলকাতাতেও বৃষ্টি নামুক। সৃষ্টি অব্যাহত থাকুক। এই কামনা জানিয়ে—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ভগবানে বিশ্বাস করি যদিও কিন্তু মাঝে মাঝে গভীর অবিশ্বাসও যে জন্মায় না, তা নয়। মহুলসুখার মত জায়গাতে এসে, প্রকৃতি যেখানে অসীমতার আভাস দেয়, যেখানে মানুষের শরীরী সারবত্তা এবং পণ্ডিতম্মন্যতাকে উপহাসের সামগ্রী করে তোলে। এমন এমন অনুভূতি শুধু মহীরুহ-সম্বলিত গহন অরণ্যে এলেই যে হয়, তাই-ই নয়, অন্তবিহীন সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে, যেখানে অনন্তকাল ধরে তটভূমিতে ঢেউ-এর আছড়ানি, যে অতলান্ততায় এবং অসীম অনিশ্চয়তার সামনে মানুষ নিজেকে নতবোধ করে, যেখানে মানুষের উদ্ধত মাথা আপনা থেকেই নুয়ে আসে। তেমন হয় নগাধিরাজ হিমালয়ের সামনে দাঁড়ালেও। আমাদের সব জানাতে, অনুসন্ধিৎসাকে অতিক্রম করে হিমালয় শুধু তার ভয়াবহ উদ্ধতাকেই নয়, নিঃসীম হিমেল নির্জনতাকেও আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় যে, আমাদের জানাই শেষ কথা নয়।

তুমি যদি মনোযোগী হয়ে লক্ষ করো, তাহলে দেখবে যে হিন্দুদের দেব-দেবীদের বেশীর ভাগ মন্দিরই এমন এমন জায়গায় আছে, যে সব মন্দিরে কোনো মানুষ অন্য মানুষদের বিনতচিত্তে নিজের অক্ষমতা, ক্ষুদ্রতা এবং অসহায়তাকেও উপলব্ধি করে সেই সব জায়গা আশ্চর্য প্রাকৃতিক শোভা সম্পন্ন জায়গাতেই। সমুদ্র, মরুভূমি, গভীর অরণ্য, অথবা সুউচ্চ পর্বতমালা ও পাহাড়ের মধ্যে। আসল ব্যাপারটা হয়ত প্রকৃতিই।

অমনোযোগী ছাত্রকে ভুলিয়ে এনে বিবেকসম্পন্ন মাস্টারমশাই যেমন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে-থাকা মালগাড়ির ওয়াগন গুনতে বলে ছাত্রকে পরোক্ষে এবং তার অজানিতে অংকর পাঠ দেন, ধর্মযাজক এবং পুরোহিতরাও সেইরকমই এমন এমন জায়গায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষকে টেনে এনে অনবধানে তাদের মধ্যে নম্রতা, বিনয় এবং ভক্তিভাব জাগরূক করার চেষ্টা করেন। যদিও উপলক্ষ্য হয় বিগ্রহ, মন্দিরের পারিপার্শ্বিকই আসলে মানুষের মনকে নতমস্তক করে। ড্যালহাউসী স্কোয়ারে কি চৌরঙ্গীর মোড়ে মন্দির থাকলে সে মন্দিরে গিয়ে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবৎ বোধ অথবা ভক্তিতে আপ্লুত হওয়া অনেক কঠিন হত বলেই মনে হয় আমার।

বর্তমান পৃথিবীর নৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে এসে পৌঁছেচে সেখানে চার্বাকের দর্শনেরই জয়জয়কার দেখি। ভারতীয় দর্শনেরও বিভাগ কম নয়। জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত ইত্যাদি কত মতই ত আছে।

আমার ব্যক্তিগত মতে বৌদ্ধ-দর্শনই শ্রেষ্ঠ। শুধু আমি বলেই নয়,

www.BanglaBook.org

যে রাজপুত্র একদিন সুন্দরী স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করে অনেক পথ অতিক্রম করে, গয়ার মহীরুহর নীচে বসে বোধি-লাভ করেছিলেন সেই বুদ্ধদেবই সার কথা বুঝেছিলেন। জীবন মানেই দুঃখ, শারীরিক ব্যাধি, জরা, বার্ধক্য। জীবদ্দশাতেই এই তাবৎ দুঃখময় বোধ থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে পারলে জীবদ্দশাতেই নির্বাণ লাভ হতে পারে। বৌদ্ধরাও কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন। যেমন করতেন চার্বাক।

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" হচ্ছে চার্বাক দর্শনের মূল কথা। আজকাল প্রথমতঃ খাঁটি গব্য ঘৃত পাওয়াই যায় না। পাওয়া গেলেও, নিজ সামর্থ্যে তা সেবন করা যায় না। অতএব ধার করা ছাড়া উপায়ই বা কি ? কিন্তু চার্বাক যখন এ কথা বলেছিলেন তখন ঘি এত মহার্ঘ এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় ছিলো না।

তবুও, তখনও তিনি ধার করেও ঘি খেতে বলেছিলেন।

চার্বাকের দর্শনেই বর্তমান পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে গভীর বিশ্বাসী বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য জগতে ত ওঁরা বলেনই যে, জীবন মাত্র একটাই। আমিই আসল। আমি আছি বলেই, আমার মাধ্যমে, আমার চতুর্দিকে আবর্তিত সব কিছু আছে। আমি নিজেই না থাকলে, আর কি থাকল না থাকল, তাতে আমার থোড়াই এসে যাচ্ছে।

সামান্য কথায় তোমাকে চার্বাকের দর্শন সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলি। ঋদ্ধিকেও সম্ভব হলে শুনিয়ে দিও। বহুমূল্য পীতবসন-ধারী, নানাবিধ সুগন্ধীতে স্নাত, চতুর্দিকে ফুটন্ত-ফুলের মত রমণী পরিবৃত হয়ে যে গুরু কিছু অসংলগ্ন, দুর্বোধ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শিষ্য-শিষ্যার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মিটি মিটি হাসেন, তিনি নিজেও কিন্তু চার্বাকের-দর্শনে গভীর বিশ্বাসী। ধূপ-ধুনো ও অগুরুর গন্ধের মধ্যে জগতের তাবৎ সুখ, সমস্ত ইন্দ্রিয়র চরম পরিতৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে করতলগত করে, অন্যদের "এহ বাহ্য" যিনি শেখান, তাঁর মত বস্তুতান্ত্রিক মানুষ আর কোথায় পাবে ?

ঋদ্ধিও চার্বাকের দর্শনে বিশ্বাসী, কারণ তার তাবৎ খোল-করতাল মন্দ্রিত ঢুলু ঢুলু আঁখি ভক্তি যে, আলটিমেটলী তোমার মায়ের বিপুল সম্পত্তি সহজে হস্তগত করারই অসাধু অপচেষ্টা সে বিষয়ে আমার এবং ঋদ্ধির নিজেরও হয়ত বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এ-জীবনে 'লাইন চুজ' করতে বড়ই ভুল হয়ে গেল। আমার এক বন্ধুর কাকা পাবনাতে এল-এম-এফ ডাক্তার ছিলেন। দেশ-বিভাগ হওয়ার সময়ই তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোলকাতায় চলে আসেন; ভদ্রলোক অত্যন্ত কুদর্শন। বেঁটে, সেভেনটি-এইট আর পি-এম গ্রামাফোন রেকর্ডের মত চকচকে কালো গায়ের রঙ, মুখময় বসন্তের দাগ এবং অত্যন্ত স্থূলাকৃতি। একদিন তিনি আমার বন্ধুকে বললেন, "তোরা যে উত্তমকুমার উত্তমকুমার কইস্, লোকটা কত টাকা রোজগার করে রে মাসে ? পাঁচ হাজার হইব ?"

বন্ধু বলল, "কও কি কাকা ? উত্তমকুমার ? সে যে লিভীং হিরো— ! মাসে পাঁচ হাজার কি কও ? দিনেই পাঁচ হাজারের বেশী রোজগার তার।"

ডাক্তার কাকা মুখবিকৃতি করে, বিরসবদনে বললেন, "কইস কি রে ? এত টাকা ! টাকার মা-বাবা নাই ?

বলেই, বললেন, "দুস্‌স্ শালা। লাইন চুজ করাই ভুল হয়্যা গিছে।"

এ-জীবনে, আমারও "লাইন চুজ করা ভুল হয়্যা গিছে।" বুঝলে পদ্মা। গুরুগিরিই করা উচিত ছিল।

চার্বাকের কথাতেই ফিরে আসি এবারে। চার্বাক বলতেন যে, যা কিছু দৃশ্যমান তাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস। যা দৃশ্যমান নয়, যা আমাদের শরীরী অনুভূতিতে বোধগ্রাহ্য নয়, সেই সব পরোক্ষ জ্ঞান, অথবা অনুমান, অন্য মানুষের দ্বারা অনুভূত বা কথিত সব কিছুই অনির্ভরযোগ্য। শুধু অনির্ভরযোগ্য নয়, প্রায়শঃই তা বিভ্রান্তিকর। অতএব যা এই জীবনে, এক্ষুনি, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দৃশ্যমান বা অনুভূত নয় সে সব নিয়ে মাথা ঘামানো মূর্খামিরই নামান্তর।

রমাপদ চৌধুরীর একটি চমৎকার উপন্যাস আছে, এখনই। অথবা ইংরিজীতে বললে, **Right now**। চার্বাক দর্শনের গোড়ার কথা হচ্ছে "এখনই"।

যা কিছু দৃশ্যমান তাদের মাধ্যমে আমরা বস্তুময় জগতকেই দেখতে পাই। এই বস্তুময় জগত, হাওয়া, মাটি, আগুন এবং জল নিয়েই তৈরী। এই সব কিছুরই অস্তিত্ব আমরা আমাদের অনুভূতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভাবে গোচর হই। জগতের তাবৎ বস্তুই এই চারটি উপাদান দিয়েই তৈরী। এমন কোনো প্রমাণ নেই মানুষের অবস্তু আত্মা বলে কিছু আছে। মানুষও পুরোপুরি এই চার উপাদানে তৈরী। আমরা যখন বলি আমি রোগা, কি ঋদ্ধি মোটা, কি তোমার মায়ের গুরু খুঁড়িয়ে হাঁটেন তখন আমরা ব্যক্তিগত বিশেষত্বর কথাই বোঝাই। মানুষের মধ্যে অবশ্যই জ্ঞান আছে, জ্ঞান অর্থাৎ কনশাসনেস কিন্তু সেই কনশাসনেসও মানুষের শরীরী গুণ। মানুষ যখন মরে যায়, তাকে পুড়িয়ে কবর দিয়ে অথবা শকুন দিয়ে খাইয়ে অথবা পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হয়, মানুষের সেই জ্ঞান বা কনশাসনেসও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। মানুষের শরীর যে-সব উপাদানে গড়া সেই সব

www.BanglaBook.org

উপাদানের কনশাসনেস নেই বলেই যে মানুষের কনশাসনেস থাকবে না এমন কোনো মানে নেই।

এই কথাটা বোঝাতে অনেকেই উদাহরণ দেওয়া যায় এবং চার্বাকিবাদীরা দিয়ে থাকেন। যেমন পান-পাতা, সুপুরী আর চুন একসঙ্গে চিবোলে লালচে রস বেরোয় মুখের মধ্যে অথচ এদের কারোই রঙ লাল নয়। গুড়ের ফারমেন্টেশন করে যে মদ তৈরী হয় তাতে মাদকতাগুণ থাকে। যেমন রাম-এ। অথচ ফারমেন্টেশন না করে খেলে গুড়ই পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়ের মতই নিষ্পাপ সুখাদ্য।

অতএব, মানুষের মৃত্যুর পর মানুষ যে কোনো শরীরী অথবা অশরীরী সত্তাতেই আর বেঁচে থাকে না এ নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। ভগবানের অস্তিত্বও একটি গাঁজাখুরি ধারণা। পৃথিবী ঐ চারটি মৌল উপাদান দিয়েই গঠিত। ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ কথা, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক নেতাদের দেয় তাবৎ প্রতিশ্রুতির মতই মিথ্যা। অতএব পুজো আর্চা, সাধন ভজন সমস্তই বুজরুকী, নিছক মূর্খামী। বেদ বেদান্ত অথবা ধূর্তচূড়ামণি পুরোহিত অথবা গুরুদের ভক্তি করাও মূর্খামী।

জীবনের শেষ এবং সর্বোচ্চ গন্তব্য হল ভোগ। যে-কোনো বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই ভোগী হওয়া উচিত। এই এক জীবনেই যতখানি শারীরিক আনন্দ করে নেওয়া যায় সেইটুকুই লাভ, সেইটুকুই থাকে, বাকি সবই ছাই। খাওয়ার আনন্দ, দেখার আনন্দ, শোনার আনন্দ, ঘ্রাণের আনন্দ, ছোঁওয়ার আনন্দ, রমনের আনন্দ এই-ই সার, এই-ই সব।

অতএব পদ্মা দেবী, তৈরী হয়ে থেকো, আতর ঢালা জলে চান করে সুন্দর করে সেজে, তৈরী হয়ে থেকো পৃথিবীর সব সুগন্ধে নিজেকে সুগন্ধি করে;আমি দিন সাতেকের মধ্যেই কোলকাতায় ফিরছি। ফিরে চার্বাক দর্শনের চূড়ান্ত চাকচিক্যে তোমার মাধ্যমে চরম পুলক লাভ করব, তোমাকেও করাব অশেষ পৌনঃপুনিকতায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এখানে যেদিন আসি তার আগের দিন রানু বৌদি ও রাজীবদার সঙ্গে পলীনেশিয়াতে খেতে গেছিলাম। পলীনেশিয়ার ইন্টিরীয়র ডেকর অত্যন্ত কদর্য। নিজে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জে গেছিলাম বলেই হয়ত চোখে এত বিসদৃশ লাগে।

রানু বৌদিকে আমার ভাল লাগে। নানা কারণেই ভাল লাগে। মেয়েদের মধ্যে এমন উদারমনস্ক মানুষ কমই দেখেছি। বুদ্ধিমতীও খুবই। তবে ওঁর এত বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও রাজীবদা যে তাঁকে অনেক ব্যাপারে স্তোক দিয়ে বোকা বানিয়ে রেখেছেন কী করে এটা ভাবলেই অবাক হয়ে যাই। তবে, রানু বৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সম্পূর্ণই প্ল্যাটোনিক। একবার ওঁদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেছিলাম। এয়ার-কণ্ডিশানড্ কম্পার্টমেন্টে, রাজীবদা যখন বাথরুমে গেছিলেন তখন রানু বৌদি যত্ন করে আমার এলোমেলো হয়ে-যাওয়া চুল আঁচড়ে দিয়েছিলেন। মেয়েদের ভালোবাসা যে কতরকম হয় এবং সে ভালোবাসার প্রকাশও যে কত বিচিত্র তা যারা সে ভালোবাসা পেয়েছে তারাই জানে। মিথ্যে বলব না, আর একদিন তাঁকে নিয়ে ক্লাবে যাওয়ার সময় জনাকীর্ণ সার্কুলার রোডে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হঠাৎ-চুমু খেয়েছিলাম, ভীষণ চুমু খেতে ইচ্ছে করেছিল সেই মুহূর্তে, তাই। রানু বৌদি বলেছিলো, তুমি একটা দস্যু। ভদ্রলোকের মত চুমুটাও খেতে শিখলে না। ব্যসস্ ঐ পর্যন্তই।

তুমি আশ মিটিয়েছো, সেটাও বারবার, তাই তোমাকে এ কথা বললে তুমি ভাবতে পারো তোমাকে ছোট করছি। কিন্তু তা নয়। রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলায় বলেছিলেন, "আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।" তুমি আশ মেটালেও আশ এ জীবনে মিটবে না। তোমার কথা স্বতন্ত্র। কারণ, তুমি যে, তুমিই।

রানু বৌদি একদিন বলেছিলো, কোলকাতায় কাউকে আদর করে, কারো আদর খেয়ে মজা নেই—কখনও তোমার সঙ্গে জঙ্গলে গেলে নদীর বালির নরম বিছানায়, চাঁদনী রাতে, রাত চরা পাখির ডাকের মধ্যে তোমার আদর খাব, তোমায় আদর করব। সেটা তোলা থাক কোনো না-আসা দিনের জন্যে। সেই না-আসা দিন আজও আসেনি। শারীরিক সম্পর্কের একটা সময় আছে। একটা মেয়াদ আছে। সেই মেয়াদের মধ্যে সম্পর্ক সোনালী শীলমোহর না পড়লে, আর হয় না; তামাদি হয়ে যায়। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাইই বলে। তামাদি পাওনা পেয়েও সুখ নেই। ক্ষিদের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তখন ক্ষুধার্তকে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খেতে বসালেও খেতে ইচ্ছে যায় না আর। শরীরের

www.BanglaBook.org

ক্ষিদের বেলাও সে কথা খাটে।

রানু বৌদিকে ভালবাসি। এক বিশেষ ভালোবাসা। সব ভালোবাসাই বিশেষ। কোনো ভালোবাসাই অন্য ভালোবাসার মত নয়, যেমন কোনো সম্পর্কই নয় অন্য সম্পর্কর মত। কিন্তু তবুও রানু বৌদির সঙ্গে সম্পর্ক বোধ হয় আর রাখা যাবে না তার স্বামীর জন্যে। স্বামীকে ভয় করি না। ভয় আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। ভয় করতে পারলে ত বেঁচেই যেতাম। জীবনের তাবৎ অপ্রাপ্তির দুঃখ সাহসের অভাবের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বিবেককে সহজেই চোখ ঠারা যেত।তা ত হলো না। না, ভয় নয়। ঘেন্না। রাজীবদার মত এমন কুচক্রী, কম্পলিকেটেড, সাংঘাতিক মানুষ আমি আমার জীবনে দেখিনি। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালেই মন তিক্ততায় ভরে ওঠে। সংসারে আমরা সকলেই কোনো কোনো মানুষের সংস্পর্শে আসি যারা একটা অশুভ খলতাজাত অনুভূতি মনের মধ্যে চারিয়ে দেয়। এই অনুভূতি বুঝিয়ে বলার নয়, বোঝবার। রাজীবদা সেই জাতের মানুষদের মধ্যে লা-জয়াব। আমি সম্পর্ক ঢিলে করতেই চাই কিন্তু রাজীবদাই তা করতে দেন না। নিজেই যোগাযোগ করেন। মানুষটির মধ্যে একটি গভীর ক্ষতিকারক লোক বাস করেন। নিজের নাক কেটেও পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে তিনি পিছপা নন। এমন মানসিকতার মানুষ বড় একটা দেখিনি।

এবার সম্পর্কটা ছিঁড়ে ফেলার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে হবে। বেচারী রানুবৌদি। কিন্তু কি করব। কাউকে ভালোবাসলে তার কালো অথবা হুলো বিড়ালকেও ভালবাসতে হবে এমন প্রবাদে আমার বিশ্বাস নেই। সে ভালোবাসা হারিয়ে গেলেও, যাবে। কিছুই করণীয় নেই আমার। রাজীবদার প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে রানু বৌদিকে ওয়াকিবহাল করতে পারি আমি। জানলে রানু বৌদি ভীষণ আঘাত পাবে। তাকে ভালোবাসি বলেই তা করতে পারি না। আমি যদি রানু বৌদির জীবনের সব ভার নিতে পারতাম তাহলেই তা করা সম্ভব হত। পরের ঘর-ভাঙায় আমি কখনও বিশ্বাস করিনি। বিবাহিত জীবনের ঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতটুকু পাওয়া যায় তাতেই আমি খুশী। যেটুকু উপচে আসে, দৈনন্দিনতার গ্লানির বাইরে, সেই এক চিলতে হাসি, অনাবিল সান্নিধ্য সুখ, ক্বচিৎ চুমু, এইই ত অনেক। যাকে মানুষ ভালোবাসে তার চোখে চেয়ে বসে থাকাও ত কত গভীর সুখবাহী। আমি অন্তত তাই জানি। যে-ফুল সাজিয়ে রাখার মত ঘর বা ফুলদানী আমার নেই, সে ফুল ছিঁড়ে শুকিয়ে ফেলার আত্মম্ভরিতায় আমি অবিশ্বাসী।

কিন্তু সম্পর্কটা ছিঁড়ব কি ভাবে ? বুদ্ধিমানের মত ট্যাক্টফুলী ত কোনো কিছুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করা হলো না আজ অবধি আমার দ্বারা। মুখে এক আর মনে অন্য সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা গাছেরটা খেয়ে তলারটা কুড়িয়ে বুদ্ধিমানের মত জীবনে বাঁচেন তেমন অসাধারণ ভদ্রলোকী দুর্বুদ্ধি আমার যেন কখনও না হয়।

এবারে তুমি বলবে, তাহলে কি ঝগড়া করতে যাবে?

তাইই যাব। উপায় কি? বিস্ফোরকের উপর সর্বক্ষণ বসে থাকার অস্বস্তির চেয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো ঢের ভাল।

রাজীবদাদের মত লোকের কথা বাদ দিয়েও বলতে পারি যে, যতই দিন যাচ্ছে,ততই এই শহুরে মানুষ-জন আর একেবারেই বরদাস্ত করতে পারছি না। এত রাজনীতি, এত ইতরামি আর সহ্য হয় না। যাঁদের একদিন দূর থেকে শ্রদ্ধা করেছি, কেউ-কেটা সমাজের শিরোমণি বলে জেনেছি, সমীহ করেছি অন্তরের সমস্ত আন্তরিকতায়, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর তাঁদের অধিকাংশেরই তথাকথিত ব্যক্তিত্বর খোলস দেখে হতাশই শুধু হইনি, দুঃখিতও হয়েছি। এই সব মানুষই বাঙালী সমাজের মাথা। বাঙালীদের যে কী অবস্থা হয়েছে, তা এই শিরোমণিদের দেখেই বোঝা যায়। সেই একই কথোপকথন, একই স্থূল রসিকতা, গভীর অন্তঃসারশূন্যতা আর ভালো লাগে না। টাকা, প্রতিপত্তি, আর ক্ষমতার লোভ ছাড়াও যে মানুষের জীবনে আরও অনেক বড় কিছু চাইবার আছে, বা থাকে, এই কথাটা এই সব কেউ-কেটাদের দেখলে বিশ্বাসই হয় না। মানুষের কাছে আসতে গিয়ে, মিশতে গিয়ে, মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে বারবার অমানুষের ভিড়েই পথভ্রষ্ট হয়েছি। এখন তাই স্বল্পকটি গভীর সম্পর্কে বিশ্বাস করি। দেওয়া-নেওয়া মেলা-মেশা শুধু তাদেরই সঙ্গে। এইই ভাল।

তাছাড়া, জীবনে প্রাওরিটিজ একবার নির্ধারিত করে নেবার পর, সময়ই বা কোথায় থাকে নষ্ট করার মত? জীবন যে বড়ই ছোট। এই ছোট্টজীবনে, যার যা-কিছু করবার, তা নিয়ে একাগ্রমনে পড়ে না থাকলে ত কোটি-কোটি পরিচয়-হীন রোজগার করা আর সংসার করা সামাজিক জীবের মতই মুছে যেতে হবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। সামান্য হলেও, একটি আঁচড়ও যদি না-রেখে যেতে পারি যাওয়ার সময় তবে মানুষ হয়ে জন্মানো কিসের জন্যে?

দুঃখের অথবা সুখের কথা এইই যে, এসব আলোচনা সকলের সঙ্গে করা যায় না। সকলে এ সব বোঝেও না। অস্বস্তিরও বটে যে, প্রত্যেকেই নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ বলে মনে করেন। তাঁদের নিজ নিজ বুদ্ধি নিয়ে যদি তাঁরা তাঁদের মত সুখী হতে চান, থাকতে চান, তবে তাইই থাকুননা। তাঁদের শান্তিভঙ্গ করে নিজের অশান্তি ডেকে আনার প্রয়োজন ত দেখি না।

www.BanglaBook.org

এ যাবৎ যা-কিছুই ঘটেছে এবং ঘটল আমার জীবনে, তাতে সাধারণভাবে মানুষ সম্বন্ধে যে এক সুগভীর অনীহা জন্মেছে, তা শুনে তুমি কি বলবে আমাকে, দুষ্টুমির হাসি হেসে, তা আমি জানি।

তুমি বলবে : "হাঁসের গায়ে জলের মত সবকিছুকে গড়িয়ে যেতে দাওনা' কেন ? সমস্ত অনুষঙ্গেই তুমি এত বেশী ইনভ্লভড্ হয়ে পড়ো কেন। আন্তরিক হওয়া কি যাদের অন্তর বলে কোনো বস্তুই নেই, তাদের কাছে সাজে ?"

বলবে, "এই ভণ্ডামির প্রতিযোগীদের পায়ে-পায়ে ওড়া ধুলোর মেঘে নিজেকে আড়াল করে একটু বা ভণ্ডামিই করলে ? তাতে কীইই বা এল গেল ? সকলেই ত করছে। রথের মেলাতে এত মুখোস কিনতে পাওয়া যায়, একটা ভণ্ডামির মুখোস কিনেও ত পরতে পারো ?"

পারি না। পারি না যা, তা পারি না।

তুমি বলবে, "তবে ভুগে মরো, জ্বলে মরো, আমি কি করতে পারি ?" এও বলবে, যেমন আগেও অনেকবার বলেছো, "তুমি একটি রগ-চটা, ঝগড়াটে, ডনকুইক্সো। একটি হতভাগা, দুর্মর, দুর্মুখ লোক যে, যখন তখন ঘোড়া থেকে নেমে পড়েই তরোয়াল বাগিয়ে যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হও। এ যুগ হচ্ছে আড়াল থেকে যুদ্ধের যুগ। সম্মুখ-সমরে এ যুগে কোনো ভদ্রলোকে নামে !"

জানি, নামে না। তোমাদের ভদ্রলোকী তোমাদেরই থাক। কিন্তু এও জেনো যে, সকলেই তোমার মত খারাপ বলে না আমাকে। একদিন এ বিষয় নিয়ে কিশার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। ও কি বলল জানো ? ওর শোবার ঘরের লাগোয়া বারান্দায় আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল : "ঐ দেখুন। আকাশে যে পাখিগুলো সবচে উপরে উড়ছে, তারা কিন্তু একাই। তাদের আশে-পাশে খুব কম পাখিই আছে। আপনি যে এত বোকা ! তা আমি কখনও জানতাম না।"

কিশা হয়ত পরোক্ষে আমাকে মহত্ত্ব বা মানসিক উচ্চতা সম্পন্নতার কথাই বুঝিয়েছিলো। এ শুনে তোমার হাসবার দরকার নেই। কারণ, সকলেই তোমার মত বুদ্ধিমতী এবং অবিশ্বাসী নয়। কিন্তু আমি ত জানি, আমি কি ! কিশা যাইই ভাবুক আমাকে। উঁচুতে উঠতে হলে যে, অনেক দাম দিতে হয়। সেই দাম দেওয়ার কড়ি যে এখনও জোগাড় হলো না। মূল্য ছাড়া কি কিছুই মেলে ? প্রত্যেক প্রাপ্তিরই একটি করে মূল্য নির্ধারিত বাঁধা আছে আগেভাগেই। মূল্য ছাড়া যা পাওয়া যায়, তা একেবারেই পড়ে পাওয়া , লে, লে, বাবু ছ'আনায় কেনা ফুটপাথের সওদার মত। রাজীবদাকে যে এ কথাটাই কখনও বোঝাতে পারলাম না। যেন-তেন-প্রকারেন বড়লোক হয়েছে বলেই পৃথিবীর সব সম্মানই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাতারাতি কিনে নিতে চায় সেই টাকা দিয়ে। অতই সোজা।

যারা উঁচুতে উঠেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই একা। আমি না-উঠেই একা। একা হতে পারাও একরকমের মহত্ত্ব, মহৎ না হয়েও। এটা লক্ষ করি যে, আধুনিক মানুষ একা হতে জানে না, একা থাকতে অত্যন্ত আতঙ্কিত বোধ করে। জন্মদিনের হিসেবে তাদের বয়স যাইই হোক না কেন, মনের বয়স তাদের তেরো বছর পেরোয়নি বলেই মনে হয়। তাস না খেললে, মদ না খেলে, অসার ও অনির্বাণ আড্ডা না মারলে, নিজস্ব অবসরের ভারে চাপা পড়ে তাদের অনেককেই দম-বন্ধ হয়ে মরো-মরো হতে দেখি। এটাই বোধহয় নগর-কেন্দ্রিক মানুষের নবতম এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক অসুখ। হয়ত এই মানসিক অসুখ, শারীরিক কর্কট রোগের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতি করবে এবং করছে আধুনিক মানুষের। ভাবলেও, অবাক লাগে। অথচ তাবৎ জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই সৃষ্টিকর্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ মানসিকতার আশীর্বাদধন্য করে পাঠিয়েছিলেন।

তুমি কি বলবে জানি না, আমার মনে হয়, একঘেয়েমি, এবং সমস্ত নাগরিক মানুষেরই জীবনযাত্রার একটি সেট্-প্যাটার্ন আমাদের প্রত্যেককেই অনড়, স্থবির অভ্যাসের দাস করে দিচ্ছে মানসিক ভাবে। মানসিক যূথবদ্ধতা থেকে দলছুট হতে বোধহয় বড়ই ভয় করে সকলেরই। তাইই একা থাকতে একা হতেও, এত ভয়।

কিছুদিন আগে একটি চমৎকার বই হাতে এসেছিলো। পড়ে উঠতে পারিনি কোলকাতায়। এখানে নিয়ে এসেছিলাম পড়ব বলে। রিচার্ড বাক্ এর "Illusions. the adventure of a reluctant messia!"

বাক্-এর প্রথম বইটি তুমি পড়েছো। মনে আছে? "Jonathan Livingstone Seagull.

এই বইটি পড়ে, নতুন করে চমক লাগল। প্রথম কটি পাতা ওর মেয়েলী হাতের—লেখার ফোটোস্টাট। দেখলে মনে হয়, যেন কোনো কিণ্ডারগার্টেন ক্লাসের মেয়ের নোট-বুক। কিন্তু লেখা পড়লে, গা-শিরশির করে। সত্যিকারের বড় লেখকরাই বোধহয় সোজাসুজি, সরল ভাষায়, অল্প কথায়, এমন কঠিন বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন।

বাক্ লিখছেন,

(ক) এক সময় একদল জীব বিরাট এক স্ফটিকস্বচ্ছ গতিময় নদীর নীচের নুড়িময় বুকে বাস করত। একটি গ্রামের মতই বসতি ছিল তাদের।

(খ) নদীর স্রোত, ছোট-বড়, বড়লোক-গরীব, ভাল-মন্দ সমস্ত জীবের উপর

www.BanglaBook.org

দিয়েই নিঃশব্দে বয়ে যেত নিজের পথে, কারণ নদীই কেবল নিজের স্বচ্ছ সত্তার স্বরূপ নিজে জানে।

(গ) প্রতিটি জীবই, নিজের নিজের মত করেই নদীর তলাকার নুড়ি বা ঘাস, মাটি বা পাথর আঁকড়ে ধরে, যার যার জায়গাতে, নির্ধারিত কোন্‌টিতে অনড় থেকে নদীর স্রোত ও গতিময়তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করত। কারণ, তারা প্রত্যেকে জন্ম থেকেই জেনেছিল, শিখেছিল যে আঁকড়ে-থাকাটাই তাদের ধর্ম। সেইই তাদের জীবন।

(ঘ) কিন্তু একদিন একটি জীব অবশেষে বলে উঠল : "জন্মাবধি আঁকড়ে থেকে থেকে আমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেছি। যদিও, আমার নিজের চোখে আমি নদীর গন্তব্য কখনও দেখতে পাইনি, পাচ্ছি না ; তবুও, আমার মন বলছে যে ; এই স্রোত নিজে ঠিকই জানে, সে কোথায় যাচ্ছে। আমি এবার বাঁধন ছিঁড়ব। জন্মাবধি আঁকড়ে-থাকা হাত দুখানিকে আলগা করে নিয়ে ভাসিয়ে দেব নিজেকে স্রোতের মুখে। ভাসিয়ে নিয়ে যাক স্রোত আমাকে, তার যেখানে খুশী। আঁকড়ে থেকে থেকে আমি একঘেয়েমিতে মরে যাচ্ছি।"

(ঙ) সেই জীবের কথা শুনে অন্য জীবরা সকলেই হেসে উঠল। বলল : "আঁকড়ে-থাকা হাত দু'খানি আলগা করে দ্যাখোই না! বোকা কোথাকার! যে-স্রোতের উপর তোমার এত ভক্তি, সেই স্রোতই তোমাকে আবর্তে ছুঁড়ে ফেলে দুমড়ে-মুচড়ে পাথরে আছড়ে, থেঁতো করে দেবে। একঘেয়েমিতে মৃত্যুর চেয়ে সেই মৃত্যু অনেকই তাড়াতাড়ি আসবে।

(চ) কিন্তু সেই জীবটি অন্যদের কথা শুনল না। সে বলল : "আমি চিরজীবন এমনি করে আঁকড়ে পড়ে থাকব না। আর নয়। বলেই, তার হাত-দুখানি আলগা করে দিল। নদীর স্রোত তাকে গভীর তল থেকে উপরে তুলে আনল। পাথরে ঠোক্কর খেয়ে, ডিগবাজী খেয়ে, তার সারা শরীর কেটে ছড়ে যেতে লাগল।

(ছ) এত বিরূপতা সত্ত্বেও সেই জীবটি আবারও সেই পুরোনোকে আঁকড়ে-থাকা জীবনে আর ফিরে যেতে চাইল না। স্রোতের মধ্যে কেবলই আবর্তিত হতে থাকল। কিছুক্ষণ পর নদী, তার স্রোতের বেগে তাকে মুক্ত করে দিল। তার গায়ে আর কোনো আঁচড় কিংবা আঘাত লাগার আশংকা আর রইল না। সে ভেসে চলল, স্রোতের মুখে ; নদীর প্রবহমানতার সঙ্গে।

(জ) তখন নদীর নীচে নুড়ি পাথর ঘাস মাটি আঁকড়ে-থাকা অন্যান্য জীবরা অবাক বিস্ময়ে সেই অপরিচিত মুক্তি-প্রাপ্ত জীবটির দিকে চেয়ে বলে উঠল : "মিরাকল্! মিরাকল্। দ্যাখো, দ্যাখো, আমাদেরই মত অন্য একটি চির-বদ্ধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঁকড়ে-থাকা জীব মুক্ত হয়ে কেমন ভেসে চলেছে। যে আমাদের মুক্তিদাতা, আমাদের মেসায়া! যিনি আমাদের বাঁচাতে এসেছেন।

(ঝ) যে-জীবটি স্রোতের মুখে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ভেসে যাচ্ছিল, সে তার আজীবন সঙ্গীদের কথা শুনতে পেয়ে বলল : 'আমি তোমাদের কারো চেয়েই বড় নই। মুক্তিদাতাও নই। নদী ত আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতেই চায়, তাতেই তার আনন্দ শুধু যদি আমরাই আমাদের আঁকড়ে-থাকা হাত দুখানি ছাড়িয়ে নিতে পারি! "Our true work is this voyage, this adventure."

আসল কথা হচ্ছে সেইটিই।

এই আঁকড়ে-থাকা মনোবৃত্তি ছেড়ে, জীবনের নদীর উদ্দাম স্রোতে ভেসে নতুন থেকে নতুনতর তীব্র অনুভূতিময় অন্য জীবনে নিরন্তর পৌঁছনো এবং পৌঁছনোর চেষ্টা করার আরেক নামই ত বেঁচে থাকা। প্রশ্বাস নেওয়া ও নিঃশ্বাস ফেলা ত কখনই বেঁচে-থাকার সমার্থক নয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আজ সারাটি দিনই কাটিয়ে এলাম রোজাবসা বস্তীতে। কদম আর তেঁতুলের ছায়ায়।

বীরসা মুণ্ডার গল্প শুনছিলাম বুড়ো পাহানের কাছে বসে। পাহান অনেক কিছু জানে। আমি যা জানি না এমন অনেক কিছু। আবার পাহান যা জানে না, এমন অনেক কিছুও আমি জানি।

এইই নিয়ম সংসারের।

উনিশশ আট সালে ছোটোনাগপুর টেনান্সী এ্যাক্ট এলো। লিস্টার সাহেব ছিলেন প্রথম ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট অফিসার। উনিশশ তিন থেকে উনিশশ সাত খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি এবং এক ক্যাথলিক মিশনারী ফাদার, ফাদার জে, হফম্যানের সঙ্গে মিলে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই লিখেছিলেন মুণ্ডাদের ভূমিজ ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। "স্পেশাল মেমোরাণ্ডাম্ অন দ্য ল্যাণ্ড সীস্টেমস্ অফ দ্যা মুণ্ডাজ"।

এখানে আসবার আগে ফাদার পিটার পনেট্‌কে, তাঁর লেখা মুণ্ডাদের নীতিবোধের উপর একটি প্রবন্ধর প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছিলাম। ফাদার পনেট উত্তরে লিখেছিলেন : "আই এ্যাম টুউ ওল্ড্ টু বী আইদার পাফ্‌ড-আপ্ অর এমবারাসড্ উইথ প্রেইজ, স্টিল, আই থ্যাঙ্ক উ্য ফর ইট, বিকজ ইয়র্স্ ইজ সীন্‌সীয়র"।

এই সব বিদেশী ক্যাথলিক মিশনারীরা যা কাজ করে গেছেন এসব বিষয়ে তা জানলে, নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জিত হতে হয়। ফাদার পনেটের জন্ম উনিশশ দশ-এ। উনিশশ একত্রিশে বেলজিয়াম থেকে ভারতে এসেছিলেন। ফাদার হফম্যান ছিলেন জার্মান। তাঁর মুণ্ডা সমাজের হিতার্থে তাঁর অনবদ্য অবদানের কোনো তুলনা নেই। ইংরেজ শাসকরাই তাঁকে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ লাগার পর জার্মানীতে ফেরৎ পাঠান। অনেকদিন হল তিনি মারা গেছেন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিদেশী মিশনারীরা বিভিন্ন ভারতীয় উপজাতি ও আদিবাসীদের জন্যে যা করেছেন এবং তাদের পৌরাণিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আত্মিক সমস্ত বিষয় নিয়ে যা সমীক্ষা ও গবেষণায় নিবিষ্ট থেকেছেন তা দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও এদেশের মানুষ করেননি। জার্মান, বেলজিয়ান, ইংরেজ সকলেরই জিগীষা ছিল অসীম। অনেক লোককে তাঁরা ধর্মান্তরিত করেছেন নিশ্চয়ই কিন্তু তাতে হিন্দু ধর্মের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে ত আমার মনে হয় না। বরং আদিবাসীদের কিছু লাভই হয়েছে। ধর্ম কথাটার গোড়ায় আছে ধারণ করার ব্যাপার। যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। ধর্ম একটি

www.BanglaBook.org

বাইণ্ডিং-ফোর্স। সে অর্থে বলতে গেলে, বর্তমান হিন্দুধর্মকে বাইণ্ডিং-ফোর্স বলে মানা যায় কী যায় না সে নিয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। মুসলিম ধর্ম নিশ্চয়ই একটি প্রচণ্ড বাইণ্ডিং-ফোর্স। কিন্তু বাইণ্ডিং-ফোর্সের দৃঢ়তাই যে কোনো ধর্মের মহত্ত্ব নিশ্চিত করে এমন ভাবারও কোনো কারণ দেখি না।

যাইই হোক, প্রসঙ্গান্তরে না-গিয়েও বলা যায় যে, বিদেশী মিশনারীরা এদেশের অনেক ক্ষতি করেছেন এমন একটা ধারণা জনসাধারণের একাংশের মনে আছে। কিন্তু নিজ চোখে দেখে ও পড়ে-শুনে যা মনে হয়েছে, তা হচ্ছে, তাঁরা যদি ক্ষতি আদৌ করে থাকেন, তার চেয়ে ভালো করেছেন ঢের বেশী। আত্মশ্লাঘা তাকেই মানায় যার যোগ্যতা আছে। নিজেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাদের যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই রেখে এলাম, তাদের ভাল যদি কেউ করে, তাহলে আমাদের গাত্রদাহ কোন্ কারণে ? এই গাত্রদাহ অনেকাংশে আমাদের হীনমন্যতারই ফল। ধার্মিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুপ্রবেশ অনেকেই পরের কথা ; আগের কথা, মানুষের শরীরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন ও তাদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগানো। সে বাবদে, বিদেশী মিশনারীরা যা করেছেন, তার ঋণ স্বীকার না করলে আমাদের পাপ হবে।

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যদি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার না করতেন, যদি তাঁদের মনুষ্যেতর জীব বলে মনে না করতেন তাহলে আজ দেশে মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য হতো। বাংলাদেশের জন্মও হতো কী না সন্দেহ। যে-ধর্ম মানুষকে মানুষের সম্মান থেকে বঞ্চিত করে, বর্বরোচিত ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করায় অন্যের প্রতি, সে ধর্মের বাহকদের প্রাণদণ্ডাদেশ হওয়া উচিত। দোষ ধর্মর নয়, ধর্মের যারা বাহক, তাদেরই।

মুণ্ডাদের কথাতেই ফিরে আসি। মুণ্ডারী খুট্‌কাট্টি সীস্‌টেম্ এবং খুঁট্‌কাট্টিদের ব্যাপার নিয়েই অনেক কিছু বলতে বসা যায় তোমাকে। কিন্তু তোমার ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু বীরসা মুণ্ডার আন্দোলন এই খুঁট্‌কাট্টি প্রথার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বীরসার উলগুলানের অবদান, মুণ্ডা জমি ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত আইন কানুনে, নিতান্ত কম নয়।

কিন্তু এই মুণ্ডারী খুঁট্‌কাট্টি সীসটেম নিয়ে অনেক রোম্যাণ্টিসিজমও হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে, যেখানেই মুণ্ডারা ছিল, সেখানেই নাকি এই প্রথা ছিল। এমন কি যেখানে যেখানে মুণ্ডাদের সসানডিরি (কবরস্থান) ছিল অথবা মুণ্ডা-নামের কোনো গ্রাম ছিল, সেই সমস্ত এলাকা জুড়েও এই প্রথা চালু ছিল।

আসলে কিন্তু তা নয়। খুঁট্‌কাট্টি প্রথা, পালাম্য, বোহটাস্ এবং খন্দমাল বা

www.BanglaBook.org

খন্দমহলেই প্রচলিত। খন্দ উপজাতিদের কথা "পারিধী" উপন্যাসে সামান্য লিখেছি। দশপাল্লা রাজ্যের উঁচু-পাহাড়ের বিড়িগড়ের মানুষদের কথা। তাদের দেবতা, জামো-পেনু, স্রিভি পেনু, এসু-পেনুদের কথা।

খুঁট্‌কাট্টি কথাটার মানে তোমাকে বুঝিয়ে বলি। খুঁট্ মানে হচ্ছে, বিশেষ পরিবার বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠী, গোত্র বা ক্ল্যান্‌কে মুণ্ডারী ভাষায় বলে, "কিলি।" আর কাট্টির মানে বোধ হয় তুমি জানো। চাঁদিয়াল ঘুড়ি ভো-কাট্টির মতই ব্যাপার আর কী। তবে, এই কাট্টি মাঞ্জা-দেওয়া সুতো কাটা নয়। গভীর বন-জঙ্গল, গাছ-গাছালি কেটে জমি সংস্কার করা। ইংরিজীতে যাকে আমরা বলি, রিক্ল্যামেশান্। এক একটি খুঁট্ বা "কিলি" যতখ্যনি জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদের যোগ্য জমি উদ্ধার করেছে ততখানি সেই খুঁট্-এরই দখলে থাকার কথা। খুঁটেরা, কাট্টি করে জঙ্গলের কাছ থেকে যে জমি পুনর্দখল করেছে সেই জমি সেই সব খুঁট্-এরই সম্পত্তি।

আজকাল বন-সংরক্ষণের প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠাতে এবং সারা দেশের বনজঙ্গল বনবিভাগের আওতায় আসাতে, মুণ্ডা এবং অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে সরকারের বিরোধ ঘটছে। মুণ্ডা ব্যতীত অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও খুঁট্‌কাট্টি প্রথার চল আছে তাই এই বিরোধ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে প্রায় সব আদিবাসী এলাকা জুড়েই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই সমস্যার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা শীগগীরই করা দরকার।

গত শীতে অভীরূপরা যেখানে বেড়াতে গেছিল আমার চিঠি নিয়ে, সেই মুরহুতে যেতে হলে 'খুঁটি' বলে একটি জায়গা হয়ে যেতে হয়। খুঁটি, রাঁচী থেকে মাত্র কুড়ি মাইল। এই খুঁটিই হচ্ছে খুঁট্‌কাট্টি এলাকাতে পত্তন-হওয়া প্রথম মুণ্ডা সাবডিভিশান্।

এবারে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসছে। সারাদিন অনেক হৈ হৈ হয়েছে। চড়াই-উৎরাইয়ে হাঁটাও কম হয়নি। চিঠির ঝাঁপি বন্ধ করব এবারে।

আজ সন্ধ্যে থেকেই কেন জানি না, তোমার কথা বারবারই মনে পড়ছে।

কত্তদিন তোমাকে আদর করিনি। তোমার স্তনকুঁড়ি, কত্তদিন আমার অধৈর্য করতলে গন্ধরাজ ফুল হয়ে পরিপূর্ণ প্রসন্নতায় প্রস্ফুটিত হয়নি। ডম্-মোরেসের কবিতার হাইবিস্‌কাস ফুলের পরশ কতদিন পাইনি আমার কামনায়—অধীর শরীরী কেন্দ্রবিন্দু! শরীরের মধ্যেও কত আনন্দ, কী গভীর শান্ত স্বাদ, নন্দগিরা পাহাড়শ্রেণীর কী আশ্চর্য ধ্যানমগ্নতা। বিলিরী আর না-নউরিয়া ফুলের মতই কত নম্রতা। কী দারুন এক উজ্জীবন তোমার বাহুমূলের সুগন্ধে, তোমার

www.BanglaBook.org

স্তনসন্ধির শৈত্যে ! তোমার সাসন্ডিরি শরীরের দুরন্ত আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে, কতদিন আপ্লুত হইনি, তীব্র গা-শিউরানো আশ্লেষে ।

আঃ ! পদ্মা !

আমি একা ত থাকতে ভালোই বাসি। একাকিত্বর জয়গানও ত গাই সবসময়ই। কিন্তু এত সব আপাতঃবিরোধী বোধ আমার মধ্যের আমাকে সবসময় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে। কোন্‌টা যে আমার আসল-আমি তা বুঝতে পর্যন্ত পারি না। মাঝে মাঝেই, এই সুধন্য ভালোলাগার একাকিত্ব আমার নিজের বুকের নির্জনে মরীচিকাময় মরুভূমির বেদুঈন ঘোরসওয়ারের মত উত্তপ্ত, অতর্কিত বর্শা হেনে বিদ্ধ, বিদীর্ণ করে আমাকে। ভিড়, লোকজন ; রাজীবদাদের যেমন সহ্য করতে পারি না , তেমন এই অসীম একাকিত্বও মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হয়। মনের আকাশে এই একলা-ওড়া পাখির, বড়ই ক্লান্তি লাগে। মুক্তির নিঃসীমতার মতই অন্তহীন সেই ক্লান্তি ; সান্ত্বনাহীন। বড় ভয়াবহ ; যন্ত্রণাময়।

তুমি কি হের্মান হেস্-এর স্টেপেনউল্ফ্ বইটি পড়েছো ? আমার বড় ভয় হয়। সেই কথা মনে হলেই। হেস্ একজায়গায় লিখছেন; "...the man of power is ruined by power, the man of money by money, the submissive man by subservience, the pleasure seeker by pleasuré."

আমিও বোধ হয় এমনি করেই মরব। A man of loneliness will be ruined by loneliness.

হেস্ লিখেছেন :

"No one came near to him. There was no link left, and no one could have had any part in his life even had anyone wished it. For the air of lonely men surrounded him now, a still atmosphere in which the world around him slipped away, leaving him incapable of relationship, an atmosphere against which neither will nor longing availed. This was one of the significant earmarks of his life."

পদ্মা ! আমাকে বাঁচাও তুমি ! কবে তোমার দরজায় গিয়ে দাঁড়াব ? ভরা শ্রাবণের বৃষ্টির মত কবে তোমার উথাল-পাথাল শরীরে দৌড়ে এসে আমার বুকের মধ্যে আছড়ে পড়বে তুমি ? তোমার তামা-রঙা নিভৃত নগ্নতায়, কদম্বগন্ধী কোমর-ঢাকা রাশ রাশ নরম চুল খুলে কবে আমি তোমার গন্ধ নেব দু' নাকে সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বপ্নে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ছি আমি এই মুহূর্তে।

কালই নোঙর তুলব এখান থেকে। নৌকো ভাসাব তোমার ছায়াচ্ছন্ন সুশীতল ঘাটের বাঁধা নৌকোর দিকে, যেখানে আমার পাখিরা ডাকে, যেখানে আমার রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে ছল্‌কে ওঠে আমার চির-চেনা গোলাপকাঠের নৌকোর গায়ে উদ্দীপ্ত উৎসারে।

হয়ত আমার এই চিঠি তোমার ডাকবাক্সে পৌঁছোবার আগেই আমি নিজেই পৌঁছে যাব তোমার দরজায়। আমার শরীরের বিদ্যুৎবাহী ঘণ্টা বাজাব তোমার শরীর মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে—পাগলা ঘণ্টির মত। একাকিত্বের গরাদ ভেঙ্গে ফেরারী আসামী পালাবে আবার। ঘণ্টা বেজে চলবে অবিরত; রতির পুজোর!

প—দ্মা! আমি আসছি! শান্ত নিস্তরঙ্গ নদী, ঝড়ের জন্যে তৈরী থেকো।

বদর! বদর!

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG